মাওয়ায়িয রেযভিয়া

তৃতীয় খণ্ড

PDF BY Masum Billah Sunny

ভাষান্তর: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইছমাইল

মাওয়ায়িয রেযভিয়া

তৃতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা নুর মুহাম্মদ কাদেরী রেযভী

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

ভাষান্তর

মুহাম্মদ ইছমাইল

এফ.ফিল.চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যক্ষ, আল্আমিন বারীয়া কামিল ম াদ্রাসা

বাহিরসিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়

লিলি প্রকাশনী

কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম

Sunni-encyclopedia.blogspot.com ★ Sunnipedia.blogspot.com

মাওয়ায়িয রেযভিয়া

তৃতীয় খণ্ড

মূল
আল্লামা নুর মুহাম্মদ কাদেরী রেযভী

ভাষান্তর
মুহাম্মদ ইছমাইল

অধ্যক্ষ, আল্আমিন বারীয়া কামিল মাদ্রাসা
এফ.ফিল.চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বাহিরসিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
০১৮১৫৬২২০০৪

দোয়া প্রার্থী
আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইয়াছিন

পিতা আলহাজ্ব ডাঃ আলী আহমদ চৌধুরী
ডাঃ আলী আহমদ চৌধুরী বাড়ী।
৬নং ওয়ার্ড, শাহমীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল
২০ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়
লিলি প্রকাশনী
কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম

হাদিয়া-১৫০/-
(একশত পঞ্চাশ) টাকা।

লেখকের কথা

আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি-যিনি মাওয়ায়িয রেয্ভিয়া'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের তাওফিক দান করেছেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত ইসলামী শরীয়ার আকায়েদ ও আহকাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে উক্ত কিতাবে। তাই সাধারণ মুসলমানের জন্য তাতে সুন্দর আলোচনা রয়েছে। সে গ্রন্থ খানা উর্দূ ভাষায় লিখিত হওয়ায় আমাদের অনেক ভাইয়েরা তা জানতে ও বুঝতে পারছে না। অথচ প্রয়োজনীয় আকায়েদ ও আহকামের জ্ঞান অর্জন করা ফরয। অজানার কারণে ইমান বিধংসী কুফর, শিরক, নিফাক ও আমল বরবাদের শিকার হয়। তা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য আলিম সমাজকে জরুরী মাসাইল সম্পর্কে সহজ সরল ভাষায় সাধারণ মুসলমানের সামনে তুলে ধরা সময়ের দাবী। সে নিরিখে এ বইয়ের অতি জরুরী কয়েকটি বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছি। বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত রোগীর সেবাশুশ্রূষা করা, পান করার আদব, গর্ব-অহংকার করা, শোকরিয়া আদায় করা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, ছোগলখোরী ইত্যাদি বিষয় ও আমার এম.ফিল. থিসিসের একাংশ হালাল-হারাম উপার্জন সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে এ খণ্ড প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আশা করি পাঠক মহল এর মাধ্যমে আবশ্যকীয় মাসআলা জানতে পারবে। পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলে আমার কষ্ট সার্থক মনে করব। আল্লাহ তায়ালা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুক। পাঠকমহলকে তা জেনে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন! বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

বিনীত
মুহাম্মদ ইছমাইল

সূচিপত্র

বিশতম ভাষণ

সালফে ছালেহীন বিপদ মুহূর্তে হুযূর আকদাস ﷺকে আহবান করণ/৯-১৫

একুশতম ভাষণ

সুলতানুদ্দারাইন উভয় জগতের নিয়ামতসমূহ দান করা/১৬

হাবীবে খোদা হলেন রক্ষক/১৮

হুযূর ﷺ রিযিক দান করা/১৯

হুযূর ﷺ অন্ধকার কবরকে আলোকিত করা/২০

সরকারে দো'আলম ﷺ'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা/২১

হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের পাখী বানানো/২২

হুযূর ﷺ এক শিশুকে জিন্দা করা/২৩

হুযূর ﷺ অন্ধকে জ্যোতি দান করা/২৪

হযরত কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষুকে আরোগ্য দান/২৫

হুযূর ﷺ এক সাহাবীর লোপকৃত দৃষ্টিশক্তি ফিরায়ে দেওয়া/২৫

হুযূর ﷺ হযরত আলীর রোগাক্রান্ত চোখে শেফা দান/২৬

বাইশতম ভাষণ

রোগীর সেবাশুশ্রূষা করার ফযিলত/২৭

অসুখ আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম/২৭

শিক্ষণীয় ঘটনা/২৮

রোগ গুনাহের কাফফারা/২৯

রোগ-ব্যাধি আল্লাহর রহমত/৩০

অসুখের মাধ্যমে মানুষের গুনাহ ঝরে যায়/৩১

রোগীকে সান্ত্বনা দান/৩৩

অমুসলিমের সেবাশুশ্রূষা করা/৩৪

রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা/৩৪

প্রিয় নবীর অমীয় বাণী/৩৫

প্রথম হাদীস: পরিবারের জন্য সম্পদ রেখে যাওয়া/৩৬

হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট/৩৬

দ্বিতীয় হাদীস: কৌলিন্য প্রথার উচ্ছেদ/৩৬

মর্যাদাবান হওয়ার চাবিকাঠি তাকওয়া/৩৭

তৃতীয় হাদীস: ইমানের স্বাদ/৩৭

চতুর্থ হাদীস: বৈরাগ্যতা ইসলামে নেই/৩৮

পঞ্চম হাদীস: নেক্কারের আলামত/৩৯

ষষ্ঠ হাদীস: ভালবাসার আগে পরিচয় লাভ/৩৯

সপ্তম হাদীস: অপরের হাজত পূর্ণ করলে আল্লাহ সহায় হয়/৪০

অষ্টম হাদীস: প্রতিবেশির হক/৪০

নবম হাদীস: প্রতিবেশিকে কষ্ট না দেয়া/৪১

দশম হাদীস: উত্তম লোকের পরিচয়/৪১

এগারতম হাদীস: হিতাকাংখী হওয়া/৪১

বারতম হাদীস: বিনয়ীতা/৪২

তেরতম হাদীস: সাদকার ফযিলত/৪৩

চৌদ্দতম হাদীস: রাগ সংবরণ/৪৩

পনেরতম হাদীস: অন্যকে কষ্ট না দেয়া /৪৪

ষোলতম হাদীস: সাদকা-ই জারিয়া/৪৪

সতেরতম হাদীস: নিজ শ্রমে উপার্জন/৪৫

তেইশতম ভাষণ

পান করার আদব ও মাসআলাসমূহ/৪৭

তিন শ্বাসে পান করা/৪৭

বাসন ডান হাতে ধরা উচিত/৪৭

এক নি:শ্বাসে পান করা নিষেধ/৪৮

পাত্রে ফুঁক দেওয়া নিষেধ/৪৮

স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পান করা গুনাহ/৪৯

উভয় হাতে পান করার ফযিলত/৫০

মুসলমানের উচ্ছিষ্ট শেফা/৫১

দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধ/৫১

যমযম এবং অযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা/৫১

এক নিগূঢ় রহস্য/৫২

অন্যদেরকে পানি পান করানো বড় ছাওয়াব/৫২

পান করানো ব্যক্তি সবশেষে পান করা/৫৩

ডান দিকের মানুষকে প্রথমে পান করানো/৫৩

প্রথম আলোচনা/৫৩

দ্বিতীয় আলোচনা/৫৪

মদ ও নেশাদার জিনিস পান করা হারাম/৫৫

নবী করীম ﷺ'র নিকট মিঠা ও ঠান্ডা পানি প্রিয়/৫৬

চব্বিশতম ভাষণ

অহংকারের খারাপ পরিণতি/৫৮

Sunni-encyclopedia.blogspot.com ★ Sunnipedia.blogspot.com

গর্ব-অহংকার কি/৬০
প্রথম কাহিনী/৬০
দ্বিতীয় কাহিনী/৬২
তৃতীয় কাহিনী/৬৩
ইবলিশ ও ফেরআউনের মধ্যকার কথোপকথন/৬৪
সুলায়মান আলাইহিস সালামকে অদৃশ্য আহবানকারীর নসীহত/৬৫
গর্ব-অহংকারের বিভিন্ন প্রকার/৬৬
হাসব ও নসব/৬৬
ধন-সম্পদ/৬৭
শক্তি-সামর্থ্য/৬৭
পরিবার এবং সন্তান সন্ততি/৬৭
কতিপয় বস্তু মর্যাদাবান হওয়ার কারণ/৬৭
জুদী পাহাড়, তুরে সীনা, মাছ, মৌমাছি, বিনয়ী মুমিন/৬৭-৬৯
আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা/৬৯
নবী ﷺ'র অমীয় বাণী/৭০
প্রথম হাদীস: গর্ব-অহংকারের মারাত্মক শাস্তির কথা/৭০
দ্বিতীয় হাদীস: অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না/৭০
তৃতীয় হাদীস: তিন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে না তাকানো/৭১
চতুর্থ হাদীস: অহংকারীদের শরীর পিঁপড়ার মত ছোট্ট হয়ে যাওয়া/৭১
পঞ্চম হাদীস: হাবহাব উপত্যকায় অহংকারীর স্থান/৭১
আল্লাহর বাণী/৭২
পঁচিশতম ভাষণ
শোকরিয়া আদায় করা/৭৪
শোকরিয়া আদায় করা ধর্মের মূলভিত্তি/৭৪
শোকর দীন-দুনিয়ায় উন্নতির চাবিকাঠি/৭৫
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব/৭৭
প্রত্যেক নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব/৭৯
শোকরিয়া আদায়কারীকে আল্লাহর সাহায্য/৮১
পরকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য/৮২
ছাব্বিশতম ভাষণ
পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা/৮৪
পোশাকের প্রয়োজনীয়তা/৮৪
পোশাক পরিধানের নিয়ম/৮৫
ভাল পোশাক পরিধান করা/৮৬

পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া/৮৭
অহংকারী পোশাক পরিধান না করা/৮৭
বেশী দামী কাপড় পরা শাস্তির কারণ/৮৮
টাঁখনুর নিচে কাপড় পরা মন্দ হওয়া সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস/৮৯
রঙ্গিন, সবুজ, লাল, হলুদ,জামেনী, নীল ও কালো রঙের কাপড় পরা/৯০-৯১
ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ফতোয়া/৯১
সাদা রঙের পোশাক/৯১
পাতলা কাপড় পরা নিষেধ/৯২
রেশমী কাপড় পরা হারাম- এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস/৯৩
তালিযুক্ত কাপড় পরা/৯৫
মহিলাসদৃশ পোশাক পরা/৯৫
ডান পার্শ্ব থেকে পরিধান করা/৯৬
পোশাক কাফিরসদৃশ না হওয়া/৯৬
নতুন পোশাক পরিধান করার দোয়া/৯৭
সাতাইশতম ভাষণ
দোষান্বেষণ করা/৯৯
ছোগলখোরী কি/১০০
ওয়াইল (وَيْلٌ) কি/১০০
হুমাযা'র তাফসীর/১০০
লুমাযা'র তাফসীর/১০০
ছোগলখোরী যেনা থেকে মারাত্মক/১০২
ছোগলখোরী শয়তানী থেকে মন্দ/১০২
গীবত শিরক থেকে মারাত্মক/১০৪
গীবতের প্রকারভেদ/১০৪
ছয় প্রকারের গীবত জায়েয/১০৪
গীবত শ্রবণকারীর আমল রদ্দ/১০৫
গীবতের চিকিৎসা/১০৬
গীবতের কাফফারা/১০৬
প্রথম কাহিনী-ছোগলখোর গোলাম/১০৬
দ্বিতীয় কাহিনী- গীবতকারীকে হাসান বসরী খেজুর দান/১০৭
তৃতীয় কাহিনী- ছোগলখোর দোয়া কবুলের অন্তরায়/১০৮
চতুর্থ কাহিনী- ওমর বিন আব্দুল আজিজের ঘটনা/১০৮
পঞ্চম কাহিনী- তিনটি পাপ/১০৮

ষষ্ঠ কাহিনী- ছোগলখোরীর কারণে কবরে শাস্তি/১০৯
সপ্তম কাহিনী- আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের ঘটনা/১১০
আটাশতম ভাষণ
হালাল ও হারামের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ/১১২
হালাল ও হারাম শব্দদ্বয়ের পরিচিতি/১১২
হালাল ও হারাম শব্দের অর্থ/১১৩ -১১৪
হালাল (حَلَالٌ) ও হারাম (حَرَامٌ) এর পরিধি/১১৬
হালাল-হারাম ঘোষণার অধিকার/১১৮
উপার্জন শব্দের অর্থ/১২২
হালাল-হারাম উপার্জনের পরিচয়/১২৩
উপার্জন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও ইসলাম/১২৪
কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জনের গুরুত্ব/১৩৬
সুন্নাহ্র আলোকে হালাল উপার্জন/১৫১
ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব, সুফল ও এর ক্ষেত্রসমূহ/১৬৩
হারাম উপার্জনের কুফল/১৯২
উপার্জনে ইসলামী দর্শনের প্রায়োগিক নীতিমালা/১৯৭
হালাল উপার্জন ও হালাল বস্ত ভক্ষন/২০৬
পবিত্র বস্তুর হুকুম/২০৭
আম্বিয়া কিরামের উপার্জন/২০৯
এক পেশাজীবি মানুষের কাহিনী/২০৯
ইব্রাহীম আদহামের কাহিনী/২০৯
ব্যবসার ফযিলত/২১০
মাপে কম দেয়া/২১২
মাদইয়ান শহরের লোকেদের পরিণতি/২১২
অসৎ ব্যবসায়ীর কাহিনী/২১৩
হারাম মাল অগ্রাহ্য/২১৪
মুসা আলাইহিস সালামের যমানার কাহিনী/২১৪
হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বমি করা/২১৫
হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা/২১৫
সাদকার সুগন্ধি ব্যবহারে কৈফিয়ত/২১৫
হযরত যুননূর মিশরীর ঘটনা/২১৫
হাম্মাদ বিন সালমার ঘটনা/২১৬

বিশতম ভাষণ

সালফে ছালেহীন বিপদ মুহূর্তে হুযূর আকদাস ﷺ কে আহবান করণ

ইমাম ইবন জাওযী عُيُوْنُ الْحِكَايَاتِ কিতাবে তিনজন আল্লাহর অলীর ঘটনা ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা আল্লামা সূয়ুতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব শরহে সুদূর'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন এভাবে- তিন বাহাদুর ভাই ছিলেন শামের অধিবাসী। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতেন

فَاَسَرَّهُمُ الرُّوْمُ مَرَّةً فَقَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ اِنِّي اَجْعَلُ فِيْكُمُ الْمُلْكَ اُزَوِّجُكُمْ بَنَاتِي وَتَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ النَّصْرَانِيَّةِ فَاَبَوْا وَقَالُوْا يَا مُحَمَّدَ اه

একবার রোমের বাদশা তাদেরকে বন্দি করে। অত:পর বাদশা তাদেরকে বললো অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রাজত্ব দান করবো এবং আমার কন্যাদেরকে তোমাদের সাথে বিয়ে দিব। তোমরা খ্রীষ্টান হয়ে যাও। তাঁরা অস্বীকার করে নবী থেকে সাহার্যার্থে বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! এতে ক্রোধান্বিত হয়ে বাদশা বড় ডেকসিতে তৈল গরম করে দু'জনকে তাতে ফেলে দিল। তৃতীয় জনকে আল্লাহ রক্ষা করলেন। তাঁরা উভয় ভাই ছয় মাস পর ফেরেশতাদের একটি দল সহ জাগ্রত অবস্থায় তাঁর (জীবিত ভাইয়ের) নিকট এসে বললেন- আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তোমার বিবাহে শরিক হওয়ার জন্য পাঠায়েছেন। অবস্থা জিজ্ঞেসা করা হলে তারা বললেন

مَاكَانَتْ اِلَّا الْغَسْطَةَ الَّتِيْ رَاَيْتَ حَتّٰي خَرَجْنَا فِي الْفِرْدَوْسِ

যে ডেকসি তুমি দেখেছো তা একটি ডুব দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি আমরা জান্নাতুল ফেরদৌসে গিয়ে বের হলাম। ইমাম ইবন জাওযী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন

كَانُوْا مَشْهُوْرِيْنَ بِذَالِكَ مَعْرُوْفِيْنَ بِالشَّامِ فِي الزَّمَنِ الْاَوَّلِ

এ সকল হযরাত পূর্ববর্তী যমানায় শাম রাজ্যে এ ঘটনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শা'য়িরগণ তাঁদের এ ঘটনাকে কবিতাকারে লিখেছেন। যার একটি পংক্তি হল

Sunni-encyclopedia.blogspot.com ★ Sunnipedia.blogspot.com

سَيُعْطِي الصَّادِقِيْنَ بِفَضْلِ صِدْقٍ

نَجَاةً فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْمَمَاتِ

তিনি সততার কারণে সত্যবাদীদেরকে জীবন-মৃত্যুতে নাজাত দান করবেন।

এ থেকে প্রমাণিত, সালফে সালেহীনরা বিপদ মুহূর্তে স্বীয় মাওলা আকা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আহবান করতেন। ইমামুল আইম্মা সিরাজুল উম্মাহ হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন-

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَاتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَتَجْعَلَ ظَهْرَكَ اِلَى الْقِبْلَةِ وَتَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

হযরত ইমাম আবূ হানিফা রহ. হযরত না'ফে রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, সুন্নাত হল হুযূর আনোয়ার ﷺ'র পবিত্র নূরানী কবর মোবারকে কিবলার দিক থেকে উপস্থিত হয়ে কিবলাকে পেছনে রেখে মুখকে কবরের দিকে রেখে আরজ করা।[১]

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

এ থেকে প্রমাণিত সায়্যিদুনা ইমামুল আইম্মা হযরত আবূ হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতে হুযুর আকদাস ﷺ কে আহবান করত: সালাম পেশ করা সঠিক ও বৈধ। বুযূর্গানে দীন ও ওলামা-ই কিরামের নিকট 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে আহবান করা জায়েয। শায়খ মুহাক্কিক মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী শেখ বাহাউদ্দিনের এ উক্তি বর্ণনা করেছেন।

ذکر کشف اوراح یا احمد یا محمد در دو طریق است - یک طریق اِنست یا احمد را در را استا بگوید و یا محمد در چپا بگوید و در دل ضرب کند یا رسول اللہ- طریق دوم آنست کہ یا احمد را در راستا بگوید

[১]। ইমাম আযম আবু হানিফা, মুসনদে ইমাম আযম, পৃষ্ঠা ২৩৫।

وچپا یا محمد و در دل وہم کند یا مصطفے دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفے ذکر کند کشف جمیع ارواح شود و دیگر اسمائے ملائکہ مقرب ہمیں تا شیر دارند یا جبرئیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہار ضربی دیگر ہم شیخ یعنی بگوید یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرف ندارا از دل بکشد طرف راستا ہر دو لفظ شیخ را در دل ضرب کند

কাশফ হাসিলের জন্য ইয়া আহমদ এবং ইয়া মুহাম্মদ পড়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি- ইয়া আহমদকে ডান দিকে এবং ইয়া মুহাম্মদকে বিপরীত দিকে পড়ে অন্তরে ইয়া রাসুলাল্লাহর ধ্বনি করবে। আরেকটি, ইয়া আহমদকে ডান দিকে এবং ইয়া মুহাম্মদকে বাম দিক থেকে আহবান করে অন্তরে ইয়া মুস্তাফার খেয়াল করবে। অন্যভাবে ইয়া আহমদ, ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া আলী, ইয়া হাছান, ইয়া হোসাইন, ইয়া ফাতেমা! ছয় দিকে উচ্চারণ করবে। তাহলে রুহের কাশফ হাসিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের নামেও এ প্রভাব বিদ্যমান। অর্থাৎ ইয়া জিব্রাইল, ইয়া মিকাঈল, ইয়া ইস্রাফিল, ইয়া আযরাইল চারবার বলবে। অনুরূপভাবে শায়খের নামেও যিকর করতে পারবে। অর্থাৎ ইয়া শায়খ, ইয়া শায়খ! হাজার বার হরফে নেদাকে অন্তরে সোজাসোজি দিকে চাপবে এবং শায়খের নাম উচ্চারণের সময় অন্তরে প্রেসার দেবে।[২]

বুঝা গেল আউলিয়া-ই উম্মতের নিকট 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলাটা বরকত লাভের কারণ। শেখ সা'দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সরকারে দো'আলম ﷺ কে দূর থেকে আহবান করে আরজ করেছেন-

اے محمد گر قیامت را برآری سر ز خاک

سر برآرد دیں قیامت در میان خلق بیں

হযরত মাওলানা আবদুর রহমান জামী কুদ্দিসা ছিররুহু নবীর আলীশান দরবারে আরজ করেছেন

ز مہجوری بر آمد جان عالم

ترحم یا نبی اللہ ترحم

আল্লামা শরফুদ্দীন বূসিরী স্বীয় কাছীদা বুরদা শরীফে বলেন

[২]। আখইয়ারুল আখইয়ার, পৃ.৩৫১।

يَااَكْرَمَ الخَلْقِ مَالِي مَنْ اَلُوْذُبِهِ

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الحَادِثِ الْعَمَمِ

হে সুউৎকৃষ্ট সৃষ্টি! ব্যাপক বিপদাপদের মুহূর্তে আপনি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নেই।[৩] মোদ্দাকথা- আউলিয়া কিরাম এবং ওলামা ইযাম যে সকল আহবানসূচক সম্বোধন করেছেন তা বিরাট দপ্তরে পরিপূর্ণ হয়েছে, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ওহাবীদের পেশওয়া দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসিম নানূতুবী স্বীয় কাসীদায় লিখেছে।[৪]

جو انبیاء ہیں وہ آگے تری نبوت کے

کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار

کہ دروں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام

کرے گا یا نبی اللہ کیا یہ میری پکار

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا

نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار

দেওবন্দীদের পীর মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী বলেন[৫]

اے رسول کبریا فریاد ہے

یا محمد مصطفے فریاد ہے

سخت مشکل میں پھنسا ہوں آجکل

اے مرے مشکل کشا فریاد ہے

چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے

تم سے اے نور خدا فریاد ہے

৩। আল্লামা শরফুদ্দীন বূসিরী, কাসীদা বুরদা, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, পৃ.২৬।

৪। আবুল কাসিম নানূতুবী, কাসাইদ-ই- কাসিমী, পৃ.১৮

৫। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী,মুনাজাত- পৃষ্ঠা-৩২।

قید غم سے اب چھڑا دیجے مجھے

یا شہ ہر دو سرا فریاد ہے

এই হাজী সাহেব একটি গজলের মধ্যে সরকারে আযম ﷺ কে আহবান করেছেন–[৬]

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ

پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر

مری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী সরকারে আযম ﷺ কে ফরিয়াদরস বা প্রার্থনাস্থল, মুশকিলকুশা মেনেছেন। গায়েবীভাবে আহবান করতঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ বলেছেন। আর তাঁর কাছে হাজত পুরণের দরখাস্ত করে রাসূলকে হাজত পূরণকারী সাব্যস্ত করেছেন। আশ্চার্য্যের বিষয় যে, পীরের আকীদাকে আজকাল তার অযোগ্য মুরীদরা খালেস কুফর এবং শিরক বলে আখ্যায়িত করছে।

অধম কাদেরীর বিশেষ উপদেশ- আহলে সুন্নাত ভাইয়েরা! নেদা-ই গায়েবের মাসআলা থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল, মুশকিল এবং গাইরে মুশকিলে সর্বাবস্থায় গায়েবানা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা সাহাবী ও আকাবেরে উম্মতের আমল। কিন্তু যাদের অন্তরে ওহাবীদের গন্ধ লেগেছে, তারা এ মাসআলা বুঝেও মানবে না। অথচ প্রাণী ও উদ্ভিদরাও এ মাসআলায় আস্থা রাখে। বিপদ মুহূর্তে ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে ডাকে। কাজী আয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি শিফা শরীফে বলেছেন-

عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ صَحْرَاءَ فَنَادَتْهُ ظَبِيَّةٌ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا حَاجَتُكِ قَالَتْ صَادَنِي هٰذَا الْاَعْرَابِيُّ وَلِي خَشْفَانِ فِيْ ذٰلِكَ الْجَبَلِ فَاَطْلِقْنِيْ حَتّٰي اَذْهَبَ فَاُرْضِعْهُمَا وَاَرْجِعُ قَالَ اَوَ تَفْعَلِيْنَ قَالَتْ نَعَم فَاَطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ

৬। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী, গুলজারে মা'রিফাত,পৃ.৪

وَرَجَعَتْ فَاَوْثَقَهَافَانْتَبَهَ اَلْاَ عْرَابِيُّ وَقَالَ يَارَسُوْلَ الله لَكَ حَاجَةٌ قَالَ تُطْلِقُ هٰذِهِ الظَّبْيَةَ فَاَطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُوفِي الصَّحْرَاءِ وَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله

হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুযুর আকদাস ﷺ মরুভূমিতে রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে শুনতে পেলেন- একটি হরিণি আহবান করছে- ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন মহানবী বললেন- তোমার কি প্রয়োজন? হরিণি বললো আমাকে এ বেইমান বেঁধে ফেলেছে। পাহাড়ে আমার দু'টি ছোট্ট বাচ্চা রয়েছে। আমাকে একটু ছেড়ে দিন, আমি গিয়ে তাদেরকে একটু দুধ পান করায়ে আসি। মহানবী বললেন- তুমি কি এমনই করবে। হরিণি বললো- হ্যাঁ, অবশ্যই ফিরে আসবো। হুযুর ﷺ তাকে খুলে দিলে সে হরিণি জঙ্গলে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলো। তারপর তিনি তাকে বেঁধে দিলেন। গ্রাম্য লোকটি এসে আরজ করলো- ইয়া রাসুলাল্লাহ! অনুমতি পেলে কিছু বলতাম। বললো হরিণিকে ছেড়ে দিন। তারপর তিনি সে হরিণিকে ছেড়ে দিলেন। আর সে খুশি হয়ে বনে চলে গেল এবং মুখে পড়ছিল আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহি। এ থেকে প্রমাণ হল, বনের হরিণিও নিজের বিপদ মুহূর্তে বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে আহবান করে। গাছপালা ও পাথর 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে আহবান করে। কাজী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

مَااسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَاجَبَلٌ اِلَا قَالَ لَهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله

কোন গাছ বা পাহাড় নবী করীম ﷺ'র সামনে আসতো না, কিন্তু যখনই আসতো তাহলে আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ আরজ করতো।[৭]

মোদ্দাকথা- কুরআন, হাদীসে এবং সাহাবা, আউলিয়া, সুলাহা, ওলামা-ই উম্মতের নিকট বিপদ মুহূর্তে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে আহবান করা বৈধ। আর প্রাণি, গাছ-গাছালী, পাথর সকলে ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে আহবান করতো। কিন্তু অস্বীকারকারী ওহাবীরা দুর্ভাগা।

৭। কাযী আয়ায, শিফা শরীফ, খ.১, পৃ.২০১

নারায়ে রিসালাত

ওহাবীরা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা কঠোরভাবে প্রতিহত করে, মারাত্মক অস্বীকারকারী। তারা নারায়ে রিসালাত বলা শিরকে আকবর বলে ধারণা পোষণ করে। অথচ নারায়ে রিসালাতের স্লোগান হাদীস পাকের মাধ্যমে প্রমাণিত। হযরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন হুযুর পাক ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় প্রবেশ করলেন।

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِسَاءُفَوْقَ الْبُيُوْتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالخَدَمُ فِي الطَّرِيْقِ يُنَادُوْنَ يَامُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ الله يَامُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ الله

অতঃপর পুরুষ-মহিলারা ঘরের ছাদে উঠল। আমরা শিশু-কিশোরেরা পৃথক পৃথক হয়ে অলিগলিতে আহবান করতে লাগলাম, ইয়া মুহাম্মদ ﷺ! ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ হাদীস পাক থেকে প্রকাশিত পেল, সরকারে দো'আলম ﷺ'র সাহাবীগণ তাকে নেদার মাধ্যমে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে আহবান করতেন। আলহামদু লিল্লাহি!

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

একুশতম ভাষণ

সুলতানুদ্দারাইন উভয় জগতের নিয়ামতসমূহ দান করা

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَانَقَمُوْا اِلَّآاَنْ اَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ

এ সব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ স্বীয় দয়ায় তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন।[৮]

মুসলিম ভাইয়েরা! আমাদের এ সময় বড় ফেৎনা ফ্যাসাদের যুগ। ওহাবীদের ফেৎনা আরো মারাত্মক। তারা সৃষ্টির মূল নবীকুল সম্রাট হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসালমের শানে বেয়াদবিমূলক ধারণা পোষণ করে। নবীগণের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসালমের ব্যাপারে আকিদা রাখে যে, তিনি কিছুই করতে পারেন না এবং কিছু দিতে পারেন না। তিনি একজন অপারগ বান্দা। (মাআযাল্লাহ)

ওহাবীদের বড় পীর মিয়া ইসমাইল দেহ্লভী স্বীয় ইমান বিধক্ষংসী কিতাব, তাকবিয়াতুল ইমান গ্রন্থে লিখেছে 'কোন কাজে তার নাকি কর্মশক্তি আছে; নাকি কোন দখল আছে'।[৯]

রাসূলের চাওয়াতে কোন কিছু হবে না।[১০] মাআযাল্লাহ! এ ওয়াযের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সুলতানুদ্দারাইন ﷺ স্বীয় রবের অনুগ্রহে নিজের গোলামদেরকে দুনিয়া-আখেরাতের নিয়ামত দান করেন। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ-

وَمَانَقَمُوْا اِلَّآاَنْ اَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ

এ সব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ স্বীয় দয়ায় তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। সুন্নী ভাইয়েরা! শুনলেন, আল্লাহ তায়ালার বাণী যাতে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল লোকদেরকে সম্পদ দান করতঃ ধনী করেন। ওহাবীরা! ধিক্, মরে যাও, গযব হোক। কেননা আল্লাহ তায়ালার বাণী অনুযায়ী সুলতানুদ দারাঈন ﷺ নিজের

[৮]। আল কুরআন, সূরা তাওবা :৭৪।
[৯]। ইসমাইল দেহ্লভী, তাকবিয়াতুল ইমান,পৃ.৩।
[১০]। ইসমাইল দেহ্লভী, তাকবিয়াতুল ইমান, পৃষ্ঠা-২২।

গোলামদেরকে দীন- দুনিয়ার সম্পদে ধনী এবং সম্পদশালী করে দেন। এখন আল্লাহ তায়ালার অন্য বাণী শুনুন, ইরশাদ করেন –

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ

আর কতইনা বল ভাল হত যদি তারা এটার উপর সন্তুষ্ট হতো যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের দিয়েছেন এবং বলতো আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে দান করেন আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে এবং তাঁর রাসূল ﷺ। অবশ্যই আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রতি আগ্রহী।[১১]

হাবীবে খোদা ﷺ'র কি শান যে, এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা প্রকাশ্য শব্দের মাধ্যমে ইরশাদ করেন যে, আমি দান করি, আমার হাবীবও দান করে থাকেন। সাথে সাথে এ দিকে হিদায়াত করলেন যে, আল্লাহ এবং রাসূলের নিকট দানের আশা রাখতে পার। মোদ্দাকথা-আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা যিনি আমার রাসূল হবেন তিনি তো দাতা এবং তিনি দান করেন। কিন্তু ওহাবীরা বলে- রাসূল ﷺ কিছুই দিতে পারেন না। বেদীনরা আল্লাহর সাথে মোকাবেলা করে। ধক্ষংস হোক বেদীনরা। আল্লাহ তায়ালার বাণী শুনুন-

اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللهُ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

আল্লাহ তায়ালা যাকে নিয়ামত দান করেছেন আর (হে নবী!) আপনিও যাকে নিয়ামত দান করেছেন তাকে যখন আপনি বলেছিলেন।[১২]

খোদ্ রাব্বুল আলামীন নিয়ামত দান করেন এবং তাঁর প্রিয় মাহবুব সায়্যিদে আলমও নিয়ামত দান করেন। এ উক্তি ওহাবীদের সমস্ত ঘর জ্বালিয়ে দিল, এরা লজ্জাহীন জাতি, বেয়াদব। এত বর্ণনার পরেও গায়ে পড়ে আহলে সুন্নাতের সাথে ঝগড়া করতে চায়। লজ্জাহীন লোক মন যা চায় তা করতে পারে। অল্লাহ তায়ালার ইরশাদ হল

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

[১১]। আল কুরআন, পারা-১০, সূরা আহযাব : ৩৬।
[১২]। আল কুরআন, পারা-২২ সূরা আযহাব : ৩৭।

নিশ্চয় তোমাদের সাহায্যকারী হল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সেই ইমানদারগণ যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং রুকূ করে।[১৩]

আল্লাহ তায়ালা সাহায্যকারী বা বনধুদের তালিকা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কামিল মুমিন অর্থাৎ আউলিয়া কিরাম। ওহাবীগণ অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছে, রাসূলে পাক ﷺ কিছুই করতে পারেন না- প্রমাণের জন্য। আল্লাহ তায়ালা এ বেদীনদের কথা রদ্ করেছেন, আমার জাত এবং আমার রাসূলগণ, আমার বন্ধুগণ ও সাহায্য করতে পারে, এরা সকলেই সাহায্যকারী। তোমরা যা বলতেছো তা অবশ্যই ভুল।

আহলে সুন্নাত ভাইয়েরা! সায়্যিদে আলম ﷺ'র মোবারক ইরশাদ শুনে ইমানকে তাজা করুন। ইরশাদ হচ্ছে –

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَا أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا، فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ

হযরত ইবন জমীল এ গড়িমসি করেছিল, সে ফকির, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ধনী করেছিলেন।[১৪]

এতে নবী করীম ﷺ আল্লাহ তাআলার সাথে নিজেকে মিলায়ে সংযুক্ত করে বুঝায়েছেন যে আল্লাহ তাআলাও ধনী করেন আর আমি রাসূলও ধনী করি। এখন দেওবন্দী ওহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করুন- খোদাকে নিজ আকীদা থেকে ফিরে আনবে; না যার কালিমা পড়ছো তাঁরই কথা মেনে তাঁকে উভয় জাহানের দাতা মনে করবে।

হাবীবে খোদা হলেন রক্ষক

আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবূব ﷺ স্বীয় গোলামদের পথপ্রদর্শক এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের মুনীব এবং তাদের পথপ্রদর্শক, যার কোন পথপ্রদর্শক নেই।[১৫]

হুযুর ﷺ নিয়ামত দান

হুযুর সায়্যিদে আলম ﷺ হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইরশাদ করেন–

[১৩]। আল কুরআন, পারা-৬, সূরা মায়িদা:৫৫।
[১৪]। মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ বুখারী, খ.১, পৃষ্ঠা- ১৯৮।
[১৫]। মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, দিল্লী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া,খ.২, পৃ.৩১ ও ২০১।

أَحَبُّ أَهْلِي إِلَيَّ مَنْ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ

আমার উম্মতের পরিবারের মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ যাকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দান করেছেন এবং আমি তাকে নিয়ামত দান করেছি।[১৬]

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী আলাইহি রাহমাতুল বারী মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন–

لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الصَحَابَةِ اِلَّاوَقَدْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا اَنَّ الْمُرَادَالْمَنْصُوْصَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاِذْتَقُوْلُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْهِ هُوَ زَيْدٌ

সাহাবা-ই কিরামগণ প্রত্যেককে আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করেছেন এবং আল্লাহর রাসূল তাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন। কিন্তু এখানে যার বর্ণনা কুরআনে এসেছে 'স্মরণ করুন! যখন আপনি বলেন ওদের ব্যাপারে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করেছেন এবং হে নবী আপনিও তাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত যায়দ ইবন হারেছা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।[১৭]

মুসলিম ভাইয়েরা! সরকারে আযম ﷺ চমৎকারভাবে বলেন- হযরত উসামা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আল্লাহ তায়ালা নিয়ামত দান করেছেন এবং তাকে আমি নিয়ামত দান করেছি। অতঃপর মোল্লা আলী ক্বারী আলাইহির রহমাত এ সূত্র ধরে বলেন- সরকারে আযম ﷺ সকল সাহাবা কিরামকে নিয়ামত দান করেছেন।

হুযূর ﷺ রিযিক দান করা

হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا

যাকে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করেছি, অতঃপর আমরা তাকে রিযিক দিয়েছি।[১৮]

[১৬]। মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, দিল্লী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, খ.২,পৃ.২২৩, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত পৃ.৫৭২।
[১৭]। মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাতুল মাফাতিহ।
[১৮]। ইমাম আবু দাউদ, আবু দাউদ শরীফ।

হুযূর ﷺ অন্ধকার কবরকে আলোকিত করা

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন –

إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْئَةٌ عَلٰى اَهْلِهَا ظُلْمَةٌ وَاِنِّي اُنَوِّرُهَا بِصَلٰوتِي عَلَيْهِمْ

নিশ্চয় এ কবরসমূহ তাদের অধিবাসীদের জন্য অন্ধকারে ভরপুর ছিল। অবশ্যই আমি আমার দোয়ার মাধ্যমে তাদের কবরকে আলোকিত করি।[১৯]

মূলকথা- সরকারে আযম ﷺ ইরশাদ করেছেন, নিজেই ধনী করেন, আমাদেরকে নিয়ামত, রিযিক দান করেন আর অন্ধকার কবরকে আলোকিত করেন। কিন্তু ওহাবী নজদীরা হুযূর পাক ﷺ'র একটি ইরশাদও মানে না। তারা অহেতুক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে বলে, তিনি কিছুই করতে পারে না। আল আয়াযু বিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর দায়েম-কায়েম রাখুন। নবী দুশমনদের থেকে আমাদেরকে হেফাযত রাখুন। আমীন!

হুযূর ﷺ আবূ তালেবের আযাব হালকা করা

হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- তিনি নবী করীম ﷺ 'র নিকট আরজ করলেন, হুযূর আপনার চাচা আবূ তালেবের কি উপকার করেছেন? অবশ্যই তিনি আপনাকে অনেক সাহায্য করেছিলেন এবং আপনার পক্ষে লোকদের সাথে ঝগড়া করতেন। নবী করীম ﷺ তা শুনে জবাব দিলেন-

وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَاَخْرَجْتُهُ اِلٰى ضَحْضَاحَ

আমি তাকে আগুনে বেষ্টিত অবস্থায় পেলাম। অতঃপর আমি তাকে পা পর্যন্ত আগুন থেকে বের করে দিলাম।[২০]

هُوَ فِي ضَحْضَاحَ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا اَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

তার পা পর্যন্ত আগুনের মধ্যে ছিল। যদি আমি না হতাম তাহলে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে চলে যেতো।[২১] ওহাবীরা! এখন তোমরা বল, হুযূর আকদাস ﷺ কিছু করতে পারে কিনা? মুসলমানদের মুশকিল কোশা হতে পারে কিনা? অথচ মহানবী এক কাফির সম্পর্কে বলেছেন- আমি তাকে আগুনের গভীরতা থেকে তুলে নিয়েছি। তাকে আমি বের করে দিয়েছি। এখন ওহাবীরা জ্বলে মরো,

১৯। বুখারী, মুসলিম, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ. ১৪৫।
২০। ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, মুসলিম, খ.১, পৃ.১১৫।
২১। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, বুখারী, খ.১, পৃ.৫৪৮, মুসলিম খ.১, পৃ.১১৫।

কয়লা হয়ে যাও। মাহবূবে খোদার আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বন্দীদের শাস্তি পরিবর্তন করে দিতে পারেন। যেমন দেখেছি কাফিরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

হুযূর ﷺ ইমানদারকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশ করানো

হুযূর পুর নূর ﷺ স্বীয় খোদায়ী শক্তির মাধ্যমে গুনাহগার ইমানদারদেরকে নিজেই তাদের হাত ধরে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। সরকার দো'আলম ﷺ ইরশাদ করলেন–

اُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ فَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব।[২২]

বেছাহারা ওহাবী অনেক চেষ্টা করেছে কুরআন-হাদীস পড়ে নিজেদের গলা ফাটিয়েছে, হুযূর ﷺ কোন এখতিয়ার রাখেন না। আর কোন কিছু করতে পারেন না। কিন্তু সরকারে দো'আলম ﷺ'র ইরশাদ হচ্ছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করি। ওহাবীদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। অন্ধরা এ প্রকাশ্য কথাগুলো মানতে রাজি নয়।

সরকারে দো'আলম ﷺ'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা

ওহাবীরা বলে, সরকারে দো'আলম ﷺ কোন কিছু করতে পারেন না। আর কোন সাহায্যই করতে পারেন না। বরং তারা বলে গাইরুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো থেকে সাহায্য গ্রহণ করা শির্‌কে আকবর। অথচ সরকারে দো'আলম ﷺ নিজেই ইরশাদ করেন- আমার থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর। সরকারের হুকুম শুনেন- হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দল নিজেদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন মুসলমানগণ যখন গনিমত হিসেবে নিয়ে এসেছিল তখন নবী করীম ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হয়ে নবীর কাছে প্রার্থনা করেছিল। সরকারে আযম ﷺ ইরশাদ করলেন –

اِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَقُوْمُوْا فَقُوْلُوْا اِنَّا نَسْتَعِيْنُ بِرَسُوْلِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَوِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي نِسَائِنَا وَاَبْنَائِنَا

তোমরা যোহরের নামায পড়ে দাঁড়িয়ে বল, আমরা নবী করীম ﷺ'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, মুমিন মহিলা এবং সন্তান-সন্ততিদের ব্যাপারে।[২৩]

২২। ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল বুখারী, বুখারী, খ.২, পৃ.৯৭।
২৩। আহমদ বিন শুয়াইব আন নাসাঈ, নাসাঈ, দিল্লী, খ.২, পৃ. ১১৭।

এ হাদীস বলে দিচ্ছে, নবী করীম ﷺ নিজে শিখিয়ে দিলেন- আমার কাছে সাহায্য চাও, নামাযের পর এটা বল- আমরা নবী করীম ﷺ'র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি! ওহাবীরা! এখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর প্রকৃত অর্থ কি হবে তোমরা তো বলছো- সাহায্য চাওয়াটা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য খাছ। গাইরুল্লাহ থেকে সাহায্য চাওয়া শির্কে আকবর। এখন তোমরা বল সরকারে আযম ﷺ কি শির্কের শিক্ষা দিয়েছেন? নজদীরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺকে সমীহ কর। মুখ দিয়ে কি বলছো? হায়াত-মওত, দুনিয়াবী জিন্দেগী এবং এর পরকালের পার্থক্য ওহাবীদের জানাও নেই। সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝা যায়- নবীগণ তাদের জিন্দেগীতে যেমনিভাবে জীবিত তেমনিভাবে পর্দা করার পর দুনিয়াবী জিন্দেগীর মত স্বশরীরে জীবিত। যে কথা আল্লাহ তাআলার জন্য খাছ তা অন্যের জন্য তা শির্ক হবে, এতে জীবন-মৃত্যু, নিকটে-দূরে, ফেরেশতা-মানুষত্ব ইত্যাদির কোন দিক দিয়ে পার্থক্য হতে পারে না। শিরিক শুধু জীবনের সাথে কেন? মৃত্যুর সাথেও আল্লাহর সাথে শরীক করার শুদ্ধতা রাখে না। এ ওহাবীরা প্রত্যেক স্থানে শিরিকের গন্ধ পায়। তাওহীদের যে ধারণা তাদের আছে তা উল্টো তাদেরকে মুশরিক বানিয়ে দেয়। একটি কথাকে শিরিক বলে আবার তাতে জীবন-মৃত্যুর সম্পৃক্ততায় কিভাবে পার্থক্য করা যায়? কখন নিকট-দুরে; কখনও অন্য ইস্যুতে পার্থক্য করে থাকে। যার কারণে পরিষ্কার হয়ে যায়-তারা ব্যতিক্রমধর্মী তাওহীদপন্থী। কিছু মাখলুককে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে। কেননা যে কথাকে তারা শিরিক ভেবে তা মাখলুকের জন্য সাব্যস্ত করে।

হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের পাখী বানানো

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কতগুলো নির্দিষ্ট বান্দাদেরকে শক্তি এবং পরিপূর্ণতা দান করেছেন। দেখুন! হযরত ঈসা **আলাইহিস সালামে**কে এত শক্তি এবং পরিপূর্ণতা দান করেছেন তিনি খোদ আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত শক্তির প্রকাশ করেছেন।

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

আমি তোমাদের জন্য মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতিতে তৈরী করব, তারপর এর মধ্যে ফুঁক দিব, তখন তা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে পাখী হয়ে যাবে। আর আমি

জন্মান্ধদের চোখের আলো ফিরিয়ে দিব, শ্বেত রোগীকে আরোগ্য দান এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমে মৃতকে জীবিত করবো। আর তোমাদেরকে বলে দিব যা তোমরা খাও ও যা তোমাদের ঘরের জমা করে রাখ।[২৪]

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের কি পরিমাণ শক্তি দান করেছেন তা কুর'আন শরীফেই বলেছেন। হযরত মসীহ **আলাইহিস সালাম** তা প্রকাশ করেছেন। যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত মসীহ **আলাইহিস সালাম**কে এই পূর্ণতা দান করেছেন তাহলে তাঁর হাবীব ﷺ কে তো উত্তমভাবে দান করবেন। কেননা হাবীবে খোদা ﷺ সকল নবীর গুণাবলিকে একত্রিতকারী। মাহবূবে খোদা ﷺ এত কামালিয়াতের অধিকারী হওয়ার পরেও ওহাবীরা বলে, নবী করীম ﷺ চাইলে কোন কিছু করতে পারে না। নজদীদের উক্তি সরাসরি যুলুম আর হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হুযূর ﷺ এক শিশুকে জিন্দা করা

সরকারে দো'আলম ﷺ এক মেয়ে শিশুকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে জিন্দা করেছেন। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ طَرَحَ بِنْتٌ لَهُ فِي وَادِي كَذَا فَانْطَلَقَ مَعَه إِلَى ذَالِكَ الْوَادِي وَنَادَاهَا بِإِسْمِهَا يَا فُلَانَةُ اَجِبِيْ بِإِذْنِ اللهِ فَخَرَجَتْ وَهِيَ تَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ لَهَا إِنَ أَبَوَيْكِ قَدْ أَسْلَمَا فَإِن أَحْبَبْتِ أَنْ أَرُدَّكَ عَلَيْهِمَا فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيْهِمَا وَجَدْتُ اللهَ خَيْرًا لِي مِنْهُمَا

এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ'র খেদমতে আকদাসে এসে আরজ করলেন- আমি আমার ছোট মেয়েকে এই উপত্যেকায় রেখে এসেছি। তারপর নবী করীম ﷺ তার সাথে সে উপত্যকায় চলে আসলেন। এসে সে মৃত শিশুর নাম ধরে ডাকলেন। হে অমুক! আল্লাহর হুকুমে আমার ডাকে সাড়া দাও। তখন সাথে সাথে সে মেয়ে শিশু লাব্বাইক বলে বের হলো। তারপর তাকে বললেন- নিশ্চয় তোমার পিতা মাতা মুসলমান হয়ে গেছে। তুমি চাইলে তোমাকে তাদের নিকট ফেরত দিব। তারপর শিশু মেয়ে আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তাদের প্রয়োজন আমার নেই। আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাদের চেয়ে উত্তম অবস্থায় রয়েছি।[২৫]

---

[২৪]। আল কুরআন, পারা-৩, সূরা আলে ইমরান: ৪৯

[২৫]। কাজী আয়ায, শিফা শরীফ, খ.১, পৃ. ২১১

ইমাম বায়হাকী দালায়েলের মধ্যে হাদীস খানা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَا رُجَلًا اِلَى الْاِسْلَامِ فَقَالَ لَااُوْمِنُ بِكَ حَتّٰى تُحْيِيَ لِي اِبْنَتِي فَقَالَ ﷺ اَرِنِي قَبْرَهَا فَاَرَاهُ فَقَالَ ﷺ يَا فُلَانَةُ فَقَالَتْ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ اَتُحِبِّيْنَ اَنْ تَرْجِعِي اِلَى الدُّنْيَا فَقَالَتْ لَا وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّي وَجَدْتُ اللهَ خَيْرًا لِي مِنْ اَبَوَيَّ وَجَدْتُ الْاٰخِرَةَ خَيْرًا لِي مِنَ الدُّنْيَا

নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আহবান করলে সে বলল আমি আপনার প্রতি ইমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার শিশু মেয়েকে জীবিত করবেন। তারপর নবী করীম ﷺ বললেন- আমাকে সে কবর দেখাও। তিনি তাকে কবর দেখালে মহানবী বললেন- হে অমুক মেয়ে! সাথে সাথে ওই মেয়ে শিশুটি লাব্বাইক ওয়া সা'দায়ইক বলে উপস্থিত হলো। তারপর হুযূর আকদাস ﷺ বললেন-তুমি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? । সে বলল- না। তখন সে মেয়ে বললো- আল্লাহর শপথ! আমি আমার পিতা-মাতা থেকে আল্লাহকে অধিক উত্তম পেয়েছি।[২৬]

আহলে সুন্নাত ভাইয়েরা! সুলতানুদ দারাইন ﷺকে আল্লাহ তায়ালা কেমন শক্তি এবং কামালিয়াত দান করেছেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে মুর্দাকে জিন্দা করতে পারেন। কিন্তু নজদীরা তারপরও মেনে নেয় না।

হুযূর ﷺ অন্ধকে জ্যোতি দান করা

ইমাম নাসাঈ হযরত ওসমান বিন হানীফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক অন্ধ খেদমতে আকদাসে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দো'আ করেন যেন আল্লাহ তায়ালা আমার চোখের আলো ফিরিয়ে দেন। তারপর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন যাও ওযূ করে আস এবং দুই রাকাত নামায পড়ে এ দোয়াটি পড়

اَللّٰهُمَّ اِنِي اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِي اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ اَنْ يَكْشِفَ عَنْ بَصَرِي اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ قَالَ فَرَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ اللهُ عَنْ بَصَرِهِ

[২৬]। আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া, পৃ. ২৯৫, মা'আরিফ ,খ.১, পৃ.২৪০।

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার প্রিয় নবী করীম ﷺ'র ওয়াস্তে আপনার প্রতি আমি মুখ ফিরালাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি মুতাওয়াজ্জুহ হলাম। আপনার ওসীলা নিয়ে আপনার প্রতিপালকের প্রতি প্রার্থনা করছি-আমাকে চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দাও। হে আল্লাহ! হুযূরের ﷺ সুপারিশ আমার হকে কবূল কর। বর্ণনাকারী বললেন- সে ব্যক্তি পুনরায় ফিরে আসল আল্লাহ তায়ালা তার চোখের পর্দা খুলে দিলেন। চোখে জ্যোতি এসে গেল।

সুবহানাল্লাহ! রহমতে আলম ﷺ অন্ধকে আলো এবং চক্ষুহীন কে চক্ষু দান করেন। কিন্তু অন্ধ নজদী তারপরও মেনে নেয় না। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেদায়ত করুক। আমীন!

কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঝুলে যাওয়া চক্ষুকে আরোগ্য দান

যুদ্ধে হযরত কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটি চক্ষু তীরের আঘাতে বের হয়ে গেল। সে চক্ষুকে হাতে নিয়ে খেদমতে আকদাসে হাজির হয়ে আরজ করলেন

يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّ لِي اِمْرَاةً اُحِبُّهَا وَاَخْشٰي اِنْ رَاَتْنِيْ تَقْذَرْنِي فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ ﷺ بِيَدِهٖ وَرَدَّهَا اِلٰى مَوْضَعِهَا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اُكْسُهُ جَمَالًا فَكَانَتْ اَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَاَحَدَّهُمَا نَظَرًا وَكَانَتْ لَا تَرْمَدُ اِذَا رَمِدَتِ الْاُخْرٰي

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এক স্ত্রী রয়েছে যাকে আমি ভালবাসি। যদি সে আমাকে দেখে তাহলে আমাকে অপছন্দ করবে। তারপর নবী করীম ﷺ চক্ষুটি নিজের হাত মোবারকে নিয়ে তাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বললেন- হে আল্লাহ্! তাকে সৌন্দর্য দান করুন। তারপর ওই চক্ষু সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে গেল। অন্য চোখটির চেয়েও সৌন্দর্যমন্ডিত ও জ্যোতির্ময় হয়ে গেল।[২৭]

হুযূর ﷺ এক সাহাবীর লোপকৃত দৃষ্টিশক্তি ফিরায়ে দেওয়া

হযরত আকীলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হারীব বিন ফুদাইক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতার উভয় চক্ষু একেবারে সাদা হয়ে চোখের দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। তিনি মোটেই দেখতে পেতেন না।

فَنَفَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ عَيْنَيْهِ فَاَبْصَرَ فَرَاَيْتُهُ يُدْخِلُ الْخَيْطَ فِي الْاِبْرَةِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ

[২৭]। আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া, পৃ.২৯৭, শিফা,খ.১, পৃ.২১২, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মাদারিজুন নবুয়ত, খ.১, পৃ. ২৩৯।

নবী করীম ﷺ তার উভয় চোখে ফুঁক মোবারক দিলেন। তখন উভয় চোখে জ্যোতি ফিরে আসে। তারপর আমি তাকে দেখলাম, সুঁইয়ের মধ্যে সুতা ঢুকাতে পারতেন, অথচ তাঁর বয়স তখন আশি বছর।[২৮]

হুযূর ﷺ হযরত আলীর রোগাক্রান্ত চোখে শেফা দান

হযরত সাহল বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- খায়বরের দিন সুলতানুদ দারাইন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন –

لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلٰي يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ

আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে ইসলামের ঝান্ডা দেব যার হাতে আল্লাহ তায়ালা খায়বর বিজয় দান করবেন। তিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺকে ভালবাসেন। সকালে সাহাবা কিরামগণ খেদমতে আকদাসে উপস্থিত হলেন এবং প্রত্যেকই ওই ঝান্ডা পাওয়ার আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু মহানবী ইরশাদ করলেন –

اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ فَقَالُوْ يَارَسُوْلَ اللهِ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ قَالَ فَارْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَبَرِأَحَتّٰي كَاَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ

আলী ইবন আবু তালেব কোথায়? উপস্থিত সাহাবীগণ উত্তর দিলেন- তিনি চোখে ব্যাথা পেয়েছেন। তখন তিনি বললেন- কাউকে তার নিকট প্রেরণ কর। অতঃপর তাঁকে নবী করীম ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত করা হল। নবী করীম ﷺ তার চোখে থুথু মোবারক দিলেন। এরপর হযরত আলী ভাল হয়ে গেল মনে হয় যেন তার চোখে কোন ব্যাথাই ছিল না।

সুন্নী ভাইয়েরা! আপনারা সুলতানুদ দারাইনের আল্লাহ প্রদত্ত কামালিয়্যত পজিশন আলোচনা শুনলেন। হাজত পূরণ, চক্ষু আরোগ্য লাভ, বিপদে সাহায্য প্রর্থনা করা- যাকে ওহাবীরা শিরিক বলে আখ্যায়িত করে। স্বীয় রাসূল মাওলা আকা ﷺ র অনেক তাসাররুফাত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যেগুলো শুনলে মুমিনদের ইমান তাজা হয়ে যায়।

[২৮]। আনোয়ারে মুহাম্মদীয়া, পৃ.২৯৭, শিফা,খ.১, পৃ.২১৩, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মাদারিজুন নবুয়ত, খ.১, পৃ. ১৩৯।

বাইশতম ভাষণ

রোগীর সেবাশুশ্রূষা করার ফযিলত

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم-بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ

মুসলিম ভাইয়েরা! জীবন হলো বিভিন্ন জিনিসের সমন্বিত রূপ। একদিকে খুশি-আনন্দ, অপরদিকে দুঃখ-কষ্ট। একদিকে শান্তি অন্যদিকে অশান্তি। একদিকে দুঃখ অন্যদিকে সুখ। একদিকে ব্যাথা আর অন্য দিকে ঔষধ। একদিকে বিষ অন্য দিকে প্রতিসেধক। একদিকে তিক্ত অন্য দিকে মধু। একদিকে সমুদ্র আর অন্য দিকে সমুদ্র উপকুল। কোথাও তাপ আর কোথাও আর্দ্রতা। কোথাও বন-জঙ্গল এবং কোথাও বাগান। কোথাও কাটাবন এবং কোথাও ফুল। কোথাও দিন, কোথাও রাত। কোথাও গরীব এবং কোথাও ফকির। কোথাও কল্যাণের ধারা এবং কোথাও অন্যায়ের হুকুম চলছে। মোটকথা- এ বিচিত্র পৃথিবীতে পুরাপুরি শৃঙ্খলা আনায়ন জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। এজন্য মানুষের কোন সময় ভাল লাগে আবার কোন সময় খারাপ অনুভব হয়। মূলতঃ তা সুখের সময় দুঃখের কদর আর দুঃখের সময় সুখের কদর বুঝাবার জন্যে। কোন কবির উক্তি

ہوازلف ورخ کا.برابر ظہور

کہ بے سایہ ممکن نہ تھی قدر نور

সুখ শান্তির কদর বুঝার জন্য অসুখ অত্যাবশ্যকীয়। সাধারণভাবে রোগকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব বলে ধরে নেওয়া হয়। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়। একে দুনিয়াতে ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু যদি আমরা মুসলমান হিসেবে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখি তাহলে জানতে পারবো, রোগ সর্বাবস্থায় আমাদের জন্য উপকারী। নিচের এ ধরনের উপকারী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

অসুখ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের মাধ্যম

যখন কোন মানুষ সুস্থ শরীরে পৃথিবীতে বসবাস করে। হতে পারে সে দুনিয়ার জীবনে এমনভাবে ডুবে যায় যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে একেবারে দূরে সরে

যায়। সে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে যদি অন্তরে এক তিল পরিমাণ ইমান থাকে তাহলে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে আল্লাহর সকল হক আদায় হয়ে যায় বলে ধারণা করে। যদি সে ব্যক্তির ভাগ্য আকাশের রং পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তার তাকদীর খারাপ হয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর রোগের চিকিৎসা করা সত্ত্বেও রোগ ভাল না হয়ে আরো বেড়ে যায়। তাহলে তার মূখ দিয়ে প্রত্যেক নি:শ্বাসে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নাম বের হয়। আর রোগী যেমনভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহও সে পরিমাণ তার দিকে রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এজন্য রোগীর খারাপ মনে করা উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٍ

তোমাদের নিকট বিপদ-আপদ পৌঁছে তা উপহার বদলা যা তোমাদের হাতে করেছে। আর অনেক বিপদ তিনি ক্ষমা করে দিনে।[২৯]

শিক্ষণীয় ঘটনা

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমাদের প্রতিবেশীর মধ্যে একজন সুস্থ সবল মহিলা বসবাস করতো। তার মৃত্যু ১৩ রমজান চৌদ্দশ হিজরী মাগরিবের পর হয়েছিল। এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তার অতীত সময় যৌবনকাল গুনাহে কাটায়েছে। এ প্রসিদ্ধতা ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক দুরে। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর হওয়ার পরও তার শরীর খুবই সবল ও স্বাস্থ্যবান ছিল। গোশত ছাড়া কখনও রুটি খায়নি। কিন্তু কোন কোন সময় নিজের গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলতো- হে আল্লাহ! আমি প্রকাশ্যভাবে গুনাহে লিপ্ত আছি; কিন্তু আপনার রহমত তো খুবই প্রশস্ত। আর আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রার্থনা কবুল করে গুনাহ ক্ষমা করলেন। ফলতঃ আল্লাহ তায়ালা তার শেষ বয়সে মারাত্মক রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। গরমের দিনে একটি গোসলখানা থেকে বের হওয়ার সময় একেবারে শুকানো যমীনে পা পিছলে পড়ে গেল যার কারণে তার কোমরের হাড্ডি ভেঙ্গে গেল। যা হাজারো চেষ্টা করার পরও ভাল হয়নি; বরং রোগ আরো বেড়ে গেল। অনেক ঔষধ সেবন করেছিল পরিশেষে এমন হলো যে, তার পায়ের দুই টাখনু গিরা পঁচতে আরম্ভ করলো। চলাফেরা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন একেবারে

[২৯]। আল কুরআন, পারা-২৮, সূরা হাশর : ৩০

নাজুক অবস্থা। লোকেরা তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। এর সাথে সাথে আরো অনেক রোগ বৃদ্ধি পেল। তার আর্জি মুনাজাতে সংযুক্ত হতে লাগল। প্রত্যেক রাতে তার অসুখ এবং গুনাহের ক্ষমা চাইতেন আল্লাহর কাছে। এভাবে তিনি ছয় বছর পর্যন্ত জীবন ধারণ করে। প্রত্যেক সময় এ মুনাজাত করে যে, আল্লাহ! আমি একজন বড় গুনাহগার; কিন্তু আপনার রহমত খুবই প্রশস্ত। আপনার মাহবুব ﷺ সাদকায় আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। অবশেষে রমজান মাসে চৌদ্দশ হিজরী তার ইন্তিকাল হয়েছিল। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ছয় বছর পর্যন্ত বিভিন্ন দু:খ-কষ্টে ফেরেশানী ব্যাথা বেদনার ক্ষমার মাধ্যমে সে মহিলার জীবন অতীত হয়েছে। তাকে দেখে আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হল যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে রমজানুল মোবারকের আজমতে সে মহিলাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেননা নবী করীম ﷺ ইরশাদ অনুযায়ী রোগ গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক সাহাবী কোন রোগীর সেবা করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে বললেন- আমার নিকট নবী করীম ﷺ 'র হাদীস শরীফ পৌঁছেছে যে, রোগীর জন্য রোগ অবস্থায় চারটি উপকার রয়েছে।

১) সে রোগীর মারফূউল কলম বা শরীআতের কোন হুকুম আহকাম তার উপর বর্তায় না। ২) তার বিনিময় সাওয়াব এমনভাবে মিলবে যেমনিভাবে সুস্থ অবস্থায় ভাল কাজ করলে পাওয়া যেত।

৩) তার একেকটি রোগ এবং একেকটি হাড্ডির বিনিময়ে একটি করে গুনাহ তার শরীর থেকে ঝরে যায়।

৪) যদি সে ব্যক্তি রোগ অবস্থায় মারা যায় তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি রোগ থেকে ভাল হয়ে যায় তাহলে গুনাহ থেকে পাক পবিত্র হয়ে যাবে।[৩০]

রোগ গুনাহের কাফফারা

নবী করীম ﷺ একটি হাদীস আপনাদের সমানে পেশ করছি যাকে ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।[৩১]

[৩০]। তাযকিরাতুল ওয়ায়েজীন, পৃ.১৪২

[৩১]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ.১২৭

عَنْ عَامِرِ الرَّامِ قَالَ ذَكَرَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْاَسْقَامَ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَصَابَهُ السَّقَمَ ثُمَّ عَافَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضٰى مِنْ ذُنُوْبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ وَاِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَامَرِضَ ثُمَّ اُعْفِىَ كَانَ كَالْبَعِيْرِ اَهَلَّهُ ثُمَّ اَرْسَلُوْهُ فَلَمْ يَدْرِلِمَ عَقَلُوْهُ وَلِمَ اَرْسَلُوْهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْاَسْقَامُ وَاللهِ مَامَرِضْتُ قَطُّ فَقَالَ قُمْ عَنَّا فَلَسْتُ مِنَّا

হযরত আমের আররাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ রোগীদের সর্ম্পকে আলোচনা করলেন। তারপর ইরশাদ করলেন- মুমিনদের যখন রোগ হওয়ার পর ভাল হয়ে যায় তখন সে রোগ তার গুনাহের কাফফরা হয়ে যায়। পরবর্তীর জন্য তা উপদেশ স্বরূপ। আর যখন মুনাফিকের রোগ হওয়ার পর ভাল হয়ে যায় তখন তার উদাহরণ হল সে উটের মত-মালিক যাকে বেঁধে রেখে তারপর তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে অবগত নয় যে, কেন তাকে খুলে দিল আর এটাও অবগত নয় যে, কেনই বা তাকে বাঁধলেন। এক ব্যক্তি আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! রোগ কি জিনিস? আমি কখনও রোগে আক্রান্ত হইনি। তখন নবী করীম ﷺ উত্তর দিলেন- আমাদের মধ্য থেকে উঠে যাও। তুমি আমাদের দলভুক্ত নও।

রোগ হল আল্লাহর রহমত

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِالسُّلَمِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِيْ جَسَدِهِ اَوْ فِيْ مَالِهِ اَوْ فِيْ وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلٰى ذَالِكَ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম আহমদ হযরত মুহাম্মদ ইবন খালেদ থেকে, তিনি তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট কোন মরতাবা হওয়া উচিত তবে সে তার আমলের কারণে সে মনযিলে পৌঁছতে পারেনি। তখন আল্লাহ তায়ালা তার শরীর বা তার সম্পদ বা তার সন্তানের উপর পরীক্ষা করে থাকেন।

তারপর তাকে ধৈর্য্য দান করেন এমনকি সে তার মনযিলে পৌঁছে যায় যা তার জন্য আল্লাহর নিকট নির্ধারিত ছিল।[৩২] হযরত আতা ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যখন কোন মুমিন বান্দার রোগ হয় তখন আল্লাহ তায়ালা তার জন্য কিছু ফেরেশতা অবতীর্ণ করে বলে দেন- আমার এ বান্দা তার সেবাকারী লোকদেরকে কি জবাব দিচ্ছে? যখন ওই ফেরেশতা তার নিকট আসেন তখন তারা দেখতে পায় যে, সে বান্দা আল্লাহর কিরূপ শোকর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে? এ দৃশ্য দেখে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে যা কিছু ওই রোগীকে করতে দেখলেন সবকিছু আল্লাহর দরবারে পেশ করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা সবকিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। তারপর ইরশাদ করেন- আমি আমার বান্দাকে তার এ ধৈর্য্যের প্রতিদান দিব। যদি সে রোগে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায় তাহলে তাকে আমি হিসাব বিহীন জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করব। আর যদি ভাল করে দিই তাহলে তার শরীর খুবই ভালভাবে পরিবর্তন করে দিব। তার রক্ত ভাল রক্ত দিয়ে পরিবর্তন করে দিব এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিব।

অসুখের মাধ্যমে মানুষের গুনাহ ঝরে যায়

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালার আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- জ্বর একটি কালো মহিলার আকৃতি ধারণ করে নবী করীম ﷺ'র নিকট উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কে? সে বলল- আমি হলাম উম্মে মলাম। আমার নবী বললেন- উম্মে মলাম কি জিনিস? সে বলল- আমি মানুষের গোশত খাই এবং রক্ত চোষণ করি। আর আমার গরম জাহান্নাম থেকে নিঃসৃত। তার এ বর্ণনা থেকে নবী করীম ﷺ জানতে পারলেন ওটাই হলো কালো জ্বর। তারপর কালো জ্বর বলল- আমাকে ওই লোকদের দলে পাঠিয়ে দিন যাকে আপনি সবার চেয়ে বেশী ভালবাসেন বা যারা আপনাকে বেশী ভালবাসে। হুযূর ﷺ তাকে আনসারীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারা সাত দিন পর্যন্ত কালো জ্বরের মধ্যে পতিত ছিল। এমন কি তারা অপারগ হয়ে নবী করীম ﷺ দরবারে ফরিয়াদ জানালেন। তিনি তাদের জন্য দো'আ করলেন আর আল্লাহ তাদের থেকে কালো জ্বর দূর করে দিলেন। এরা

৩২। তাযকিরাতুল ওয়ায়েজীন, পৃ.১৪২

ওই সকল লোক যাদের জন্য নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছিলেন- মারহাবা হে জাতি, তোমরা ঐ সকল লোক যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকার পাপ থেকে পবিত্র করলেন।[৩৩]

হাদীসে আছে

عَنْ اَوْسِ بْنِ شَدَّادٍ وَالْصَّنَابِحِيْ اَنَّهُمَا دَخَلَا عَلٰي رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوْدَانِهِ اَنَّهُ فَقَالَا لَهُ كَيْفَ اَصْبَحْتَ قَالَ اَصْبَحْتُ بِنِعْمَةٍ قَالَ شَدَّادٌ اَبْشِرْ بِكَفَّارَتِ السَّيِّئَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ اِذَا اَنَا اِبْتَلَيْتُ عَبْدًامِّنْ عِبَادِيْ مُؤمِنًا فَحَمِدَ نِي عَلٰي مَا اِبْتَلَيْتُهُ فَاِنَّهُ يَقُوْمُ مِنْ مَّضْجِعِهِ ذَالِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا وَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰي اَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ فَاْجِرُوْالَهُ مَا كُنْتُمْ تَجْرُوْنَ لَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ

হযরত আউস বিন শাদ্দাদ ও সালারেখী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন- আমরা দু'জন এক রোগীর ঘরে প্রবেশ করলাম তাকে দেখার জন্য। তাঁরা তাকে বললেন- তুমি কোন অবস্থায় সকাল করেছো? তিনি উত্তর দিলেন- আমি আল্লাহর নিয়ামতের উপর সকাল করেছি। হযরত শাদ্দাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি তোমার সমস্ত গুনাহ দূর হয়ে গেছে। কারণ আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- যখন আমি কোন মুমিন বান্দাদেরকে কোন রোগের মধ্যে পতিত করি তখন সে রোগের কারণে আমার শোকর আদায় করে। আমি তাদেরকে রোগের বিছানা থেকে এমনভাবে পাক পবিত্র করি যেন সদ্য প্রসূত সন্তানকে তার মাতা জন্ম দিয়েছে। কোন গুনাহ তার অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন-আমি আমার বান্দাকে বন্দি করে বিপদে নিক্ষেপ করেছি এবং তার থেকে পরীক্ষা নিয়েছি। সুতরাং হে ফেরেশতারা! তোমরা তার আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ করে দাও-যা তার সুস্থ অবস্থা লিখা হত।

[৩৩]। তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীন, পৃ.১৪৩।

উপরোল্লেখিত ইরশাদসমূহ ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।[৩৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُ هَا مِنَ الْعَمَلِ اِبْتَلَاهُ اللهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَ مَا عَنْهُ

হযরত আয়শা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন মুমিন বান্দার গুনাহ বেশি হয়ে যায়, তার আমলনামায় এমন কোন জিনিস না থাকে-যা তার গুনাহের কাফফারা হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে চিন্তায় এবং অসুখের মধ্যে পতিত করেন। যেন তার গুনাহের কাফফরা হয়ে যায়।

রোগীকে সান্ত্বনা দান

রোগীর সেবা করা, তাকে সান্ত্বনা ও ভরসা দান রোগ দূরীভূত হওয়ার সাথে সাথে অন্তরের শান্তি লাভেরও কারণ হয়ে থাকে। ইসলাম আমাদেরকে রোগীদের সেবা করার বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা রোগীদের সেবার মাধ্যমে রোগীর মনবল শক্ত হয়, দুর্বলতা দূর করে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দান করে। ইসলামের এ মহান শিক্ষা বিদেশীদের মধ্যেও প্রচারিত হয়েছে। আমেরিকার এক সিনিয়র ডাক্তারের ভাষ্য- এর দ্বারা মন সুস্থ থাকে, অন্তর খুশি হয়ে যায়। তা-ই রোগীর রোগ ভাল করে দেয়। অসুখ কমে যায় এবং রোগ অতি তাড়াতাড়ি সেরে উঠে।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ عَلَي الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُوْالَهُ فِيْ اَجَلِهِ فَاِنَّ ذَالِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًاوَيَطِيْبُ بِنَفْسِهِ

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন তোমরা রোগীকে দেখতে গেলে তাকে সান্ত্বনা দাও। তার দুশ্চিন্তা, দুঃখ দূর করে দাও। যদিও বা এ সান্ত্বনা এবং আরোগ্য আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ প্রতিহত করতে পারে না। তখন রোগীর অন্তরকে অবশ্যই খুশি ও আনন্দ যোগাবে।[৩৫]

[৩৪]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ.১৩৬।

[৩৫]। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, তিরমিযী, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ.১৩৭।

অমুসলিমের সেবাশুশ্রূষা করা

রোগীর সেবা শুধুমাত্র আপনজনের নয়; বরং অমুসলিমের সেবা করাও জরুরী। এর মাধ্যমে তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে। তার জীবনের একটি অনেক বড় পরিবর্তন সাধিত হবে। তাদের দুনিয়া-আখিরাতের রহস্য জানার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ অমুসলিমদের দেখতে যেতেন। আমাদেরও সে প্রথা চালু রাখতে হবে।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدِمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَرَاسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ইহুদীর ছেলে নবী করীম ﷺ দরবারে হাজির হতো। হঠাৎ তার অসুখ হয়ে গেল। তখন হুযূর ﷺ তাকে দেখার জন্য তাদের ঘরে তাশরীফ নিলেন। তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন- ইসলাম কবুল করে নাও। ছেলেটি তার পিতার প্রতি থাকালো-যে তার নিকটই বসা ছিল। তার পিতা বলল- হযরত আবুল কাসেমের অনুসরণ কর। তারপর ছেলেটি ইসলাম কবুল করে নিল। তখন হুযূর ﷺ এটা বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন যে, প্রশংসা সেই খোদার যিনি দোযখ থেকে ছেলেটিকে মুক্তি দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ 'র এ আমল তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। তাই ইসলামের অনুপম আদর্শ হল- আমরাও শুধু আপনদের সেবা করবো না; বরং অমুসলিমদেরও সেবা করবো।[৩৬]

রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা ছাওয়াব

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- রোগীদের সেবাকারী আল্লাহর রহমতের সাগরে সাঁতার কাটে। যখন রোগীর পাশে বসে তখন আল্লাহর রহমতের জ্বৌশ এসে যায়।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَادَمَرِيْضًالَمْ يَزِلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتّٰي يَجْلِسَ فَاِذَا اَجْلَسَ اَغْلَسَ فِيْهَا

[৩৬]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.১৩৭

হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি কোন রোগীর পাশে বসে আল্লাহর রহমতে জৌশ এসে যায়। ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।[৩৭] অনুরূপভাবে ইবন মাজার সূত্রে আলোচিত হয়েছে।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا نَادٰى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি রোগীর সেবা করার উদ্দেশ্যে দেখতে যায় একজন আহবানকারী আসমান থেকে ডাক দিয়ে বলেন- তুমিই উত্তম, তোমার চলা উত্তম এবং জান্নাতের এক স্থানে তোমার ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো।[৩৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-যে ব্যক্তি মুসলমানদের জানাযায় হাজির হয় সে বস্তুতঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমন একদিন রোযা রাখলেন যা সাতশত দিনের রোযা রাখার সমান সাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করার জন্য দেখতে যায় সে ব্যক্তি বস্তুতঃ একদিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করেছে। আর তা সাতশত দিনের বরাবর সাওয়াব হবে। পরিশেষে প্রার্থনা- আল্লাহ তায়ালা আমাদের অন্তরসমূহে একে অপরের জন্য সমবেদনা সৃষ্টি করে দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

প্রিয় নবী ﷺ 'র বাণী

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ স্বীয় উম্মতকে ইসলামী আহকাম কর্ম ও উক্তিগত শিক্ষা দিয়েছেন। নিচে নবী করীম ﷺ 'র কতেক হাদীস পেশ করছি যা দুনিয়া-আখেরাতে আমাদের কাজে আসবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

ما اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রাসূল ﷺ যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আমাদের সর্বাবস্থায় নবী করীম ﷺ 'র বাণীর সামনে মাথা নত করতে হবে। তা হবে আমাদের নাজাতের অসীলা।

[৩৭]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ. ১৩৮

[৩৮]। শায়খ অলী উদ্দীন.মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.১৩৭, তাজকিরাতুর ওয়ায়েযীন, পৃ.১৪৪

প্রথম হাদীস

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস যাকে সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন

اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْراً مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ

তোমরা নিজেদের উত্তরসুরীদেরকে সামর্থবান করে রেখে যাওয়া উত্তম তারা লোকদের কাছে ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে।

হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট

একদা নবী করীম ﷺ 'র আনসার সাহাবীদের মাঝে টাকা জমা করা-না করার ব্যাপারে আলোচনা হল। কয়েক সাহাবীর অবস্থান ছিল মানুষ টাকা পয়সা জমা করবে না। কারণ মানুষ বিনাহাতে এ দুনিয়া থেকে চলে যাবে। কিন্তু কতেক সাহাবী উত্তরসূরিদের জন্য টাকা-পয়সা জমা রাখার পক্ষে। যাতে প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। উভয় দল নিজের জায়গায় পাহাড়ের মত অটল ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ফয়সালা না হয়। তাঁরা উভয় দল নবী করীম ﷺ 'র দরবারে উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা খুলে বললেন। সব কিছু শুনে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন- নিজেদের সন্তানদেরকে ভিক্ষা করে খাওয়া অবস্থায় রেখে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে দারিদ্র মুক্ত করে মৃত্যুবরণ করা উত্তম। নবী করীম ﷺ ইরশাদ মোবারক থেকে এ কথাটি সূয্যের আলোর মত প্রকাশিত হল যে, নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য হালাল উপায়ে চেষ্টা করা একেবারে জায়েয। এতে কোন রকমের ক্ষতি নেই। এটি সে লোকদের ভুল অনুভূতির উপর একটি চাবুক যারা ধারণা করে ভবিষ্যতের চিন্তা না করে জীবন যাপন করা তাপস্য এবং আল্লাহ ভরসা।

দ্বিতীয় হাদীস

আমাদের নির্বাচিত দ্বিতীয় হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত,একবার মসজিদে নববীতে কতেক সাহাবী অবস্থান করে একথা নিয়ে আলোচনা করছিল, আরবের লোকেরা খুব পরিশুদ্ধ ভাষার অধিকারী; তাই তারা অনারবীদের উপর মর্যাদাবান। আমাদের নবী করীম ﷺ সাহাবীদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর ﷺ যখন সাহাবা কিরামদের এ কথা শ্রবণ করলেন তখন অবস্থাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য ইরশাদ করলেন

لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلٰى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَبْيَضَ عَلٰى اَسْوَدَ وَلَا لِاَسْوَدَ عَلٰى اَبْيَضَ اِلَّا بِالتَّقْوٰى

অনারবী কোন বাসিন্দাকে আরবী কোন বাসিন্দার উপর, ফর্সা লোকদেরকে কালো লোকদের উপর এবং কালো লোকদেরকে ফর্সা লোকদের উপর কোন মর্যাদা দেওয়া হয় নি। মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি খোদাভীতি। যার তাক্বওয়া যত বেশি হবে সে তত বেশি মর্যাদাবান।[৩৯]

মর্যাদাবান হওয়ার চাবিকাঠি তাক্বওয়া

নবী করীম ﷺ 'র পবিত্র এ বাণী বর্তমানে খুবই গুরুত্ব বহন করে। কেননা আমরা লোকেরা বিভিন্ন রকমের পার্থক্য তৈরী করে রেখেছি। বেশি সম্মানের অধিকারী হলো ফর্সা। সুন্দর শরীরকে মর্যাদাবান হিসেবে মনে করি। যে ব্যক্তি সমাজে উচ্চবিলাসী বসবাস করে যেমন কোটি টাকা ইত্যাদির অধিকারী হয় তাদেরকে লোকের মাথার উপর মনে করে। হ্যাঁ, তাদের কোন কাজ-কর্ম না হোক। কোন কাজ ভাল করলে ভাল সকলে ইজ্জতের চাবি-কাটি মনে করে। আর কোন আমেরিকা লন্ডনে বসবাসকারীদেরকে সম্মানের অধিকারী মনে করে। আর কেউ প্রাচ্যবাসীদেরকে এবং কেউ পাশ্চাত্যবাসীদেরকে সম্মানিত মনে করে। মূলকথা- প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট সম্মান ও মর্যাদার চাবিকাঠি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন ইজ্জত এবং সম্মানের এসব চাবিকাঠি বাতিল ও মিথ্যা। মূলতঃ যে ব্যক্তি বেশি মুত্তাক্বী এবং আল্লাহ ওয়ালা, খোদাভীরু সে ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী। নকল চাবিকাঠি ছেড়ে দিয়ে আসল চাবিকাঠিকে নিজের করে নেওয়া উচিত।

তৃতীয় হাদীস

আমাদের নির্বাচিত তৃতীয় হাদীস হযরত হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হাদীস প্রকাশের প্রেক্ষাপট হল, একবার আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ তাকরীর করছেন। তাকরীরের বিষয় ছিল 'ইমান'। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তাকরীর শেষ করলেন তখন সাহাবা কিরামগণ আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কথাটি দয়া করে বুঝিয়ে দিন, আমরা ঈমানের মজা কিভাবে উপলব্ধি করতে পারব? ঈমানের মজা

[৩৯]। যাদুল মা'আদ, খ.২।

বুঝার জন্য কোন আলামত বা চিহ্ন আছে কিনা বলে দিন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ

যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকবে সে ইমানের মজা উপলব্ধি করতে পারবে।

১. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর ভালবাসা সবকিছু থেকে বেশি থাকতে হবে।

২.যদি কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে তাহলে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসবে।

৩. কুফুরীর মধ্যে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে অথবা কুফুরী গ্রহণ করাকে এমন খারাপ মনে করে যেমন নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করাকে খারাপ বা অপছন্দ-মনে করে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটি প্রশ্ন জাগে আমরা কি ইমানের মজা গ্রহণ করতে পারব? যেহেতু আমরা ধন-সম্পদ ও দুনিয়া অর্জনে লোভী এবং দুনিয়ার ভালবাসায় মুগ্ধ। মানুষের ভালবাসাতো এড়িয়ে যাচ্ছি। যদিও ভালবাসি তা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কাফিরদের নিয়ম-কানুন অনুসরণ এবং গ্রহণ করে গর্ব-অহংকার অনুভব করে থাকি। এমতাবস্থায় কিভাবে আমরা আশা করতে পারি যে, আমরা ইমানের স্বাদ গ্রহণ করে ধন্য হব। এটা কখনও সম্ভব নয়। এমন কখনও হতে পারে না। কিন্তু যদি আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা এবং আল্লাহর ভালবাসাকে সকল প্রকার মুহাব্বত বা ভালবাসার উপর প্রাধান্য দিতে পারি। লোকদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি এবং কাফিরদের রীতিনীতি ত্যাগ করে ইসলামের নিয়ম-কানুনকে নিজের করে নিই তাহলে দৃঢ়বিশ্বাস, আমরা অবশ্যই ইমানের মজা বা স্বাদ অনুভব করতে পারব।

চতুর্থ হাদীস

আমাদের নির্বাচিত চতুর্থ হাদীস আমলের সহজতা সম্পর্কে। এটা নির্বাচিত করার প্রয়োজন অনুভব করছি সঠিক চেতনা ফিরে আসার জন্য। আজ-কাল আমাদের অনেক ইসলামী ভাই মনে করে শুধু আল্লাহর ইবাদতে মশগুল

থাকলে চলবে। অন্যান্য অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এমন করা হাদীসে নববীর পরিপন্থি। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একবার নবী করীম ﷺ এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হল। মহানবীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সে ব্যক্তি খুবই মুত্তাক্বী-পরহেযগার লোক ছিলেন এমনকি সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে রত থাকতেন। তিনি এমনভাবে লিপ্ত থাকতেন, ঘরের পরিবারবর্গ সন্তান-সন্ততির কোন খবরাখবর রাখতেন না। তা শুনে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন

كَلِّفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ

প্রতিটি আমল এমনভাবে করো যার মধ্যে সহজতা রয়েছে।[৪০]এর থেকে প্রকাশিত, কোন আমলে সীমা অতিক্রম না করা ভাল। হ্যাঁ, ওটা আল্লাহরই ইবাদত হোক না কেন। কেননা ইলমে বাড়াবাড়িতে স্বভাবে কিছুদিনের মধ্যে অনিহা চলে আসে। আমল থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে।

পঞ্চম হাদীস

আমাদের এ নির্বাচিত হাদীস ইবন মাজা থেকে সংকলন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে

خِيَارُ كُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُأُوْا ذُكِرَ اللهُ

সবচেয়ে উত্তম মানুষ হল তিনি যাকে দেখলে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ পড়ে।

ষষ্ঠ হাদীস

নির্বাচিত এ হাদীস বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে। আর নির্বাচিত হাদীসখানা তিরমিযী শরীফ থেকে সংকলন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে

اِذَا اٰخَي الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اِسْمِهِ وَاسْمِ اَبِيْهِ وَمِمَّنْ هُوَ اَنَّهُ اَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ

কোন মুসলমান অপর ভাইয়ের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তার উচিত অপর ভাইয়ের নাম, পিতার নাম, বংশের নাম জেনে নেয়া। তারপর বন্ধুত্ব সৃষ্টি করবে।

---

[৪০]। আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী, বুখারী শরীফ।

সপ্তম হাদীস

নির্বাচিত সপ্তম হাদীস অপরের প্রয়োজন মিটানো সম্পর্কে। এ হাদীস ইমাম বায়হাক্বী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন

مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍمِنْ اُمَّتِيْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَّسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِيْ فَقَدْ سَرَّهُ اللهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ কারো প্রয়োজন মেটালে সে ব্যক্তি আমাকে খুশি করেছে। আর যে ব্যক্তি আমাকে খুশি করেছে সে বস্তুতঃ আল্লাহকে খুশি করল। আর যে আল্লাহকে খুশি করল আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মুসলিম ভাইয়েরা! আমাদের মধ্যে অনেক অভাবী লোক আছে। যদি আমরা আমাদের টাকা পয়সা নাজায়েয খাতে এবং দুনিয়া অর্জন করার জন্য ব্যয় না করে সে টাকাগুলোকে অভাবীদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য খরচ করি। এতে শধুমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল খুশি হবে না; বরং দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণে তার পরিবারবর্গও খুশি হয়ে যাবে। সার্বিক জীবন-যাপন সহজ হবে। সম্পর্ক গাঢ় হবে। সে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠতে পারবে সুসম্পর্কের কারণে। সে ব্যক্তি নক্ষত্রতুল্য মর্যাদাবান হবে।

অষ্টম হাদীস

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিবেশির হক নিয়ে আলোচনা করব। প্রতিবেশিই একজন মানুষের নিকটতম বন্ধু। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ প্রতিবেশির হক সম্পর্কে এত বেশি তাগিদ দিয়েছেন যা অন্য কোন বিষয়ে নেই। আর আল্লাহ তায়ালাও খুব জোর দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন– প্রতিবেশির হকের ব্যাপারে আমাকে এত বেশি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে আমার ধারণা হল অবশ্যই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রতিবেশিকে শামিল করে নেবেন। তাই যতটুকু সম্ভব আদেশকে পালন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের উচিত। আমরা প্রতিবেশির জান-মাল, ইজ্জত-সম্মানের প্রতি খুবই সচেতন থাকব। আর প্রত্যেক দিন খেয়াল করব যেন কোথাও আমাদের প্রতিবেশির হক নষ্ট না হয়। আর সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ হল, তাদের খানাপিনা ও খরচের খেয়াল রাখব। আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ

সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেট ভর্তি করে খায় আর তার প্রতিবেশি ক্ষুধার্ত থাকে। উপরোল্লিখিত হাদীস বায়হাকী শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে।

নবম হাদীস

নির্বাচিত নবম হাদীস বুখারী শরীফ থেকে সংকলন করা হয়েছে। প্রতিবেশির হকের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে স্বীয় প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়।

দশম হাদীস

প্রতিবেশির হকের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে

خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

সে বন্ধু আল্লাহর নিকট উত্তম যে তার বন্ধুর নিকট ভাল। আর সে প্রতিবেশি আল্লাহর নিকট উত্তম যে তার প্রতিবেশির নিকট ভাল।[৪১]

এগারতম হাদীস

আমাদের নির্বাচিত হাদীসও প্রতিবেশিদের হক সম্বন্ধে। আর এ হাদীসকেও বুখারী শরীফ থেকে সংকলন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

সে সত্ত্বার শপথ- যার কুদরতী হাতে আমি নবীর প্রাণ। কোন মানুষ পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য সে জিনিস পছন্দ করবে না- যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বর্তমান এই দুর্যোগ অবস্থায় কারো জান-মাল, ইজ্জত-সম্মানের কোন নিশ্চয়তা নেই। ইনসাফ নেই বললেই চলে। আগত দিনগুলোতে প্রতিবেশির মধ্যে অনাগত কষ্ট নেমে আসছে। কিছু মানুষ এমন আছে যারা স্বার্থন্বেষী। শত কষ্ট প্রতিবেশিদের নযরে আসছে তার সমাধান নেই। এ করুণ দশা থেকে জাতিকে উত্তরণ করতে মন চাই। প্রতিবেশিদের হক সম্পর্কে কিছু আরয করতে ইচ্ছা হয়।[৪২]

৪১। মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, দিল্লী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া।

৪২। তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীন, পৃ.২২০

হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন- প্রতিবেশিদের অপরের উপর এমনভাবে ওয়াজিব যেমন ছেলে সন্তানদের উপর তার পিতা-মাতার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা। ইমাম হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- কোন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন- প্রতিবেশির হক কী? তিনি ইরশাদ করলেন- প্রতিবেশির হক হল দশটি।

প্রথম: যদি প্রতিবেশি কোন কর্জ চাইলে কর্জ দেওয়া। দ্বিতীয়: কোন প্রয়োজনে তাকে ডাকা হয় বা কোন দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া। তৃতীয়: তারা সাহায্য প্রার্থনা করলে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। চতুর্থ: বিপদে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া। পঞ্চম:তাদের কোন কিছুতে খুশি অর্জিত হলে তাদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া। ষষ্ঠ: কোন প্রতিবেশি মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া। সপ্তম: অনুপস্থিতিতে তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের জিনিস-পত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা। অষ্টম: প্রতিবেশি কোন রোগে আক্রান্ত হলে তাকে সেবাশুশ্রূষা করার জন্য দেখতে যাওয়া। নবম: উত্তম খাবারের গন্ধ দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। বরং তাদের ঘরেও কিছু খানা পাঠিয়ে দেওয়া। দশম: কোন বিল্ডিং নির্মাণ করতে ইচ্ছা হলে প্রতিবেশি থেকে পরামর্শ নেয়া। চিন্তা করার বিষয় হল, আমরা পরিপূর্ণভাবে প্রতিবেশির হক আদায় করছি কিনা আজকেই আমাদের হিসাব করে দেখা উচিত। নবী করীম ﷺ এ ইরশাদসমূহের উপর অনুসরণ-অনুকরণ করা আমাদের উচিত। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এসবের উপর পরিপূর্ণ আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

বারতম হাদীস

রাসূলে করীম ইরশাদ করেছেন-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَّمَازَادَاللهُ عَبْدًابِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ اِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

সাদকা করার মাধ্যমে সম্পদ কমে যায় না। কোন মুসলমান কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারে; কিন্তু সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ক্ষমা করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা সে মুসলমানের ইজ্জত-সম্মান আরো বৃদ্ধি করে

দেন।[৪৩] অনুরূপভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যের প্রতি সৌজন্যবোধ ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করাও আল্লাহর নিকট উত্তম আমল। আর এর প্রতিদান আল্লাহর নিকটই আছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ব থেকেও আরো বেশি ইজ্জত-সম্মান দান করবেন।

তেরতম হাদীস

আমাদের নির্বাচিত তেরতম হাদীস তিরমিযী শরীফ থেকে সংকলন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে

اِنَّ الصَّدْقَةَ لَتُطْفِيْ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ

দান-সাদকা আল্লাহর আযাবকে মিটিয়ে দেয়। অপমৃত্যুকে দূর করে দেয়। হুযূর ﷺ'র এ হাদীস দিকনির্দেশনা দিচ্ছে, যে জীবনে দান-সাদকার প্রচলন অব্যহত রাখতে পেরেছে আল্লাহর রহমতে তার মৃত্যু ইমানের উপর হবে।

চৌদ্দতম হাদীস

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন

مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالٰى

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রাগ সংবরণ করা অতি উত্তম। এর চেয়ে উত্তম আল্লাহর নিকট আর কিছু নেই।[৪৪]

রাগ গোস্বা মানুষের মস্তিস্কের মধ্যে পর্দা সৃষ্টি করে দেয়। রাগান্বিত অবস্থায় কোন কাজ কল্যাণের চেয়ে ক্ষতি হয়ে যায়।

ফোকাহা কিরাম ইরশাদ করেন- হে লোকেরা! রাগ হজম করার চেষ্টা কর। রাগের সময় কোন কাজ তাড়াতাড়ি করবে না। কেননা রাগের মধ্যে তাড়াহুড়া করলে তিনটি খারাপ পরিণতি হয়। ১.নিজে নিজে লজ্জিত হতে হয়। ২. আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হতে হয়। ৩. চলা-ফেরার সময় নিজের বন্ধুদের পক্ষ থেকে ঘৃণার পাত্র হতে হয়। আর রাগ হজম করার মধ্যে তিনটি সুফল রয়েছে। এক.অন্তরে শান্তি আসা, দুই. লোকদের সুনাম অর্জিত হয়। তিন. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

৪৩। ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, মুসলিম।

৪৪। মুসনদে আহমদ।

পনেরতম হাদীস

নবী করীম ইরশাদ করেছেন

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَ الْمُهَاجِرُمَنْ هَجَرَمَا نَهٰي اللهُ عَنْهُ

প্রকৃত মুসলমান তিনিই যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে ছেড়ে দেয়।[৪৫]

এ থেকে প্রমাণিত হল- যে অপর মুসলমানকে হাতে মুখে কষ্ট দেয় তার মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। হ্যাঁ, তাকে নামকাওয়াস্তে মুসলমান বলা যাবে। প্রকৃত মুসলমান বললে মহানবীর অমীয় বাণীর অবজ্ঞা হবে। আর মুহাজির হল যে পাপ কর্ম ত্যাগ করে এবং ঐ বস্তু ত্যাগ করে যা থেকে আল্লাহ তায়ালা বিরত থাকতে বলেছেন।

ষোলতম হাদীস

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدْقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়ালাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন-কোন মানুষ মারা গেলে তিনটি ব্যতিত তার সমস্ত আমল ছিন্ন হয়ে যায়। সাদকা-ই জারিয়া, উপকারী জ্ঞান ও নেক্কার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।

উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

ক. সাদকা-ই জারিয়াঃ এমন দান যার থেকে প্রত্যেক যুগের মানুষ উপকৃত হয়। যেমন- দীনি মাদরাসা, মসজিদ, নদী,মুসাফির খানা, কূপ ও বাগান করা। এগুলো দ্বারা যতদিন মানুষ উপকৃত হবে তার সাওয়াব নির্মাতার আমলনামায় পৌছতে থাকবে।

খ. উপকারী জ্ঞান-যা দীর্ঘদিন ধরে মানুষদেরকে আলোকিত করতে থাকে। যেমন কোন উস্তাদ স্বীয় ছাত্রকে শিখিয়েছে, সে আবার অন্যজনকে শিখিয়েছে,

[৪৫] । বুখারী।

এভাবে ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। উস্তাদদের নিকট এ সাওয়াব পৌছতে থাকে। ইমাম বুখারী রহ. বুখারী শরীফ লিখেছেন যতদিন পর্যন্ত মানুষ তা পড়বে ও তা থেকে উপকৃত হবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আমলনামায় সাওয়াব যেতে থাকবে। তা অন্যান্য কিতাবের বেলায়ও।

গ.নেক সন্তান-যে স্বীয় মা-বাবার নাম রাখবে, বদনাম জুটাবে না। তাদের ইন্তিকালের পর তাদের জন্য ঈসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করে। এমন কাজ করে না যদ্বারা তাদের সুখ্যাতি নষ্ট হয়। আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ- তিনি যেন আমাদেরকে সে রকম নেক সন্তান দান করেন যাতে আমরা মুক্তি পাই।

সতেরতম হাদীস

সহীহ বুখারী শরীফে আছে

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطٌّ خَيْرَ مَنْ اَنْ يَّاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

নিজ কষ্টে অর্জিত উপার্জন থেকে উত্তম কোন খানা কেউ খায়নি। আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ উপার্জন থেকে খেতেন।

নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়া আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় আমল। নিজ হস্তে উপার্জন থেকে জীবনযাপন করা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর শোকর আদায় করা। আর শোকরগুজার বান্দার উপর তাঁর বিশেষ নিয়ামত বর্ষিত হয়। নিজ হস্তে অর্জিত উপার্জনে চললে আনন্দও অনুভব হয়। শারিরীক ও মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। নিজ অর্জিত ধনে আত্নীয়-স্বজন, ভাই বন্ধু ও হকদারকে দান-দক্ষিণা ও সমবেদনা জ্ঞাপনের সুযোগ হয়। অন্যের প্রয়োজন পূরণ হয় বিধায় আল্লাহ খুশি হয়। আল্লাহ রাজি হলে অন্তত: তার জন্য জান্নাত রয়েছে। কষ্ট না করলে মানুষকে ভিক্ষা করতে হয়-যা কিয়ামত দিবসে তার কপালে দাগ কেটে যাবে। এ সম্পর্কে হাদীসে আছে-

একদা রাসুল ﷺ স্বীয় সাহাবাদেরকে নিয়ে বসা আছেন এমন সময় জনৈক সাহাবী এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি বললেন- তুমি কি চাও যে, কিয়ামতের দিন তোমার কপালে ভিক্ষার দাগ থাকুক? দয়ালু নবী ফরমালেন- তোমার ঘরে কি কিছু আছে? তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ, একটি কম্বল ও পেয়ালা আছে। তিনি বললেন- তা নিয়ে আস। নিয়ে আসলে মহানবী ﷺ সাহাবাদের মাঝে তা দু'দিরহাম দিয়ে নিলামে বিক্রি করে বললেন- এক দিরহাম দিয়ে নিজ পরিবারের খাদ্য কিন, আরেক দিরহাম দিয়ে বাজার থেকে একটি কুড়াল কিনে

নাও। কুড়াল কিনে আনলে রহমাতুল্লিল আলামীন নবী নিজে হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন- যাও, কাঠ কেটে বিক্রি কর। কিয়ামত দিবসে কপালের দাগ থেকে মুক্তি পাবে। সুবহানালাহ! নবীর কি শান! সে নবীর কদমে কুরবান হয়ে যাও-যাঁর নাম মোবারক উচ্চারণের সময় দু'ঠোঁট একটি অপরটিতে চুমু খায়। আমাদের প্রিয় নবী রহমাতুলিল আলামীনের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। কবির ভাষায়-

سمندر سے پیاسے کو ملے
یہ رزاقی نہیں بخیلی ہے
اس کے ساتھ ہی عظ کے
اختتام کی اجازت چاہتا ہوں

পিপাসার্তদেরকে সমুদ্র থেকে এক ফোটা পানি পান করানো রিযিক দাতার শান নয়, বরং কৃপণতা।

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

তেইশতম ভাষণ

পান করার আদব ও মাসআলাসমূহ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখন আবশ্যক মনে করলাম পান করার কিছু প্রয়োজনীয় আদব ও মাসআলা বর্ণনা করব। এ্ মাসআলা সম্পর্কে অবগত হওয়া আমরা মুসলমানদের উপর অবশ্য কতর্ব্য ও গুর"ত্ব পূর্ণ দাবী। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ 'র পান করার আদব ও মাসআলা বর্ণনা করেছেন। যে নিয়ম কানুন ত্যাগ করে আমরা ইয়াহুদী নাসরার পথ ও মতে চলছি এবং ইসলাম ধর্ম বিধির বরখেলাপ করত: চোখ বন্ধ করে ভ্রান্ত পথে পা বাড়াচ্ছি। যদি আমরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা না দিই এবং ইয়াহুদী নাসারার পথ মত থেকে ফিরিয়ে না আনি তাহলে অবশ্য আমাদের লাশের পাশে কোন মানুষ থাকবে না। সময় বের করে নিন, সামান্য কিছু আদব সম্পর্কে আলোচনা করি যাতে নবী করীম ﷺ 'র জীবনাদর্শ স্বীয় জীবনে কাজে লাগাতে পারি।

তিন শ্বাসে পান করা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তিন শ্বাসের মাধ্যমে পানি পান করতেন। আনাস রাদ্বিয়ালাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشُّرْبِ ثَلٰثًا

নবী করীম ﷺ পানি পান করার সময় তিন শ্বাসের মাধ্যমে পানি পান করতেন। হযরত আনাস রাদ্বি আলাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ পানি পান করার সময় তিন শ্বাস গ্রহণ করে পানি পান করতে হুকুম দিয়েছেন।[৪৬] এভাবে করলে পিপাসা দূর হয়ে যায়। স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল এবং শরীরে শান্তি ফিরে আসে।

বাসন ডান হাতে ধরা উচিত

পান পাত্রে বা অন্য কোন পাত্রে পানি পান করলে ডান হাতে তিন শ্বাসে পান করা এবং বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়া উচিত। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্বাসে

৪৬। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, বুখারী, মুসলিম।

এক একটি ঢোক গ্রহণ করা উচিত। তবে তৃতীয় বারে যত ইচ্ছা পান করা যাবে। বাম হাত দিয়ে শয়তান পান করে। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

اِذَا اَكَلَ اَحَدُ كُمْ فَلْيَا كُلْ بِيَمِيْنِهٖ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهٖ

যখন তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ খাবার গ্রহণ করে তাহলে সে যেন ডান হাত দ্বারা খায়। আর পানি পান করলে যেন ডান হাতে পান করে।[৪৭]

এক নি:শ্বাসে পান করা নিষেধ

পানীয় বস্তু এক নি:শ্বাসে পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়াও আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা এভাবে পান করে উট। আমরাও এভাবে পান করলে আমাদের এবং উটের মাঝে কি পার্থক্য রইল। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدٌ كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلٰكِنْ اِشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَسَمُّوْا اِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَ احْمَدُ وْا اِذَا اَنْتُمْ رَفَعْتُمْ

উঠের মত এক নি:শ্বাসে তোমরা পানি পান করো না। বরং দুই, তিন শ্বাসে পান কর। পান করতে বিছমিল্লাহ পাঠ করে পান করবে। আর বাসন থেকে মুখ তোলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করবে।[৪৮] সুবহানাল্লাহ! কি ধারণা দিলেন আমাদের হুযুর ﷺ। পানি পান করার শুর"তেও নিজের প্রভূর আজমত এবং মেহেরবানি বর্ণনা করা এবং পরে আল্লাহর প্রশংসা করা।[৪৯]

পাত্রে ফুঁক দেওয়া নিষেধ

হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يَّتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ اَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ

[৪৭]। মুসলিম, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ পৃ.৩৬৩
[৪৮]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ পৃ.৩৭১
[৪৯]। মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, দিল্লী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া।

নবী করীম ﷺ পাত্রে ফুঁক দেওয়া এবং পাত্রে ফুঁক নেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।[৫০] হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, পান পাত্রে তোমরা ফুঁক দিও না। এক ব্যক্তি আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! পানির মধ্যে বুদবুদ ইত্যাদি হলে তখনও কি ফুঁক দিতে পারবে না? তিনি উত্তর দিলেন- এমতবস্থায় পানি নিক্ষেপ করে দাও। ফুঁক দিয়ে পান করো না। সে ব্যক্তি আরজ করল- ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! এক নি:শ্বাসে পিপাসা নিবারন হয় না। ইরশাদ করলেন- এক শ্বাসে পানি পান করো না; বরং কয়েক শ্বাসে গ্লাসকে মুখ থেকে আলাদা করে পান করো।[৫১]

স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পান করা গুনাহ

খানাপিনায় স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা এবং এতে পান করাও নিষেধ। স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা গুনাহের কাজ। স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে খানাপিনার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির কথা এসেছে। কিছু লোক খানাপিনায় স্বর্ণ রৌপ্যের প্লেট ব্যবহার করে থাকে। মনে করে যে, তার উপর বিষে প্রভাব ফেলতে পারবে না। সোনা চাঁদীর পাত্রে বিষের প্রভাব পড়ুক বা না পড়ুক, আমরা জানি, যে ব্যক্তি কোন সন্দেহ ছাড়া নবী করীম ﷺ'র সুন্নাতের উপর আমল করে তাকে বিষ তো দূরের কথা বিষের বাপও প্রভাবিত করতে পারবে না। সেজন্য আমরা নির্দ্বিধায় আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ এর বাণীকে মেনে থাকি। তিনি ইরশাদ করেছেন-

لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْافِى اٰنِيَةِ الذَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَاكُلُوْافِىْ صَحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ

তোমরা কাঁচা পাকা রেশম পরিধান করো না, সোনা চাঁদীর পাত্রে পান করো না এবং এতে খেয়ো না। এগুলো দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য আর তোমাদের জন্য রয়েছে পরকালে।[৫২]

[৫০]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭১, ইবনে মাজা, আবু দাউদ।
[৫১]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭১। মুহাম্মদ বিন ঈসা আত তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, দিল্লী, কুতুবখানায়ে রশিদিয়া।
[৫২]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭১, মুসলিম।

উভয় হাতে পান করার ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ উভয় হাতে পানি পান করাকে অতি উত্তম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একবার নবী করীম ﷺ সাহাবা কিরামের সাথে কোথাও তাশরীফ নিয়েছিলেন। পথিমধ্যে একটি ঝর্ণা চোখে পড়লো। সাহাবীগণ টেস দিয়ে পানি পান করতে লাগলেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন এভাবে নয়; বরং দু'হাত দ্বারা পান কর। কেননা এর চেয়ে পবিত্র পাত্র আর কোথাও নেই।

উপরোল্লেখিত ঘটনা সত্যতার জন্য একটি হাদীস পেশ করছি।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْنَا عَلٰى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَكْرَعُوْا وَلٰكِنْ اِغْسِلُوْا اَيْدِيْكُمْ ثُمَّ اِشْرَبُوْا مِنْهَا فَاِنَّهُ لَيْسَ اِنَاءٌ اَطْيَبُ مِنَ الْيَدِ

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি কূপের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা টেস লাগিয়ে পানি পান করতে লাগলাম। তখন নবী করীম ﷺ আমাদেরকে ইরশাদ করলেন- টেস দিয়ে পানি পান করো না। তোমাদের হাত পরিস্কার করে নাও এবং তা দিয়ে পান কর। কেননা হাত থেকে বেশী পবিত্র আর কোন পাত্র নেই।[৫৩]

হযরত আব্দুলাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ পানি পান করার ব্যাপারে নিম্ম বর্ণিত নির্দেশ দিয়েছেন-

১. হাতের এক কোষে পানি পান করা নিষেধ। এভাবে সে পানি পান করে যে গযবের শিকার হয়েছে।

২.রাত্রে পান করতে চাইলে পান পাত্র খোঁজে নাও। তবে পাত্র দূরে থাকলে ভিন্ন কথা।

৩. পান পাত্র থাকা সত্ত্বেও অনুনয় বিনয় প্রকাশার্থে হাত দ্বারা পানি পান করা যায়। এতে আল্লাহ তায়ালা তার আমলনামায় এতটুকু ছাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, যতটা তার হাতে আঙ্গুল আছে। আরো বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের পানপাত্র ফেলে দিয়ে বললেন, এটা হলো দুনিয়ার বস্তু। তারপর তিনি হাত দ্বারা পানি পান করলেন।[৫৪] হাত দ্বারা পানি করা যায়।

[৫৩]। ইমাম ইবনে মাজা, সুনানু ইবনে মাজা, ২৫৩ পৃষ্ঠা।
[৫৪]। ইমাম ইবনে মাজা, সুনানু ইবনে মাজা, ২৫৩ পৃষ্ঠা।

মুসলমানের উচ্ছিষ্ট শেফা স্বরূপ

হিন্দুরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে একটি দল হল 'ছুত', তাদেরকে সকলেই নিম্নমান ও নিচক মনে করে। লোকেরা তাদের সাথে মেলামেশা করা পছন্দ করে না তারা। বরং ছুতের ভয়ে আওয়াজ না শুনতে কানে শিশা ঢালাই করার মত কথাবার্তা থেকে পৃথক থাকতে চায়। অন্যের ধরা ছোঁয়া থেকে দূরে থাকে। হিন্দুদের এ রসম আমাদের মুসলমানদের মাঝে পাওয়া যায়। আমরা অন্যের উচ্ছিষ্ট খাওয়াকে পছন্দ করি না। ইসলাম আমাদেরকে সেটা অনুমতি দেয় না; বরং হুযূর ﷺ'র একটি বাণী, মুসলমানদের উচ্ছিষ্ট শেফা।

দন্ডায়মান হয়ে পান করা নিষেধ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত,

اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يَّشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

নবী করীম ﷺ দন্ডায়মান হয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।[৫৫]

এ হাদীস থেকে পরিস্কারভাবে প্রকাশ পায়, পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ। তাছাড়াও ডাক্তারী মতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

যমযমের পানি এবং ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা

নবী করীম ﷺ'র উপরের বাণীর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করা একেবারে মাকরূহ হিসেবে সাব্যস্ত করে। নবী করীম ﷺ'র হুকুম মাথার উপর; কিন্তু নবী করীম ﷺ'র এ হুকুম ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য নয়। বরং যমযম এবং ওযুর অবশিষ্ট পানি এ হুকুম থেকে মুক্ত। এ পানিগুলো দাঁড়িয়ে পান করতে হয়।

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবী করীম ﷺ'র খেদমতে আকদাসে যমযমের পানি পেশ করলে নবী করীম ﷺ তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।[৫৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِدَلْوٍ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمْ فَشَرِبَ قَائِمًا

[৫৫]। মুসলিম, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, ৩৭০ পৃষ্ঠা।
[৫৬]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭০

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একবার যমযমের একটি পানির পাত্র নবী করীম ﷺ'র খেদমতে পেশ করলাম। সরকারে মদীনা তা দাঁড়িয়ে পান করলেন।[৫৭] মিশকাত শরীফের একই পৃষ্ঠায় বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো একটি হাদীস আলোচিত হয়েছে। একবার শেরে খোদা হযরত আলী মরতুজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যোহরের নামায আদায় করলেন। তারপর কুফার দিকে যাত্রা করলেন এ উদ্দেশ্যে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় অভাবসমূহ পূরণ করবেন। সে কাজে তিনি রত হলেন। আছরের সময় হয়ে গেলে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেদমতে পানি আনা হলে তিনি তা পান করলেন। এরপর ওযু করার পর পানি অবশিষ্ট রইল। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। উপস্থিত সাহাবা কিরাম এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন- মানুষ দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহ। কিন্তু এ পানি নয়, যেমন আমি করলাম। অবশ্যই অনুরূপ নবী করীম ﷺ করেছিলেন।

এক নিগূঢ় রহস্য

তিনি যমযমের পানি এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করার হিকমত বর্ণনা করেছেন যে, দন্ডায়মান হয়ে পানি পান করলে তা পুরোপুরিভাবে সমস্ত শরীরে পৌছে যায়। সাধাবণভাবে এটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু এ দু'প্রকার পানি যার উল্লেখ করা হয়েছে তা খুবই বরকতমন্ডিত। এজন্য তা দাঁড়িয়ে পান করলে তার বরকত পরিপূর্ণভাবে সারা শরীরে প্রত্যেক অঙ্গে পৌছে যায়।

অন্যদেরকে পানি পান করানো বড়ই ছাওয়াবের কাজ

প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব এবং ওলামা কিরামের নিকট নির্ভরযোগ্য কিতাব 'ইবনে মাজাহ' এর একটি আলোচনা পেশ করছি-যার থেকে প্রকাশ পায় যে, অন্যদেরকে পানি পান করানো অগণিত ছাওযাবের কাজ।

একবার আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ'র পবিত্র খেদমতে হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়শা ছিদ্দিকা রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহা আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! দয়া করে বলুন, কোন জিনিস বাঁধা দেয়া হালাল নয়। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- তিনটি জিনিস- পানি, লবণ ও আগুন। হযরত আয়শা রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহা আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! পানির বিষয় বুঝে

[৫৭]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭০

আসলেও অপর দু'টোর ভেদ বুঝে আসেনি। কেন আগুন এবং লবন দানে বাঁধা দেয়া হালাল হবে না। আমাদের প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- হে হুমাইরা! শুন, যিনি আগুন দান করেছেন তিনি শুধুমাত্র আগুন দেন নি; বরং তার আমলনামায় সকল খাবার সাদকা করার ছাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। যে ব্যক্তি কাউকে লবন দিল, বস্তুত: সে তার সমস্ত খাবার দান করে দিল- যা লবন দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি কাউকে পানি পান করালো-এমন জায়গায় যেখানে পানির অভাব নেই। তাহলে সে বস্তত: দাস মুক্ত করার ছাওয়াব পাবে। যদিও পানির একটি মাত্র ঢোক পান করায়। আর যে ব্যক্তি এমন জায়গায় কাউকে পান করালো যেখানে পানির অভাব রয়েছে। তাহলে সে বস্তুত: সারা জীবনের সম্বল অর্জন করে নিল। যদিও পানির একটি ঢোক পান করায়।

পানি পান করানো ব্যক্তি সবশেষে পান করা

• پلائی ساقی نے کچھ ایسی نظر سے

میرے دین و دنیا دونوں سنور گئے

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন

سَاقِيُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شَرْبًا

পানি পান করানো ব্যক্তি সবার শেষে পানি পান করবে। এ হাদীস হযরত কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন।[৫৮]

ডান দিকের মানুষকে প্রথমে পান করানো

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আরো দু'টি বর্ণনা আপনাদের সামনে পেশ করছি যাতে বুঝায়, কোন মাহফিলে পানীয় বস্তু সর্বপ্রথম ডান দিক থেকে যেন পান করানো হয়। তারপর বাম দিকের লোকদেরকে।

প্রথম আলোচনা

ইমাম মুসলিম ও বুখারী হযরত সুহাইল বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

[৫৮]। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী, ইবনে মাজাহ, পৃ.২৫৩

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ القَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

নবী করীম ﷺ'র ডান দিকে সবচেয়ে কনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। আর অন্যান্য বড় বড় সাহাবীরা ছিলেন তাঁর বামে। হুযূর ﷺ পানির পাত্র থেকে পান করলেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মত যাচাই করলেন, বৎস! যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে বড়দেরকে তা দেব। তিনি উত্তর দিলেন- আমি রাসূল ﷺ'র উচ্ছিষ্ট মোবারকের মধ্যে অন্যদেরকে নিজের উপর প্রধান্য দিই না। তখন নবী করীম ﷺ ওনাদেরকে দিয়ে দিলেন।[৫৯]

দ্বিতীয় আলোচনা

عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَلَبْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةِ دَاجِنٍ وَ شِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأُعْطِيَ النَّبِيُّ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِيْ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ

নবী করীম ﷺ'র জন্য বকরীর দুধ দোহন করা হলো। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কূপ থেকে তাতে পানি মিশ্রিত করে নবী করীম ﷺ'র সামনে পেশ করলেন। তখন হুযুরের বাম পার্শ্বে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বসা এবং হুযুরের ডান পার্শ্বে একজন গ্রাম্য লোক বসা ছিল। হুযুর ﷺ তা পান করলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আবু বকর ছিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দেওয়া হোক; কিন্তু

[৫৯]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭১।

নবী করীম ﷺ ডান পাশের গ্রাম্য লোককে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন- ডান দিকের লোক বেশী হকদার। তারপর বাম দিকের।[৬০]

মদ ও নেশাদার জিনিস পান করা হারাম

ইবনে মাজাহ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهُ فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শরাব পান করবে সে পরকালে শরাব পান করতে পারবে না তবে তাওবা করলে হয়ত পারবে।

জানা গেল, এখানে পরকালে শরাব পান না করা থেকে উদ্দেশ্য হলো পবিত্র শরাব-যার সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً

তাদের প্রভু তাদেরকে পবিত্র শরাব পান করাবেন।

قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

তিনি বললেন আমাকে আমার বন্ধু ﷺ অছিয়ত করেছেন, তুমি মদ পান করো না। কেননা তা সকল মন্দের মূল।

উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করবে তাকে পরকালে পানীয় বস্তু দেওয়া হবে-যার ঘ্রানে বমি আসবে, জাহান্নামীদের পুঁজযুক্ত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাওবা করেছে তার বিষয়টি ভিন্ন। উপরোল্লেখিত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণিত।[৬১]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! মদ ও অন্যান্য নেশাদার জিনিস পান করা হারাম এবং গুনাহর কাজ। মুসলমানরা মদ পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা মদ পান করলে কঠোর শাস্তির কথা এসেছে।[৬২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ মদ পান করার সাথে যুক্ত দশ জন ব্যক্তিকে অভিশাপ করেছেন- ১) যে ব্যক্তি মদ তৈরী করে। ২) যার জন্য মদ তৈরী করা হয়। ৩) যে ব্যক্তি মদ পান করে। ৪) যে ব্যক্তি কারো জন্য অথবা নিজের জন্য মদ বহন করে। ৫) যার জন্য মদ নিয়ে যাওয়া হয়। ৬) যে ব্যক্তি মদ বিক্রি করে।

[৬০]। মুসনাদুশ শামেয়ীন, খ.৪, পৃ.১৫০
[৬১]। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্নু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী, ইবনে মাজাহ, পৃ.২৫০
[৬২]। তাযকিরাতুল ওয়াজিয়ীন, পৃ.১৭৯

৭) যে ব্যক্তি মদ ব্যবসায় অংশ নেয়। ৮) যে ব্যক্তি মদ ক্রয় করে। ৯) যে ব্যক্তির জন্য মদ ক্রয় করা হয়। ১০) যে ব্যক্তি মদ ক্রয় করার উদ্দেশে কোন ফলের গাছ রোপন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি মদ এক ঢোক পান করবে সে জাহান্নামের সর্পের বিষ পান করে। আর যে ব্যক্তি মদ পান করে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামতের দিনে মাতাল হয়ে উঠবে এবং কবরে তাকে দু'ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালার রহমতের ফেরেশতা তার থেকে অনেক দূরে সরে যায়। শয়তান তার নিকটে থাকে। যখন কবর থেকে উঠবে তখন তার মাথা থেকে নাভি পর্যন্ত কুকুরের আকৃতি ও অপর অংশ হবে গাধার আকৃতি। হাশরের দিন পিপাসার তাড়নায় পানি পান করতে হাজার হাজার বছর চিৎকার করতে থাকবে। তখন তাকে খুবই বিষাক্ত পুঁজ দেওয়া হলে তা পান করবে।

তার গলায় ও পায়ে শিকল পরা থাকবে এবং হাজার হাজার বছর পাহাড়ের মত বড় বড় সাপ এবং গাধার মত বড় বড় বিচ্ছু তাকে দংশন করতে থাকবে।

হযরত আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবী করীম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির পেটে মদ থাকবে তার কোন নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। যদি মদ খাওয়া অবস্থায় মারা যায় তাহলে কাফির হয়ে মরবে। অন্য হাদীসে রয়েছে- যে ব্যক্তি একবার মদ পান করবে তার রোযা, নামায এবং কোন ভাল আমল চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। দ্বিতীয়বার পান করলে আশি দিন তার নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তৃতীয়বার পান করলে একশত বিশ দিন তার কোন নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আর চতুর্থবার মদ পান করলে তাকে হত্যা করো। কেননা সে কাফির হয়ে গেছে। আর হাশরের দিন তাকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে।[৬৩]

নবী করীম ﷺ'র নিকট মিঠা ও ঠান্ডা পানি প্রিয়

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পান করা সম্পর্কে কিছু আদব ও মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের নবী করীম ﷺ'র কোন ধরনের পানীয় বস্তু পছন্দনীয় ছিল? মিষ্টি জাতীয় জিনিস নবী করীম ﷺ'র খুবই প্রিয় ছিল। এজন্য হালওয়া তার খুবই প্রিয়। মিষ্টি ও ঠান্ডা পানি হুযুর ﷺ পান করতে পছন্দ করতেন।[৬৪]

৬৩। তাযকিরাতুল ওয়াজিয়ীন, পৃ.১৮২

৬৪। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ. ৩১৭

كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْحُلْوُ الْبَارِدُ

নবী ﷺ'র অতি পছন্দনীয় ছিল মিষ্টি ও ঠান্ডা জাতীয় পানি। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী হযরত যুহরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

বাসী পানিও নবী করীম ﷺ গ্রহণ করতেন। ঠান্ডা, মিষ্টি পানির মত নবী করীম ﷺ বাসী পানিও পছন্দ করতেন।

বুখারী শরীফে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَّالرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ الْمَاءَ فِى حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِى شَنَّةٍ وَاِلَّا كَرَعْنَافَقَالَ عِنْدِىْ مَاءٌ بَاتَ فِى شَنٍّ فَانْطَلَقَ اِلَى الْعَرِيْشِ فَسَكَبَ فِىْ قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ فَشَرِبَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ اَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِىْ جَاءَ مَعَهُ

নবী করীম ﷺ ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক আনসারী সাহাবীর ঘরে তাশরীফ নিলেন- তিনি তাকে সালাম দিলে তিনিও তার সালামের জবাব দিলেন। তিনি স্বীয় গাছে পানি দিচ্ছিলেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন তোমার এখানে পুরানো কলসিতে বাসী পানি আছে? যদি থাকে তাহলে নিয়ে আস। অন্যথায় আমি মুখ লাগিয়ে পান করে নেব। তিনি বললেন- আমার কাছে পুরানো কলসিতে বাসী পানি আছে। তারপর তিনি ছাগলের পালের নিকট গিয়ে পাত্রে পানি ঢেলে দুধ দোহন করলেন। তারপর হুযুর ﷺ পান করালেন। আবার দোহন করে পানি ঢেলে তাঁর সঙ্গীরা পান করলেন। আল্লাহ তায়ালার পথে আমাদেরকে চলার তাওফিক দান করুন।

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

চব্বিশতম ভাষণ

অহংকারের খারাপ পরিণতি

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

যখন আমি ফেরেশতাদের হযরত আদম আলাইহি সালামকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীশ শয়তান ব্যতিত সবাই সেজদা করলো। সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অংহকার করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।[৬৫]

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এ জগতে আসমান ও যমীনে সর্বপ্রথম গুনাহে পতিত হল অহংকারী ইবলিশ। এ গুনাহে লিপ্ত হলে আল্লাহ তায়ালা ইবলিশকে মুনকিরদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। আমাদের পরম শিক্ষাগুরু মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম ওলভী সাহেব এ ঘটনাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, একবার সুলতান মাহমুদ গযনরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে মাহফিল চলছিল। মন্ত্রী পরিষদের সকল ও দরাবরীরা আপন আপন জায়গায় উপবিষ্ট ছিল। সুলতান মাহমুদ গযনবী কুরসীর উপর বসা ছিল। হঠাৎ বাদশা জুব্বা থেকে একটি মুক্তা বের করে এক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? তিনি উত্তর দিলেন- হুযুর! এটা খুবই মূল্যবান জিনিস। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন- এটার মূল্য কত? তিনি বললেন- আমার ধারণা তার মূল্য কায়সার এবং কিসরার রাজত্বের চেয়ে মূল্যবান। বাদশা বললেন- এটাকে ভেঙ্গে ফেল। মন্ত্রী সাহেব কানে হাত দিয়ে বলল- হুযুর! গোলামের এত বড় বেয়াদবি? অধম হুযুরের লবন খাওয়া গোলাম। বেয়াদবির খেসারত কিভাবে দেব। বাদশা তার কথায় খুশী হয়ে পুরস্কারে ভূষিত করলেন। একই নির্দেশ অপর মন্ত্রীকে করলেন। তিনিও একই উত্তর দিলেন। হুযুর! এত বড় বেয়াদবি কিভাবে করব? অনুরূপভাবে বাদশা তাকেও বড় ধরনের সম্মানে ভূষিত করলেন। এমনকি একইভাবে

[৬৫]। আল কুরআন, ২:৩৪

দরবারের প্রত্যেক মন্ত্রী থেকে এর মূল্য জিজ্ঞাসা করেছেন। অনুনয় বিনয়ের কারণে সকলেই পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হল। পরিশেষে আয়াযের কাছে প্রশ্ন রাখলেন- এটা কি? উত্তর দিলেন- হুযুর! এটা খুবই দূর্লভ হিরা। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার নিকট এর মূল্য কত? বললেন- আমার নিকট এর মূল্য সপ্ত মহাদেশ থেকেও আরো বেশী। বাদশা বললেন- ঠিক আছে এটা ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে তোমার কি মতামত? আয়ায আরজ করল- হুযুর! আমি আপনার গোলাম হই। হুকুমের ইনকার কিভাবে করতে পারি। দয়া করে হাতুড়ি দেওয়া হোক। এটা শুনে বাদশা হাতুড়ি নেয়ার হুকুম দিলেন। দরবারের সকল লোক একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দেখছে কি হচ্ছে। এ দিকে আয়ায হিরার মুক্তাটিকে হাতুড়ির সাহায্যে ভেঙ্গে সামনে রাখল। হঠাৎ করে দরবারীদের হুঁশ আসল। এত বড় মূল্যবান জিনিস ভেঙ্গে ফেলল। তাদের চক্ষু খুলে গেল। বাদশার ওফাদারির কথা খেয়াল আসল। তাই তারা চিৎকার করতে লাগল- হে আয়ায! তুমি একি করলে? এত মূল্যবান হিরার মুক্তাটি ভেঙ্গে বাদশাহী খালি করে দিয়েছো। এটা ঠিক কর নি। বাদশা আলাপ শুনে বীরদর্পে সামনে আসলেন। ভীতিমূলক আওয়াজ দিয়ে বললেন- আপনারা আপন আপন জায়গায় বসে পড়ুন। আয়ায থেকে এর উত্তর চাইলেন। আয়াযকে সবার সামনে আনা হল। বাদশা তাকে বললেন আয়ায! দরবারী সভাষদদের প্রশ্নের উত্তর দাও। আয়ায খুবই অনুনয় বিনয়ের সাথে আরজ করল- হুযুর! এ সব দরবারী লোকেরা তাদের আকলকে দু'পাল্লায় ভাগ করেছেন। এক পাল্লায় রাজত্ব ও মূল্যবান পাথর রাখলেন। অন্য পাল্লায় নিজেদেরকে রাখলেন। যখন তারা মুক্তাকে নিজের থেকে মূল্যবান মনে করল তখন তারা মুক্তাকে ভাঙ্গতে অস্বীকার করলো। অনুরূপভাবে আমিও আকলকে দু'পাল্লায় ভাগ করেছি। এক পাল্লায় নিজ ও মুক্তাকে রাখলাম আর অন্য পাল্লায় আপনার হুকুমকে রাখলাম। আপনার হুকুম আমার নিকট মুক্তা ও নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছিল। তাই আপনার হুকুম পালনে আর দেরি করিনি। এখানে আমি এমনভাবে বলছি যে, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করতঃ ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা যেন আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করে। তখন ফেরেশতারা তাদের বুঝ শক্তি ও বিবেককে দু'পাল্লায় ভাগ করেছেন। এক পাল্লায় নিজেদেরকে, অন্য পাল্লায় আল্লাহর হুকুমকে রাখলেন। তারা আল্লাহর হুকুমকে নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলেন বিধায় হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করলেন।

অভিশপ্ত ইবলিশ শয়তান আযাযীল নিজের বুঝ শক্তি ও বুদ্ধিকে দু'পাল্লায় ভাগ করেছে। এক পাল্লায় নিজেকে ও অন্য পাল্লায় হযরত আদম আলাইহিস সালামকে রাখল। শয়তান নিজেকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের থেকে উত্তম মনে করেছিল। তাই সে আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে অস্বীকার করল। আর যুক্তি দিয়ে আল্লাহ তায়ালাকে বলল- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি হল মাটি থেকে। অনুরূপভাবে আদম আলাইহিস সালাম হল ঘনত্ব, আর আমি হলাম সূক্ষ্ম। এজন্য সূক্ষ্ম বস্তু ঘনত্বসম্পন্ন বস্তুকে কিভাবে সিজদা করতে পারে। শয়তান অহংকার করে আল্লাহর নাফরমানি করেছিল। তাই আল্লাহ তাকে দরবারে ইলাহী থেকে বের করে দিলেন।

গর্ব-অহংকার কি

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পাওয়া নিয়ামত সমূহের ব্যাপারে এ ধারণা করা যে, আমি বাস্তবে এটার হকদার এবং অন্যান্যদেরকে নিজের চেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট মনে করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা কাউকে ইলম দান করলেন সে তার ইলমের বড়াই করে জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে পাত্তাই দেয় না; বরং তাকে ঘৃনা করে। আর কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করেছেন। সে গরীবকে চোখে দেখে না। তাকে সেটার যোগ্যও মনে করে না। সে তার সংস্পর্শে আসতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন লোক উচ্চ বংশীয়। অন্যান্য লোকদেরকে নিজের থেকে ও নিজের বংশ থেকে কম মর্যাদাশীল মনে করে। আর যাকে আল্লাহ তায়ালা সৌন্দর্য্য দান করেছেন সে নিগ্রুকে ঘৃণা করে বা ঘৃণার চোখে দেখে। তাহলে এসব লোকের আমল গর্ব অহংকারের মধ্যে পড়ে। এভাবে কাজ করা ব্যক্তিকে অহংকারী বলা হবে।

এখন আপনাদের খেদমতে অহংকারের কয়েকটি ঘটনা পেশ করব।

প্রথম কাহিনী

প্রথম কাহিনী থেকে জানা যাবে, আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত সমূহের নিজেই হকদার মনে করা মারাত্মক ভুল। এ কাহিনীকে আমাদের সম্মানিত বুযর্গরা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও এ কাহিনী সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষণীয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় নবুওয়াতের যুগে আল্লাহর সাথে বিভিন্ন কথা বলার জন্য তুর পাহাড়ে যেতেন। একদা পথিমধ্যে একজন ইবাদতকারী বান্দার সাথে সাক্ষাত হল। সে ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিলে তিনি সালামের জবাব দিলেন। ইবাদতকারী বান্দা তাঁর কাছে গুজারিশ করল- হযরত! আপনি তো

আল্লাহর নবী। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে নিজের কলীম হিসেবে নির্বাচন করেছেন। আপনি প্রতিদিন আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য তুর পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে যান। আজ আমার জন্য একটু মেহেরবানী করবেন। আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করবেন আমার জন্য কি প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন? আমি আমার জীবনকে সর্বদা ইবাদতের মধ্যে রত রেখেছি। আমার জানা প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য কি প্রতিদান নির্ধারিত করে রেখেছেন? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, অবশ্যই আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আপনার বিষয়টি জিজ্ঞেস করব। তার সাথে ওয়াদা করে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে আরো এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হল। সে লোকটি বলল- হযরত! আপনি তো আল্লাহর নবী। আল্লাহ আপনাকে তাঁর কলীম নির্বাচন করেছেন। আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলে থাকেন। আমার উপর একটু মেহেরবানী করুন। আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি আমার জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করেছেন? আমি আমার জীবনে অনেক বড় বড় গুনাহ করেছি। আমার আশা নেই যে, আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। তারপরও আপনি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করবেন, আমার কি পরিণতি হবে? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার সাথেও ওয়াদা দিয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে পৌছে গেলেন। আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা হল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট আরজ করলেন- হে আসমান ও যমীনের মালিক! আপনার দু'জন বান্দা আপনার কাছে তাদের পরিণতির কথা জানতে চেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন- হে আমার কলীম! তোমার সাথে প্রথম যে ব্যক্তির সাক্ষাত হয়েছে সে বড় নেককার ও সৎ বান্দা। আমি সৎ বান্দা ও নেককারের জন্য জান্নাত তৈরী করে রেখেছি। যাও! তাকে এ সুসংবাদটি শুনিয়ে দাও। সে ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাত রেখেছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি মারাত্মক গুনাহগার আর গুনাহগারদের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। যাও, তুমি গিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলে দাও, আমি তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে রেখেছি। এটা শুনে হযরত মূসা কলীমুলাহ ফিরে আসলেন। পথিমধ্যে গুনাহগার ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- আমার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে কি ফয়সালা হয়েছে? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন- তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছেন। এটা শুনা মাত্র সে গুনাহগার বলল- আলহামদু লিল্লাহ! হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার জন্য, আপনি আমার মত পাপী বান্দার ব্যাপারেও ঠিক

মত খবর রাখেন। আমি মনে করেছি, আল্লাহ তায়ালা আমাকে একেবারে ভুলেই গিয়েছেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার কথা শুনে সেখান থেকে সামনের দিকে চলছিলেন। প্রথম সে নেককার সৎ বান্দার সাথে সাক্ষাত হল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- আমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কি ফয়সালা? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন- আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন। এটা শুনে সে বলল, কেন জান্নাত তৈরী করবেন না? সারা জীবন ইবাদতের মধ্যে রত ছিলাম। কোন দিন কখনও গুনাহর খেয়াল পর্যন্ত করি নি। তারপরও জান্নাত দেবে না কেন? আমি যেহেতু নেককার তার জন্যই জান্নাত। এটা শুনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেখান থেকে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আবার আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য তুর পর্বতে গেলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা বললেন- মূসা! আমি নেককার এবং গুনাহগারের ব্যাপারে ফায়সালা পরিবর্তন করে দিয়েছি। যে ব্যক্তি গুনাহগার ছিল তার জন্য জান্নাত এবং নেককার ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে দিয়েছি। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হতকাক হয়ে আরজ করলেন- হে আল্লাহ! এটার ভেদ কি? আল্লাহ তায়ালা বললেন- হে মূসা! গুনাহগার বান্দা আমার শোকরিয়া করেছে। শোকরিয়া আদায় করে অনুনয় বিনয় প্রকাশ করেছে। সুতরাং এ কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে জান্নাত দিলাম। আর যে ব্যক্তি নেককার ছিল সে ধোঁকায় পড়েছে, অহংকার-গর্ব করেছে। তাই তার কথা আমি অপছন্দ করেছি। আমি তার নেক আমলগুলো নষ্ট করে দিয়েছি। জাহান্নাম তার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি।

দ্বিতীয় কাহিনী

এখন আপনাদের সামনে সে ঘটনা পেশ করছি যা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের যুগে ঘটেছে। যখন তাঁর জাতীর উপর তুফান অবতীর্ণ হয়েছিল। এ ঘটনা হযরত আনাস রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, যে সময় হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নৌকার উপর আরোহন করেছিলেন তখন অভিশপ্ত ইবলিশও নৌকার এক কোণে বসেছিল। নৌকায় আরোহনকারী লোকদের সাথে পরিচয়ের এক পর্বে এক কোণে এক অপরিচিত লোককে দেখতে পেয়ে তার কাছে প্রশ্ন করলেন- আপনি কে? ইবলিশ বলল- অধম বান্দা আমার থেকে সবাই দূরে থাকতে চাই, এই অধমকে শয়তান নামে সকলেই চিনে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন-আপনি সে ভয়ংকর লোক যার থেকে ফানাহ চায় সবাই। বল, এখানে আসার সাহস কি করে হয়েছে? আমি কোন সেবা

করতে পারি? শয়তান বলল- হে নবী আল্লাহ! আপনি হলেন হযরত আদম ছফী উল্লাহর নায়েব এবং আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দা। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার তাওবার জন্য সুপারিশ করুন। এ কথা শুনে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার সামনে শয়তানের তাওবা কবুলের জন্য সুপারিশ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-এ অভিশপ্ত শয়তানের তাওবা শুধুমাত্র সে অবস্থায় কবুল হবে যখন সে হযরত আদম আলাইহিস সালামের কবরে সিজদা করবে। হযরত নূহ আলহিহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার পয়গাম অভিশপ্ত শয়তানের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। এ কথা শুনে অভিশপ্ত শয়তান বলল- হে আল্লাহর নবী! এ কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁর জীবদ্দশায় আমি সিজদা করি নি। এখন তার মৃত্যুর পর তাকে কিভাবে সিজদা করব। হে আল্লাহর নবী! এ কাজ কখনও করব না।[৬৬]

তৃতীয় কাহিনী

নিম্নবর্ণিত ঘটনা বোস্তাম শহরের এক অহংকারী নেতার। সে পূর্ণ ত্রিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত ছিল। অহংকারের রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়। পরিশেষে সে নেতা হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুলাহির খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল- হুযূর! আমি ত্রিশ বছর পর্যন্ত ইবাদতে অতিবাহিত করেছি; কিন্তু তার সুফল থেকে মাহরুম হলাম। তখন হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রাহমাতুলাহি আলাইহি বললেন- হে আল্লাহর বান্দা! ত্রিশ বছর খুবই কম, যদি তুমি তিনশত বছর পরিপূর্ণ ইবাদতে অতিবাহিত কর তারপরও তোমার ঝুলি খালি থাকবে, ভর্তি হবে না। নেতা জিজ্ঞাসা করল-কারণ কি? হযরত বায়েযীদ বোস্তামী বললেন- তোমার অন্তর গর্ব অহংকারে পরিপূর্ণ। তোমার অন্তর তাকাববুর রোগগ্রস্থ। নেতা জিজ্ঞাসা করল- এর কি কোন চিকিৎসা আছে? তিনি বললেন-অবশ্যই চিকিৎসা রয়েছে। নিজের নাফসকে মিটিয়ে দাও। আত্নঅহমিকা থেকে বিরত থাক, সঠিক পথে চলে আস তাহলে তোমার ইবাদতের ফল পাবে, বিলুপ্ত হবে না। জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন! শুন, নাপিতের নিকট গিয়ে দাড়ি, মোছ পরিস্কার করবে, তারপর নিজের দামি পোষাক ত্যাগ করে সাধারণ কাপড় পরে শরীর ডাকতে হবে। গলার মধ্যে ভিক্ষার ঝুলি ও আখরোট (ফল বিশেষ) ঝুলিয়ে নেবে। তারপর বোস্তাম শহরের অলি-গলিতে পায়ে হেঁটে বাচ্চাদেরকে বলে দেবে, যে আমাকে ঝাটা দিয়ে মারবে তাকে একটি ফল দেব। সুতরাং

৬৬। আব্দুর রহমান ছফূরী,নুজাহাতুল মাজালিস, পৃ.১২১

খোদার বান্দা! এটা এমন তদবিব যার কারণে তোমার নাফস বঞ্চিত লজ্জিত হয়ে যাবে এবং গর্ব অহংকার নিজ থেকে দূর হয়ে যাবে। তখন তোমার ইবাদতের প্রতিদান ও প্রতিফল মিলবে। কিন্তু সে বোস্তামের নেতা এ কাজের উপর আমল করতে সাহস করে নি। গর্ব অহংকারের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল।[৬৭]

ইবলিশ ও ফেরআউনের মধ্যকার কথোপকথন

এটা সে সময়ের কথা যখন ফেরআউন তার রাজত্বের সিংহাসনে বসে গর্ব-অহংকার করে খোদা দাবি করেছিল। সকলে তাকে খোদা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তারা ব্যতীত যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা খাস রহমত ছিল তারা খোদা মেনে নেয়নি। অধিকাংশ লোক তাকে খোদা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ফেরআউনের খোদায়ীত্বের চর্চা চলছিল। এ চর্চা যমীনের প্রতিটি জায়গায় প্রচার হয়েছিল। বদ্‌বখত ইবলিশ আযাযীলের কানের মধ্যেও এ ডংকা পৌছেছিল। শয়তান মানুষের রূপ ধরে ফেরআউনের দরবারে শরাফত হাসিল করতে হাজির হয়ে বলল- হুযূর! এ অধম বান্দা আযীমুশশান দরবারে দিদার লাভে ধন্য হতে এসেছি- যিনি খোদা হওয়ার এলান করেছে। ফেরআউন সাহেব মনে গর্ব অহংকার নিয়ে বলল- হ্যাঁ, অবশ্যই। শয়তান বলল- জাহাপনা! বান্দা অধম হুযূরের খোদা দাবি করার পরিপূর্ণতা দেখতে চাই। ফেরআউন উত্তর দিল- হে বদবখত বান্দা! তুমি আমার খোদায়ীর মধ্যে সন্দেহ করছো? আমার কাছে জাদুকরের মধ্য হতে এক হাজারের মত জাদুকর রয়েছে- যা আমার খোদা দাবি করার মুখ্য দলীল। শয়তান বলল- হুযূর! অধম বান্দা! আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, যদি আমাকে জাদুকরদের পরিপূর্ণতা দেখান। ফেরআউন তার জাদুকরদেরকে হুকুম দিল, যেন তাদের জাদুকরের কামালিয়াত দেখায়। জাদুকরেরা হুকুমের বাস্তবায়ন করল। নিজেদের কলাকৌশল দেখাতে লাগল। শয়তান কিছু এমন জাদু ছাড়ল, সবার কলাকৌশল মাটি হয়ে গেল। সকল জাদুকর শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করল। ফেরআউন লজ্জায় মাথা নত করে ফেলল। ইবলিশ ফেরআউনের প্রতি থাকিয়ে বলল- আমিও একজন জাদুকর, আমার জাদুর সামনে তোমার সকল জাদুকর বিফল হয়ে গেল। শয়তান বলল- আমি বেশী শক্তিশালী, এটি তোমার জাদুকর? ফেরআউন লজ্জিত হয়ে জবাব দিল- আপনার জাদু বেশী শক্তিশালী। শয়তান বলল, আমাকে বলতে দিন, আমি তো উঁচু দরজার একজন জাদুকর। একটু চিন্তা কর। আমি এত শক্তির অধিকারী হয়েও আল্লাহ তায়ালা আমাকে

[৬৭]। আব্দুর রহমান ছফূরী,নুজাহাতুল মাজালিস, পৃ.১২২

তার বান্দা মানতে অস্বীকার করে অহংকারের কারণে। আপনি এত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও খোদা দাবি কর। এ কথা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না।[৬৮]

সুলাইমান আলাইহিস সালামকে অদৃশ্য আহবানকারীর নসীহত

একদিন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর সৈন্যদেরকে জমায়েত করে হাওয়ায়ী তখতের উপর আরোহণ করেন। তখতকে হুকুম দিলেন- হে তখত! উপরের দিকে সফর কর। তখত উপরের দিকে উঠতে লাগল এত উপরে উঠে গেল যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ শুনতে পেল। তারপর তিনি তখতকে নিচে নামার হুকুম দিলেন। হুকুম পেয়ে তখত এমনভাবে নিচের দিকে ঝুকে পড়ল তাঁর দু'কদম মোবারক সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে লাগল। সেখানে একটি আহবান আসল, হে সৈন্যরা! শুন, যদি তোমাদের বাদশার অন্তরে সামান্য গর্ব অহংকার থাকে তাহলে এখনি ধ্বংস করে দেওয়া হবে।[৬৯]

একবার হযরত সুলাইমান আলাইহি সালাম নিজের হাওয়ায়ী সৈন্য বাহিনী নিয়ে সফররত অবস্থায় তাঁর অন্তরে একটি অনুভূতি জাগ্রত হল যে, আল্লাহ আমাকে কেমন পরিমাণ সম্মানে ভূষিত করেছেন। দুনিয়ায় কেউ আমার সমান হবে না। এ ধারণা আসা মাত্র তার তখতটি উল্টিতে লাগল। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ভীত হয়ে পড়ল। তখতকে বললেন- হে তখত! তোমার কি হল? তুমি কি কারণে আমার সাথে দূর্ব্যবহার করছো? আল্লাহর হুকুমে তখতের কথা বলার শক্তি আসল। তখত হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে বলল- হে সুলাইমান আলাইহিস সালাম! দুষ্টামী আমি করছি না; বরং আপনি করছেন। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার অন্তরে সঠিকতা থাকবে। এটা শুনে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নিজের অন্তর থেকে অহংকারী ধারণা বাদ দিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর প্রতি ধাবিত হলেন। তারপর তখত সোজা হয়ে গেলে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের স্বস্থির নি:শ্বাস আসলো।[৭০] কিমিয়ায়ে সা'দাতের এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হল, মানুষ যতই উঁচু দরজার হোক না কেন তারপর তাকে গর্ব অহংকার করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। আল্লাহর গোলামি থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা- এটা অনুনয় বিনয়ের পরিপন্থি।

[৬৮]। আব্দুর রহমান ছফূরী,নুজাহাতুল মাজালিস, পৃ.১২১
[৬৯]। আব্দুর রহমান ছফূরী,নুজাহাতুল মাজালিস, পৃ.১২০
[৭০]। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত. ৪৪২ পৃষ্ঠা।

গর্ব-অহংকারের বিভিন্ন প্রকার

গর্ব-অহংকার কয়েক প্রকার রয়েছে। প্রকার গুলো নিচে বর্ণনা করা হল। এক. আল্লাহর সাথে প্রতারণা করা, যেমনিভাবে নামরূদ এবং ফেরআউন নিজেই নিজেকে বড় মনে করেছে। আল্লাহ তায়ালার সমকক্ষ দাবী করেছে। দুই. নবীগণের সাথে প্রতারণা করা। যেমনিভাবে কোরায়শগণ প্রতারণা করে ইমান গ্রহণ করে নি। আর গুমরাহীর রাস্তার উপর চলেছে। তিন. আল্লাহর বান্দার সাথে প্রতারণা করা। বান্দার সাথে প্রতারণা করার অর্থ হল, তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এটি কুফরি আর সবচেয়ে মারাত্মক। প্রতারণার অনেক কারণ মধ্যে একটি ইলম, নিজের ইলমের উপর গর্ব অহংকার করা এবং অন্যের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার আশা করা। হাদীস শরীফে রয়েছে-

اَفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ

নিজেকে সম্মানিত মনে করা হচ্ছে ইলমের বিপদ। অধিক ইবাদতের কারণে এটা মনে করা যে, অন্যান্য লোকেরা আমার মত ইবাদত করে না। সুতরাং এ কারণে আল্লাহ তায়ালার নিকট অন্যান্য লোকের মর্যাদার চেয়ে আমার মর্যাদা উঁচু হবে। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাইলের মধ্যে এক ব্যক্তি যিনি বড় নেককার এবং ইবাদতি ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার উপর রহমতের ছায়া ছিল। একবার এক গুনাহগার ব্যক্তি তার সাক্ষাতে গিয়ে নিকটে বসে গেল। ইবাদতি বান্দা ধারণা করল, গুনাহগার বান্দার কি করে এত সাহস হল- আমার মত ইবাদতকারী ও নেককার ব্যক্তির সাথে বসে গেছে। একেবারে পাশে বসে গেছে। তাকে কিছু দূরে গিয়ে বলা হল। সে দূরে গিয়ে বসল। তখন নবীর উপর ওহী নাযিল করে বলে দেয়া হল, ইবাদতকারী এবং গুনাহগার ব্যক্তি উভয় যেন আজ থেকে নিজেদের স্ব-স্ব আমল নতুন করে শুরু করে। আমি আল্লাহ গুনাহগারকে তার নিরহংকারের কারণে ক্ষমা করে দিলাম। ইবাদতকারীর সমস্ত নেক আমল তার অহংকারের কারণে নষ্ট করে দিলাম।

হাসব ও নসব

নিজের বংশের চেয়ে অন্য বংশকে ছোট মনে করা অহংকার। ইদানিং প্রতারণা করার অন্যতম কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতি ও নিজেকে অন্যের থেকে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য অপচেষ্টা চালায়। এর থেকে বেঁচে থাকা আমাদের খুবই প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বংশ প্রতিপত্তির প্রতি লক্ষ্য করেন না। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তায়ালা জান্নাত তার মুত্তাকী বান্দার

জন্য তৈরী করেছেন। আর তা গোলাম হাবশী যা হোক না কেন। আর গুনাহগারদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। তারা কোরাইশ বংশভুক্ত হোক না কেন। সৌন্দর্য্য, আকৃতি, খুবসুরত, সুন্দর কারণে বেশীর ভাগ মানুষ অহংকারী হয়ে থাকে। মহিলাদের মধ্যে এ অভ্যাস বেশী। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- জাহান্নামের মধ্যে অধিকাংশ ফর্সা মহিলা কালো হয়ে যাবে।

ধন-সম্পদ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- তাদের জন্য খুবই মন্দ হবে এবং অতিসত্তর তাদেরকে ওই জিনিসের বেড়ী পরিধান করা হবে যা দ্বারা তারা কার্পণ্য করেছে।

শক্তি-সামর্থ্য

নিজের শক্তির উপর গর্ব না করা উচিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- বেহেশতের মধ্যে দুর্বল বেশী শক্তিশালী হয়ে যাবে আর জাহান্নামের মধ্যে বেশী শক্তিশালী লোক দুর্বল হয়ে যাবে।

পরিবার এবং সন্তান সন্ততি

সন্তান সন্ততিরাও গর্ব অহংকারের কারণ হয়ে থাকে। অথচ হাশরের দিনে সন্তান সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- কিয়ামতের দিনে সম্পদ কোন উপকারে আসবে না। সন্তান সন্ততিও কোন উপকার দেবে না। কিন্তু যারা আল্লাহর নিকট কলবে সলীম নিয়ে হাজির হতে পেরেছে। তারাই কিয়ামতের দিনে উপকৃত হবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আমাদের উচিত গর্ব অহংকারের এসব প্রকারের প্রতি খেয়াল রাখা এবং এগুলো থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এগুলো পালন করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

কিছু সম্মানিত বস্তুর মর্যাদার কারণ

ছয়টি জিনিসের ফযিলতের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অনুনয় বিনয় করেছে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের এ অনুনয় বিনয়ের কারণে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। ছয়টি জিনিস[৭১] নিচে দেওয়া হলো।

১) জুদী পাহাড়

হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তুফানের সময় আল্লাহ তায়ালা সকল পাহাড়ের সাথে কথা বলেছেন, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এবং মুমিনদের নৌকা আমি কোন একটি পাহাড়ের উপর রাখতে চাচ্ছি। এটা শুনে সকল

[৭১]। দুররাতুন নাছিহীন এর উদ্ধৃত অনুবাদ, কুররাতুল ওয়ায়েজীন, ২য় খন্ড,পৃ.৬২

পাহাড় গর্ব অহংকার করেছিল। কিন্তু জুদী পাহাড় অনুনয় বিনয় প্রকাশ করে বলেছে আমাকে এমন সম্মানে ভূষিত করেছেন যে, আল্লাহর তায়ালা হযরত নূহ আলাইসি সালামের নৌকা আমার উপর অবতরণ করাবেন। তাই এই অনুনয় বিনয়ের কারণে আল্লাহ তায়ালা জুদী পাহাড়ের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। নৌকা নোঙ্গর করেছে সে পাহাড়ে গিয়ে। এ ঘটনার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা তার স্বীয় কালামে সূরা হুদ'র ৪৩ নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন-

وَهُوَ جَبَلٌ بِاَحْسَنِ الْجَزِيْرَةِ بِقُرْبِ الْمُوْصِلِ فَقَالَتْ الْجِبَالُ يَا رَبَّنَا لِمَ فَضَّلْتَ الْجُوْدِىْ عَلَيْنَا وَهُوَ اَصْغَرُنَا فَقَالَ اللهُ اَنَّهُ تَوَاضَعَ لِىْ وَاَنْتُمْ تَكَبَّرْتُمْ وَحَقٌّ عَلَىَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِىْ رَفَعْتُهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعْتُهُ

জুদী পাহাড় আরব দ্বীপের ইরাকের মোসেল শহরে অবস্থিত। অন্যান্য পাহাড় আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করল- হে আমাদের রব! কেন এ জুদী পাহাড়কে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছ? অথচ তা সবচেয়ে ছোট্ট। আল্লাহ উত্তর দিয়েছেন- আমার প্রতি বিনয় প্রদর্শন করেছে আর তোমরা অহংকার করেছ। আমার শান হল- যে আমার প্রতি বিনয় প্রদর্শন করবে আমি তাকে উঁচু মর্যাদা দান করি আর যে অহংকার করে তাকে অপদস্ত করি।

তুরে সীনা

দ্বিতীয় হল সীনা পাহাড় যাকে আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য পাহাড়ের উপর মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সকল পাহাড়কে বললেন, আমি তোমাদের মধ্য হতে কোন পাহাড়কে আমার প্রিয় বান্দা কথা বলার জন্য নির্বাচিত করব। একথা শুনে সব পাহাড় গর্ব অহংকার করেছিল। কিন্তু সীনা পাহাড় অনুনয় বিনয়ের সাথে বলল, আমি কেমন পাহাড় যে, আল্লাহ তায়ালা আমার মত অধম পাহাড়ের উপর জলওয়া দিয়ে স্বীয় বান্দার সাথে কথা বলবেন। একথা আল্লাহ তায়ালার পছন্দ হল। তাই তাকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলার জন্য নির্ধারণ করলেন।

মাছ

আল্লাহ তায়ালা সকল মাছকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদের কারো পেটে আমার নবী হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালামকে রাখব। এ কথা শুনে সব মাছ গর্ব অহংকার করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একটি মাছ খুবই অনুনয় বিনয়ের সাথে বলল যে, আমি কেমন যোগ্য মাছ, আল্লাহ তায়ালা তার

এক বান্দাকে আমাদের পেটে রাখবে। এ কথা আল্লাহর পছন্দ হয়েছে বিধায় তাকে ইজ্জত দান করে হযরত ইউনুচ আলাইহিস সালামকে তার পেটে আমানত রাখলেন।

মৌমাছি

আল্লাহ তায়ালা সব পাখীকে বললেন, তোমাদের মাঝে মানুষের পান করার জিনিস রাখতে চাই। এ কথা শুনে পাখীরা গর্ব অহংকার করল। কিন্তু মৌমাছি খুব বিনয়ের সাথে বলল, আমি কেমন যোগ্যতা সম্পন্ন, আমার মত অধম ও কমবখতের মাঝে মানুষের পান করার জিনিস আমানত রাখবে। তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট মৌমাছির এ অনুনয় পছন্দ হল। মধুর মত মূল্যবান পানীয় তার কাছে আমানত রেখে সম্মানিত করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন আমি খলীলুল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধু। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? তখন তিনি উত্তরে বললেন- আমি কালীমুল্লাহ। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করা হল- তুমি কে? তিনি বললেন- আমি রুহুল্লাহ। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ 'র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কে? তখন নবী করীম ﷺ বললেন- আমি একজন ইয়াতিম। সুতরাং এই অনুনয় বিনয়ের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্যান্য নবীগণের চেয়ে বেশী সম্মানে ভূষিত করেছেন।

বিনয়ী মুমিন

মুমিন বান্দা যার কাছে অনুনয় বিনয় আছে আল্লাহ তাকে পরকালে এবং ইসলামের মধ্যে ইজ্জত দান করেন। তার সীনা ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং তারা আল্লাহর নূরে আলোকিত হয়ে থাকবে।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা

যখন নবী করীম ﷺ মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়ে পৌছলেন। তখন বড় বড় নেতারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের লাগাম ধরে তাদের বাড়িতে নিয়ে নেয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত হল। কিন্তু নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন- তোমরা উটকে ছেড়ে দাও। ঐশীভাবে যেখানে হুকুম হবে সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে। নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হল। আর উট সামনের দিকে চলতে লাগল। যার ঘর অতিক্রম করে সামনের দিকে চলে যায় সে পেরেশান হয়ে যায়। বলছে যদি আমার কাছে ধন

সম্পদ থাকতো তাহলে আজকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমার ঘরে মেহমান হতেন। পরিশেষে উট চলতে চলতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহুর ঘরে গিয়ে বসে গেলেন। তাকে উঠার জন্য বাধ্য করা হলেও সেটা সেখান থেকে উঠছে না। সে সময় হযরত জীব্রাইল আলাইহিস সালাম তাশরীফ এনে বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! আপনার অবস্থান এখানেই। যে সময় আপনি মদীনা শহরে প্রবেশ করছেন সে সময় লোকেরা নিজেদের ঘরগুলোকে বিভিন্ন সাজে সুসজ্জিত করেছে এবং সুন্দর সুন্দর জিনিসের মাধ্যমে সজ্জিত করেছে। গর্ব-অহংকার করেছে যে, আজকে নবী করীম ﷺ আমাদের ঘরে মেহমান হবেন। কিন্তু আল্লাহর বান্দা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু নিজে মনে মনে চিন্তা করেছেন, আমার মত এ গরীব লোকের ঘরে আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর মাহবুবকে অবতরণ করেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তার অনুনয় বিনয় পছন্দ করে স্বীয় হাবীবকে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘরে অবতরণ করে দিলেন।[৭২]

নবী ﷺ 'র অমীয় বাণী

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখন আপনাদের সামনে কয়েকটি হাদীস পেশ করছি।

প্রথম হাদীস

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ

যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ গর্ব-অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৭৩]

এ হাদীসের মধ্যে গর্ব-অহংকারের মারাত্মক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে বলে দিলেন, অহংকারী ব্যক্তি কখনও জান্নাতে যাওয়ার আশা করতে পারে না। বরং হাশরের দিন তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করা হবে।

দ্বিতীয় হাদীস

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ

[৭২]। কুররাতুল ওয়াযেযীন, খ.২, পৃ.৬০

[৭৩]। ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, মুসলিম শরিফ, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী,মিশকাত, পৃ.৪৩৩

যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ইমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

তৃতীয় হাদীস

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ شَيْخٌ زانٍ، ومَلِكٌ كَذَّابٌ، وعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

তিন ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না। ক) ব্যভিচারী বৃদ্ধ। খ) মিথ্যুক বাদশা ও গ) অহংকারী মুখাপেক্ষী মানুষ।[৭৪]

চতুর্থ হাদীস

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُولَسُ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ

কিয়ামতের দিন অহংকারীদের শরীর পিঁপড়ার মত ছোট্ট হবে। আর আকৃতি হবে মানুষের মত এবং তাদের উপর অপমানের ছায়া পড়বে। ফেরেশতাগণ তাদের বেঁধে নিয়ে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করবে যার নাম হবে বূলশ। যাদের মাথার উপর জাহান্নামের আগুন থাকবে এবং জাহান্নামীদের পুঁজ, বমি তাদেরকে পান করানো হবে যাকে তিনাতুল খাবাল বলা হয়।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখন আমি মিশকাত শরীফ থেকে চারটি হাদীস বর্ণনা করেছি তার মধ্যে তিনটি মুসলিম শরীফ থেকে গ্রহণ করেছি এবং চতুর্থ হাদীসটি তিরমিযী শরীফ থেকে বর্ণনা করেছি। আরো একটি হাদীস বর্ণনা করছি।

পঞ্চম হাদীস

إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ هَبْهَبٌ، حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُسْكِنَ فِيهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

[৭৪]। ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী, মুসলিম শরিফ, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৪২৩

নিশ্চয় জাহান্নামের মধ্যে একটি উপত্যকা রয়েছে যার নাম হল হাবহাব। আল্লাহর হক হল সেখানে প্রত্যেক অহংকারীকে স্থান দেবেন।[৭৫]

এটাকে হযরত আবুল ই'য়ালা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, প্রথম প্রকারের হল যার মধ্যে প্রত্যেক গুনাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানুষ কুপ্রবৃত্তির ফাঁধে পড়ে বেখেয়ালীপনা কোন কাজ করলে তাওবা করার পর তা কবুল হয়। যেমনিভাবে হযরত আদম আলাইহিস সালামের হয়েছিল। তাওবা করার পর তাওবা কবুল হয়েছে। গুনাহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার হল-যা গর্ব-অহংকারের কারণে প্রকাশ পায়। এমন গুনাহ খুবই মারাত্মক। এ গুনাহর তাওবা কবুল হওয়ার আশা করা যায় না।

মুসলিম ভাইয়েরা! প্রমাণিত হল, গর্ব-অহংকার বড় ধরনের গুনাহ। এজন্য আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ নিজেই তা ঘৃণা করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ 'র বাণীগুলো এখন আলোচনা করেছি। এরপর আল্লাহ তায়ালার বাণীসমূহ আলোচনা করছি।

আল্লাহর বাণী, কুরআন করীমে আছে-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে হযরত আদম আলাইহি সালামকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীশ শয়তান ব্যতিত সবাই সেজদা করল। সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অংহকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত রয়ে গেল।

অনুরূপভাবে আল্লাহ ইরশাদ করেন

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

তারা (পয়গাম্বরগণ) ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অহংকারী অবাধ্য ব্যর্থ কাম হল।[৭৬]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

[৭৫]। জাওয়ায়ের, পৃ.১৯৮
[৭৬]। আল কুরআন, ১৪:১৫

এমনিভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী- স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর করে দেন।[৭৭]

অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন-

وَقَالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

মূসা আলাইহিস সালাম বললেন,যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি।[৭৮]

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارَ

গর্ব-অহংকার আমার ছাদর আর মহত্ব। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু'টি নিয়ে টানাটানি করবে তাকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন যা হাদিসে কুদসী।

মোদ্দাকথা, মানুষ জানে না যে, সে আল্লাহ তায়ালার জাতের মধ্যে অংশীদার সাব্যস্ত করছে। এমন করা প্রকাশ্যভাবে ফেরআউনের কাজ এবং ইসলাম বিরোধী। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে এ কবীরা গুনাহ থেকে রক্ষা করেন। আমীন!

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

[৭৭]। আল কুরআন, ৪০:৩৫
[৭৮]। আল কুরআন , ৪০:২৭

পঁচিশতম ভাষণ

আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা

খোদার নিয়ামতের শুকরিয়া করা মানে আল্লাহর শোকরিয়া করা।

وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

আল্লাহর নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক।[৭৯]

শোকরিয়া আদায় করা ধর্মের মূলভিত্তি

শোকরিয়া করা পুরাপুরিভাবে ধর্মের মূলকথা। বরং এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, শোকরিয়া করা তাওহীদ এবং পরকাল বিশ্বাসের রাস্তা উম্মুচনকারী। শোকরিয়া তাওহীদ ও পরকালের রাস্তা উম্মুচনকারী হওয়ার দাবী কোন মাজযুবের অপলাপ নয়; বরং এ দাবী আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তার। তিনি স্বীয় কালামে পাকে বলেছেন।

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَ كَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيْماً

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবে। যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় কর এবং ইমান আন। আর আল্লাহ তায়ালাই শোকরিয়া কবুলকারী সর্বজ্ঞ।[৮০]

এ আয়াতে করীমে বর্ণনা করা হলো اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা শোকর আদায় কর এবং ইমান আন। ইমানের পূর্বে শোকরের আলোচনা করায় বুঝা যায় যে, শোকর হল ইমানের আযিমুশশান মজবুত ভিত্তি। ভিত্তি ঠিক থাকলে ইমানের ঘর নির্মাণ করা যাবে। অন্যথায় সম্ভব নয়। কেননা শোকর এমন শক্তি যা অন্তরে সঞ্চারিত হয়। তাই দাবিটা একেবারে শুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। শোকর তাওহীদ ও রিসালতের নির্ভরযোগ্য রাস্তার উম্মুচক। এই দাবী কিয়ামত পর্যন্ত অটল থাকবে। এটা পাহাড়ের মত অবিচল ও সূর্যের মত উজ্জ্বল।

৭৯। আল কুরআন, ১৬:১১৪
৮০। আল কুরআন, ৪:১৪৭

আল্লাহ তায়ালার শোকর কোরআনে পাকে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই এটির নাম সূরা শোকর। কুরআন মাজীদে সতর্কতা আরোপ করা হয়েছে যে, ধর্মের সকল প্রারম্ভিকায় রয়েছে শোকর। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, পরিশুদ্ধ আমলসমূহ বিশ্বাসের মূল চালিকাশক্তি হল শোকর। এ কারণে সূরা শোকর বা ফাতিহাকে কুরআনের মূল বলা হয়। বস্তুতঃ তা দীন-দুনিয়ার চাবি হওয়া ছাড়াও কুরআনের সারমর্ম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মূল।

শোকর দীন-দুনিয়ায় উন্নতির চাবিকাঠি

যেহেতু শোকর দীনের সকল প্রারম্ভিকার মূল চালিকাশক্তি ও বুনিয়াদ। শোকর দীন-দুনিয়ার তরক্কীর সোপান। যদি আমরা অতীত মুসলমানদের প্রতি একটু নজর দিই তাহলে বুঝতে পারব যে, অতীতের মুসলমানগণ সারা জাহানের মুসলমানের জন্য সফলতার মূর্তপ্রতীক। ততদিন পর্যন্ত তারা উন্নতির শিখরে আরোহিত ছিলেন যতদিন শোকরকে ইসলামী জীবনের জন্য রহমত আর তা ত্যাগ করাকে বরবাদী এবং ধ্বংস মনে করেছিল। কিন্তু যখন আস্তে আস্তে তারা হাকীকত থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল তখন তাদের উচ্চ মর্যাদা, আজমতে শান এবং রাজত্ব মাটি হয়ে গেল। আজকের মুসলমান জাতি বিশ্বে লাঞ্ছিত কেন? আজ মুসলমান জাতির আজমত-উচ্চ মর্যাদার কাহিনী শুধুমাত্র কিতাবে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে কেন? শেষ পরিণাম তাদের আজমতের নিশানাও কি থাকবে না। শেষ পর্যন্ত অতীত মুসলমানের কেন মহান বাদশাহী মুসলমান রইল না। কেন তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেল? এর পিছনে মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র ঘাটতি হল ইমানের মূল শোকরের। তাই আজ মুসলমানগণ চিন্তা-ফিকির ছেড়ে এক আশ্চর্যজনক অবস্থার শিকার। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কালামে পাকে তের পারা সূরা ইব্রাহীমে ইরশাদ করেছেন

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْد

স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক শুনিয়ে দিয়েছেন সে কথা যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় কর তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি নাশোকরিয়া কর (তাহলে মনে রেখ) আমার শাস্তি খুবই মর্মন্তুদ।[৮১] উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবে ইরশাদ করেছেন যে, দুনিয়ায় শুধুমাত্র সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের অধিকারী হতে পারবে

৮১। আল কুরআন, ১৪:৭

যারা শোকর আদায় করে ধন্য হয়েছে। আর যে ব্যক্তি শোকরিয়া আদায় ছেড়ে দিয়েছে সে লোকের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার এ কানুন কখনও পরিবর্তনযোগ্য নয়। কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য বলবৎ থাকবে। এতে কোন ব্যক্তি এবং কোন জাতিকে বাদ দেয়া হয় নি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلاً

আপনি কখনো আল্লাহর নিয়মকে পরিবর্তনীয় পাবেন না।[৮২]

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় না কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শোকরিয়ার মুখাপেক্ষী নন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার শোকরিয়া আদায় না করা পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা শোকরিয়া আদায় কর তাহলে সেটা তোমাদের জন্য পছন্দ করেন। আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তোমাদের বলে দেবেন যা তোমরা করেছো। নিশ্চয় তিনি অন্তরের খবর রাখেন।[৮৩]

উপরোল্লেখিত আয়াত দ্বারা একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার সকল কাজ হিকমত থেকে খালি নয়। আর আল্লাহ তায়ালার অগণিত নিয়ামতের হকদার শুধুমাত্র সে সকল লোক যারা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। তারাই আল্লাহর নাশোকরিয়া থেকে বিরত থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত প্রাপ্তির মাধ্যম হল শোকরিয়া আদায় করা। যদি এরূপ না হয় তাহলে মানুষ পরবর্তী জীবনে কামিয়াবি অর্জন করতে পারে না। দুনিয়ায় কোন উচ্চ আসনে আসীন হতে পারে না। কোন উচ্চ মর্যাদা অর্জনকারী হতে

৮২। আল কুরআন, ৪৮:২৩

৮৩। আল কুরআন, সূরা যুমার:৭

পারে না। বর্ণনাকৃত আয়াতে নির্যাস বর্ণনার পরে আর কোন বিশ্লেষণের অবকাশ থাকতে পারে না। কেননা এ আয়াতে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি তোমরা নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় কর তাহলে আমি তোমাদের নিয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আল্লাহ তায়ালা নাশোকরকারীকে পছন্দ করেন না। আর যাকে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন তাকে ইহ ও পরকালে অপমানের পোশাক পরিধান করিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি শোকরিয়া আদায় করে থাকে আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেন। উপরোল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দীন দুনিয়ার সকল উন্নতির চাবিকাঠি ও মূল হল শোকর আদায় করা।

শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! শোকরের গুরুত্ব এ কথা থেকে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ অনুযায়ী শোকর ইমানের মূল। এছাড়াও শোকরের গুরুত্ব বুঝা যায় যে, জগতের আসমান যমীনের প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করে থাকে। কায়েনাতের অনু-পরমাণু তাঁর প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় করছে। নিচে সে প্রসংগে আরো একটি আয়াতে করীমা পেশ করছি- যার থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বভূমন্ডলের প্রত্যেক অনু-পরমাণু সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায়ে মশগুল রয়েছে। পনের পারার একটি আয়াত পেশ করছি।

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا-تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

তার পাক পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তার বড়ত্ব বর্ণনা করছে। সাত আসমান ও সাত যমীনে এমন কোন জিনিস নেই যা তার পবিত্রতা বর্ণনা করে না। হ্যাঁ, তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতেছো না। নিশ্চয় তিনি সহিষ্ণু ক্ষমাশীল।[৮৪]

আল্লাহ একুশ পারায় ইরশাদ করেন-

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ

৮৪। আল কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল :৪৩-৪৪

সব কিছু তারই জন্য যা আসমান ও যমীনে রয়েছে। সব কিছু তার আজ্ঞাবহ।[৮৫]

আঠার পারায় ইরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

অর্থাৎ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি তা দেখেন নি যে, আসমান- যমীনে যা কিছু আছে তারা ও উরন্ত পাখি তার পাখা বিস্তার করতঃ সকলেই আল্লাহ তায়ালার নামায ও মহিমা প্রকাশ করছে। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন।[৮৬]

অনুরূভাবে সাতাইশ পারায় সূরা হাদীদ এর মধ্যে ইরশাদ করেন-

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সাবাই আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আসমান এবং যমীনের রাজত্ব তারই জন্য। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।[৮৭]

আটাইশ পারায় ইরশাদ করেন-

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করছে আসমান এবং যমীনের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে। তিনি পবিত্রতম বাদশা মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৮৮]

বর্ণনাকৃত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালার হামদ এবং ছানা শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার সীমানা আসমান-যমীন প্রত্যেক জিনিসের উপর। প্রত্যেক অনু-পরমাণুর উপর প্রযোজ্য।

৮৫। আল কুরআন, সূরা রুম:২৬
৮৬। আল কুরআন, সূরা নূর:৪১
৮৭। আল কুরআন, সূরা হাদীদ:১-২
৮৮। আল কুরআন, সূরা জুমা:১

প্রত্যেক নিয়ামতের উপর শোকরিয়া করা ওয়াজিব

আল্লাহর প্রত্যেক নিয়ামতের উপর শোকরিয়া করা উচিত। আর তা সকল মানুষের উপর সদা সর্বদা অবর্তিত। আর মানুষ চাইলেও এর মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারবে না। যেমন মানুষ যদি বৃষ্টিকে হুকুম দেয়, হে বৃষ্টি! হে মেঘ বৃষ্টি দাও, তাহলে কি বৃষ্টি বর্ষিত হবে? না কখনও হবে না। আর আল্লাহর হুকুমে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা হুকুম দেবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত গাছের মধ্যে ফুল আসবে না। হ্যাঁ, মানুষ যতই চেষ্টা করুক। মানুষ দিন-রাতে পরিচালিত তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী। চিন্তা কর! মানুষ এ সব নিয়ামত যার হাত ধরে লাভ করুক না কেন সবকিছুর মূলে আল্লাহ। তার উপর ওয়াজিব হবে সব নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা। যাতে আল্লাহর নিয়ামতের আরো বেশী হকদার হয়। একথা তো একেবারে কম জ্ঞানী ব্যক্তিও বুঝতে পারে যে, সে অদৃশ্য সত্ত্বা আল্লাহ মানুষের উপর স্বীয় নিয়ামতের দরজাসমূহ খুলে দেন। কেউ মেনে নিক বা না নিক। মুসলমান জাতি প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহ তায়ালা। তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ ﷺ 'র উপর যে পাক কালাম নাযিল করেছেন তার চৌদ্দ পারায় সূরা নাহাল এর মধ্যে তাঁর সব নিয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। পরিশেষে ইরশাদ করেছেন বুদ্ধিমান লোক তারা- যারা আমার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করে। আর আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে নিয়ামতসমূহ আমি তোমাদেরকে দান করেছি সে সব নিয়ামতকে তোমরা অর্জন করতে অক্ষম। এসব নিয়ামতসমূহের জন্য তোমাদের শোকরিয়া আদায় করা উচিত। আমার উপর যেন এ নিয়ামতসমূহের দরজা তোমাদের জন্য খোলা থাকে। আর তোমরা এর থেকে বঞ্চিত না হও। চৌদ্দ পারায় ইরশাদ হচ্ছে

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ - يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ - وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ- وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا

مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

তিনিই যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষন করেন। যার থেকে তোমরা পান কর। এর থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। যাতে তোমরা পশুচারণ কর। এই পানি দ্বার উৎপাদন করেন ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর, ও সর্বপ্রকার ফল। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্যে। তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকাসমূহ তার হুকুমের আওতাধীন করেছেন। নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নির্দশনাদী রয়েছে। আর তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যেসব রং বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সে গুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার আপনি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লার কৃপা অন্বেষণ কর ও তাতে তার অনুগ্রহ শিকার কর।[৮৯]

উপরোল্লোখিত আয়াতে করীমা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা অগণিত নেয়ামত দিচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালার অগণিত নিয়ামত রয়েছে। তিনি আমাদের থেকে চান যে, আমরা যেন সেই নিয়ামতের শোকরীয়া আদায় করি। যাতে আরো বেশী নিয়ামত অবতীর্ণ হয়। আর আমরা সৃষ্টির্কতা, নিয়ামতদাতার শোকরীয়া আদায় করি, কৃতজ্ঞ হই। আরো একটি জায়গায় আল্লাহ তায়ালা. ইরশাদ করেন মানুষকে আমি নিয়ামত দান করছি যেন তারা শোকরীয়া আদায় করে।

পঁচিশ পারা সূরা জাসিয়া এর নিম্নবর্ণিত আয়াত উল্লেখ করা হল।

اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আল্লাহ তায়ালা যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন এতে তার হুকুমে নৌকা চলাচল করে আর এজন্য যে, তোমরা তার অনুগ্রহ ফজল তালাশ কর এবং তার জন্য শোকরিয়া আদায় কর।[৯০]

৮৯। আল কুরআন, সূরা নাহল:১০-১৪
৯০। আল কুরআন, সূরা জাসিয়া:১৬

শোকরিয়া আদায়কারীকে আল্লাহর সহযোগীতা

এ পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ামতের হকদার সে ব্যক্তি যে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। যে ব্যক্তি শোকরিয়া আদায় করবে বস্তুত দুনিয়া-আখিরাতে উভয় জগতে আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের স্বাদ পাবে।

সাতাইশ পারা সূরা কামার এর মধ্যে ইরশাদ করেন

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ - إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ - نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

হযরত লূত আলাইহিস সালামের জাতিরা স্বীয় রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। নিশ্চয় আমি তাদের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। শুধু হযরত লূত আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গ ছাড়া আমি অন্যদেরকে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আমার যাদুতে তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত প্রদান করে।অনুরূপভাবে শোকর আদায়কারীকে।[৯১]

এ আয়াতে করীমা থেকে দু'টি কথা প্রকাশ পায়। এক. যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় না করে ধবংস তাদের জন্য নির্ধারিত। যেরূপ হযরত লূত আলাইহিস সালামের জাতিরা নাশোকরী করার কারণে ধবংস হয়ে গিয়েছিল। হযরত লূত আলাইহিস সালামকে আল্লাহর রাসুল হিসেবে মেনে নেয় নি। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর কঠিন আযাব নাযিল করে তাদেরকে ধবংস করে দিলেন। দুই. যারা আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহ নাযিল করেন এবং তাদেরকে সর্ব প্রকারের বিপদাপদ থেকে হেফাযত রাখেন। যেভাবে হযরত লূত আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গকে শিলা বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছিলেন। কারণ তারা আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করেছিল এবং তাঁর রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নি। এ দু'টো কথা ছাড়া উপরোক্ত আয়াত করীমা থেকে আরো একটি কথা বোধগম্য হয় যে, আল্লাহ তায়ালা শোকর আদায়কারীর পক্ষ থেকে না শোকরকারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। আল্লাহওয়ালাদের দুশমনরা আল্লাহ তায়ালারও দুশমন হয়ে যায় এবং শোকরিয়া আদায়কারী বন্ধুরাও আল্লাহ তায়ালার বন্ধু হয়ে যায়।

৯১। আল কুরআন, সূরা কামার:৩৩-৩৫

পরকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য

এ কথা প্রমাণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করবে দুনিয়ায় তাদের জন্য রয়েছে বিজয় আর বিজয়। কিন্তু শোকরিয়া আদায়কারীর জন্য শুধুমাত্র দুনিয়ায় বিজয় নয়; বরং পরকালেও তার জন্য রয়েছে বিজয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হল- বিজয় শোকর আদায়কারীদের কদম বুছি করে।

চতুর্থ পারা সূরা আলে ইমরান এর মধ্যে ইরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

কেউ আল্লাহর হুকুম ব্যতিত ম"ত্যু বরণ করতে পারে না। সে জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। যে দুনিয়ার বিনিময় চাইবে, আমি তাকে তা দান কবর। আর যে পরকালের কামিয়াবী চাইবে আমি তাকে দান করে থাকি। যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেব।[৯২]

এ আয়াতে শোকর আদায়কারীর জন্য আল্লাহ তায়ালার দানের কথা বলেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে কি দান করবেন? তিনি অফুরন্ত ভান্ডারের মালিক। তাই তিনি অগণিত রহমত দিয়ে থাকেন। এত দান করেন যা ধারণা করা সম্ভব নয়। চৌদ্দ পারায় ইরশাদ করেন-

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মুসলিম জাতির পিতা। আল্লাহ তায়ালার একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা ছিলেন। তিনি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। শোকরিয়া আদায়কারী হিসেবে আল্লাহ তাকে নির্ধারিত করেছেন এবং সহজ সঠিক পথ দেখালেন। আমি তাকে দুনিয়ার মধ্যে কল্যাণ দিয়েছি। আর পরকালে ও কামিয়াবী দান করেছি।[৯৩]

[৯২]। আল কুরআন, সূরা আল ইমরান:১৪৫
[৯৩]। আল কুরআন, সূরা নাহল:১২০-১২২

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! উপরোল্লেখিত আয়াতে বলা হল- হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা শোকরিয়া আদায় করার কারণে দুনিয়ায় বিজয় দান করেছেন এবং পরকালেও স্বীয় দান বলবৎ রাখবেন।

মোদ্দকথা- শোকর মানুষের তরক্কীর মাধ্যম ও উচ্চ আসনে আসীন হওয়ার ভিত্তি। যে ব্যক্তি শোকরিয়া আদায় করা থেকে বিমুখ হবে না সে দুনিয়া এবং আখিরাতে কামিয়াবী হবে। আর যারা নাশোকরী করবে তাদের জন্য উভয় জাহান ধবংস।

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

ছাব্বিশতম ভাষণ

পোশাক-পরি'চ্ছদ পরিধান করা

আল্লাহ বলেন

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

হে আদম সন্তান! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এবং যা হবে ভূষণ। তাকওয়ার পোশাক, তা সবচেয়ে উত্তম। এটা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সমূহের অন্যতম। এতে আশা করা যায় যে,তা উপদেশ গ্রহণ করবে।[৯৪]

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আজকের পোশাক-আশাক দেখে অন্তর ভেঙ্গে যায়। পোশাকের ব্যাপারে নির্দেশনা তুলে ধরা দরকার। তাই আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি পোশাকের ব্যাপারে কিছু আদব ও মাসআলা বর্ণনা করব। এমনভাবে বর্ণনা করব যাতে পোশাক পরার পদ্ধতিসহ আদব এবং মাসআলা জানা যায়। পরিতাপের বিষয় আমরা মুসলমান হয়ে ইসলামী লেবাসের নিয়ম-নীতি জানি না। আরে আমাদের গর্দানে ও মুখে কালিমা লেপন হচ্ছে। লজ্জার বিষয়, কিভাবে লজ্জাকে ত্যাগ করেছে মানুষ। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে না থেকে জ্ঞান সমুদ্রে পাড়ি দিই। আসুন আমরা সকলে মিলে এ সংকট থেকে উত্তোরণের চেষ্টা করি। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাকের আদব ও মাসআলা-মাসাইল জেনে নেই। আর এর উপর আমল করার চেষ্টা করি।

পোশাকের প্রয়োজনীয়তা

আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা অগণিত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। রোযে আযল থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মাখলুকের জন্য পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়েছেন সেহেতু তাদের জন্য স্বাতন্ত্র্য পোশাক নির্ধারণ করেছেন। এ পোশাকের দু'টি উদ্দেশ্য।

[৯৪]। আল কুরআন , সূরা আরাফ:২৬

এক, পোশাকের দ্বারা নিজের সতর ঢাকা আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য্য। স্বাতন্ত্র্যভাবে পোশাক অবতীর্ণ করার মধ্যে আরো একটি উদ্দেশ্য হল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিদ্যা বুদ্ধি দান করে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তাই আকলের ভিত্তিতে মানুষ তার পোশাকেও স্বাতন্ত্র্যতা ফুটে উঠার জন্য এ ব্যবস্থা। উদাহরণ স্বরূপ পোশাক বেশী পুরাতন হলে নতুন আরেকটি সেলাই করতে পারবে। ময়লা হয়ে গেলে পরিস্কার করতে পারবে। যেহেতু সকল প্রাণি এমন করতে পারবে না। কেননা তাদের জীবনযাপনের নিয়ম কানুন মানুষের নিয়ম কানুন থেকে পৃথক। বিশেষ করে যদি তারা আলাদা পোশাক রাখতো তা পেটে গেলে তারা নতুন আরেকটি পোশাক কোথ থেকে নিত এবং কিভাবে নিতো? যেহেতু মানুষ বাজার থেকে টাকা দিয়ে নতুন পোশাক ক্রয় করে নিতে পারে। তাই আল্লাহ তায়ালা মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ করে মানুষকে বের করেছেন। স্বাতন্ত্র্য পোশাক দান করেছেন। আঠার পারা, সূরা আরাফ এর মধ্যে ইরশাদ করেন- যা বক্তব্যের শুরুতে আনা হয়েছে।

পোশাক পরিধানের নিয়মসমূহ

পোশাকের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কিছু পোশাকের উদ্দেশ্য সতর বা লজ্জাস্থান ঢাকা, আর কিছুর উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা।

ফরয: পোশাক যার দ্বারা শরীরের সতর ঢাকা হয়। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের মুখমন্ডল, দু'হাতের তালু ও দু'পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত দেহ সতর। যে পোশাক সর্দি, কাশি, ঠান্ডা ও গরম থেকে রক্ষা করে। এ পরিমাণ পোশাক পরিধান করা ফরয।

মুস্তাহাব: সতর ঢাকা হয়ে যাওয়া এবং ঠান্ডা-গরমের কষ্ট সহ্য করার পর অতিরিক্ত পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব। শর্ত হলো অতিরিক্ত পোশাক ও আরাম-আয়েশ, অলংকারের জন্য যাতে না হয়।

নিষিদ্ধ: উপরোল্লেখিত দু'টি নিয়ম ব্যতীত অতিরিক্ত পোশাক পরিধান করা যা অপব্যয় এবং অহংকার প্রকাশ পায় তা হারাম। কোন মুসলমানের জন্য এমন পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ যা দিয়ে তাকে অন্য ধর্মের লোক বলে মনে হয়। যেমন-পৈতা, ধুতি পরা।

ভাল পোশাক পরিধান করা

যে কাপড়ের মাধ্যমে জামা তৈরী করা হয় তা ভাল হওয়া উচিত। কিন্তু ভাল কাপড় নির্বাচিত করার জন্য মানুষ যেন সীমানা অতিক্রম না করে। আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত নিয়ামত অনুপাতে তা নির্বচন করা উচিত। কেননা নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يُّرٰي اَثَرَ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ

আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয় হল- তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের প্রভাব যেন বান্দার মধ্যে প্রকাশ পায়।[৯৫] এটাকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। মিশকাত শরীফের একই পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيَّ ثَوْبٌ دُونٌ فَقَالَ لِي: أَلَكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللهُ

একবার আবুল আহওয়াসের সম্মানিত পিতা নবী করীম ﷺ'র দরবারে উপস্থিত হল। এ সময় তিনি যে পোশাক পরিধান করেন তা খুবই নিম্নমানের ছিল। সেখানে তাকে দেখে নবী করীম ﷺ প্রশ্ন করলেন, তোমার নিকট মাল নেই? উত্তর দিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানী তিনি আমাকে মাল দিয়ে দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন কোন ধরনের সম্পদ। আরজ করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমার কাছে সকল প্রকারের সম্পদ উট, গাভী, বকরী, ঘোড়া, গোলাম ইত্যাদি আছে। তখন নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন। যখন তোমার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সব ধরনের সম্পদ রয়েছে তোমাদের উপর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে হয়েছে তার এ নিয়ামতের প্রভাব তোমার মধ্যে দেখা যাওয়া উচিত। ইমাম আহমদ এবং নাসাঈ তা হযরত আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আবুল আহওয়াস রাদ্বিয়াল্লাহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।[৯৬]

[৯৫]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৫
[৯৬]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৫

পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া

প্রথম কথা হল পোশাকের কাপড় ভাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত। ময়লা আবর্জনাময় যেন না হয়। কেননা পরিচ্ছন্নতায় রয়েছে আল্লাহ। তাছাড়া আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ'র নিদের্শও রয়েছে।

اَتَانَارَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَائِراً فَرَى رَجُلاً شَعْثًاقَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَاكَانَ يَجِدُ هٰذَامَايُسَكِّنُ بِهِ رَاسَهٗ وَرَاىٰ رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسْخَةٌ فَقَالَ مَاكَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُغْسَلُ بِهِ ثَوْبَهٗ

ইমাম আহমদ এবং নাসাঈ হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট তাশরীক আনলেন। এক ব্যক্তিকে ময়লা আবর্জনাময় মাথার এলোমেলো অবস্থায় দেখলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন- তার কি এমন জিনিস মিলে না যার দ্বারা চুলগুলো গোছানো যায়। আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, ময়লা আবর্জনাযুক্ত কাপড় পরিধান করেছে। তখন তিনি বললেন- তার কি এমন জিনিস মিলে না যদ্বারা সে কাপড় পরিস্কার করে নেবে।[৯৭]

অহংকারী পোশাক পরিধান না করা

পোশাকের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি পদ্ধতি হল যার দ্বারা লজ্জাস্থান ঢেকে যাবে আর শীত-গ্রীষ্ম কালের প্রভাব থেকে রক্ষা পায়। এ নিয়ম ফরয। দ্বিতীয় পদ্ধতি-পোশাক তার ভূষণ হবে। এটি মুস্তাহাব। আর পোশাক পরিধানের তৃতীয় পদ্ধতি হল নিষিদ্ধ। এমন পোশাক যা মানুষকে অহংকারী বানায়। যে পোশাক পরিধান করলে মানুষের অহংকার আসে তা হারাম নিষিদ্ধ।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করলেন।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبِسُوْامَالَمْ يُخَالِطْ اَسْرَافٌ وَلاَ مَخِيْلَةٌ

তোমরা খাও, পান কর এবং দান কর। এমন কাপড় পরো যা অপব্যয় ও অহংকারের মধ্যে শামিল না হয়। ইমাম আহমদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ

[৯৭]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৫

বর্ণনা করেছেন।[৯৮] আরো একটি হাদীস যা মিশকাত শরীফে আলোচিত হয়েছে। এ হাদীসকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَاشِئْتَ اَخْطَأَتْكَ اِثْنَتَانِ سَرَفٌ وَمَخِيْلَةٌ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- তোমরা যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পান কর এবং যথেচ্ছা পরিধান কর। যতক্ষণ অপচয় ও অহংকার না হয়।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! উপরোল্লেখিত উভয় হাদীসে দু'টি জিনিস নিষেধ করা হয়েছে। এক অহংকার আরেকটি হল অপচয়। অহংকার করার ব্যাপারে আমি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। বাকি রইল অপচয় ও অপব্যয় করা প্রসঙ্গে। ইসরাফ বা অপচয় বলে যেখানে প্রয়োজনুপাতের বেশী খরচ করা হয়। যেমন যদি কোন ব্যক্তি অনেক সম্পদের অধিকারী। সে বিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বা শত টাকার কাপড়কে দু'শ, চারশ টাকায় ক্রয় করে পরিধান করে। তাহলে এটা অপব্যয় বা অপচয় হবে।

বেশী দামী কাপড় পরা শাস্তির কারণ

বেশী চাকচিক্যময় কাপড় পরিধান করাকে লেবাসে শোহরত বা খ্যাতিজনক পোশাক বলে। মানুষ স্বাভাবিক ভাবে যে রঙ ও ডিজাইনের কাপড় পরিধান করে এগুলোর ব্যতিক্রম পোশাক পরা বা সাধারণের মাঝে চর্চা শুরু হয় এমন কাপড় পরা মাকরূহ। যেমন- কোন ব্যক্তি আলেম নয় কিন্তু আলেমের পোশাক পরে বেশ-ভূষায় চলা অথবা ছেলে হয়ে মেয়ের পোশাক পরিধান করা- যাতে লোকেরা তাকে ব্যতিক্রমী মনে করে। মুলকথা- এমন পোশাক পরিধান করা যার দ্বারা নিজেকে বড় মনে হয়। এমন পোশাককে লিবাসে শোহরত বা খ্যাতিজনক পোশাক বলা হয়। আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ'র ইরশাদ অনুযায়ী এমন ব্যক্তি লাঞ্চিত-লজ্জিত হবে।

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِيْ الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذِلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[৯৮]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩১৭

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতিজনক পোশাক পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন অপমানজনক পোশাক পরাবে।[৯৯] ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।

পুরুষ টাঁখনুর নিচে কাপড় পরা মন্দ

আমাদের সমাজে এমন কতগুলো লোক পাওয়া যায় যারা লুঙ্গিকে এমনভাবে নাভির নিচ ঝুলিয়ে পরিধান করে যে তা যমীনের মধ্যে হেঁচড়িয়ে থাকে। এমন করা খুবই মন্দ। একেতো যমীনের সাথে হেঁচড়ানোর কারণে কাপড় ময়লা হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ অহংকার প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ আমাদের রাসুল ﷺ কথার বরখেলাপ হয়। পুরুষের জন্য পায়ের গোছার মধ্যখান পর্যন্ত ঢাকা সুন্নাত। টাঁখনুর উপরে পরা জায়েয। নিচে ঝুলানো বৈধ নয়। এ কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য এখন আপনাদের সামনে নবী করীম ﷺ'র দু'টি পবিত্র হাদীস পেশ করছি।

প্রথম হাদীস

مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِيْ النَّارِ

দু'টাঁখনুর নিচে লুঙ্গির যে অংশ থাকবে সে অংশ জাহান্নামে যাবে।[১০০]

দ্বিতীয় হাদীস

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ اِزَارَهُ مِنْ خُيَلَاءَ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْ الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলবে তাকে যমীনে ধসিয়ে দেয়া হবে। সে কিয়ামত পর্যন্ত যমীনের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকবে।[১০১]

তৃতীয় হাদীস

لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهُ بَطَرًا

যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে চলে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

[৯৯]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৫
[১০০]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৩
[১০১]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৩

রঙ্গিন কাপড় পরা

বিভিন্ন রঙ ও বিভিন্ন প্রকার কাপড় রয়েছে। যেমন সবুজ, লাল, কাল, হলুদ, জাফরান, কসুম্বা, নিল, সাদা ইত্যাদি।

সবুজ রঙের কাপড় পরা

সবুজ রঙের কাপড় পরা কেউ কেউ মুস্তাহাব বলেছেন।

اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاِلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ

আমি নবী করীম ﷺ 'র খেদমতে উপস্থিত হলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ সবুজ রঙ্গের দুটি কাপড় পরিধান করেছিলেন। এটাকে ইমাম তিরমিযী হযরত আর রুকসা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।[১০২]

লাল ও হলুদ রঙ্গের কাপড় পরা

রেশম বা জাফরান রাঙ্গানো কাপড় পুরুষের জন্য পরিধান করা নাজায়েয। আর মহিলাদের জন্য জায়েয। অনেক ওলামা কিরামের মতে পুরো লাল মাকরূহ। প্রকাশ থাকে যে, জাফরান দ্বারা রঙ্গিত কাপড় দু'ভাবে রূপ ধারণ করে। যদি গাঢ় করে রাঙ্গানো হয়, তাহলে লাল বর্ণের হয়। আর যদি হালকাভাবে রাঙ্গানো হয় তাহলে হলুদ রঙ্গের রূপ ধারণ করে। এ উভয় প্রকার রঙ ব্যবহার করা পুরুষের জন্য নিষেধ। আর মহিলাদের জন্য জায়েয। নবী করীম ﷺ'র ইরশাদ মোবারক আলোচনা করছি।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি লাল কাপড় পরিধান করে নবী করীম ﷺ'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি নবী করীম ﷺ'কে সালাম দিলেন। মহানবী তার সালামের জবাব দেন নি।[১০৩]

জামেনী ও নীল রঙ্গের কাপড় পরা

লাল, হলুদ রঙ্গের মত নীল ও জামেনী রঙ্গের কাপড় পরিধান করাও নিষেধ।

[১০২]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৬

[১০৩]। আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, তিরমিযী, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আসসিজিস্তানী, আবু দাউদ শরীফ।

কালো রঙ্গের কাপড় পরা

কালো রঙ্গের পাগড়ি ব্যবহার করা উত্তম। দুররুল মুখতারে আছে-যে সময় মক্কা বিজয় হয়েছিল তখন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ কালো পাগড়ি মাথা মোবারকের উপর দিয়ে মক্কায় তাশরিফ নিলেন। কালো রঙ পাগড়ি ছাড়া আর অন্য কোন পোশাকের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এমন কি যদি কোন সম্মানিত ব্যক্তি মারা যায় তার বিয়োগে আফসোস করতঃ শোক প্রকাশার্থে কালো কাপড় ব্যবহার করা নাজায়েয। ফাতওয়া-ই আলমগীরির মধ্যে রয়েছে- যার নিকট মৃত ব্যক্তি থাকে বা মারা যায় তার শোক প্রকাশ করার জন্য কালো কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই।

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহির ফতোয়া

কালো রঙ্গের কাপড় পরিধানের মত কালো খিযাব লাগানো নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ কারণ এটা শোকের নিশানা। দ্বিতীয়তঃ এটা নাসরাদের পোশাক। বিশেষ করে মুহরম মাসের প্রথম তারিখ থেকে বার তারিখ পর্যন্ত। তিন কারণে এ রঙের কাপড় পরিধান করা যাবে না।

১। কাল রঙের পোশাক রাফেজীদের ব্যবহৃত রঙ।

২। সবুজ রঙ বিদয়াতীদের তরীকা।

৩। লাল রঙ্গের পোশাক খারেজীদের তরীকা-নাউযুবিল্লাহ এটা তারা আনন্দ প্রকাশের সময় পরিধান করে।

সাদা রঙের পোশাক

সাদা রঙের পোশাক অন্যান্য সব কাপড়ের রাজা। আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ এর বাণী

اَلْبَسُوْا الثِّيَابَ الْبِيْضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَا كُمْ

সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা এটা অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাফন পরিধান করো। এটাকে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।[১০৪]

রাদ্দুল মুহতারে আছে- আমাদের প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- সবচেয়ে উত্তম কাপড় সেটা যে রঙের পোশাক পরিধান করে তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত কর এবং মসজিদে যাও। তা হল সাদা রঙের পোশাক পরিধান করে নামায পড়, তা মুর্দাকে পরিধান করা উত্তম।

[১০৪]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৪

পাতলা কাপড় পরা নিষেধ

সৃষ্টির সেরা জীব মহিলা পুরুষদের জন্য হালকা পাতলা কাপড় পরা হারাম। পুরুষদের জন্য পাতলা কাপড় পরিধান করা নিষেধ হওয়ার কারণ হল এটা লজ্জাহীনতার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ পাতলা কাপড় পরিধান করলে পরিপূর্ণভাবে সতর আবৃত হয় না। সতর ঢাকা যেহেতু ফরয আর ফরয আদায় করা না হলে তার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই। তাই পুরুষের পাতলা পোশাক পরিধান করা নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে শরীরের নিচের অংশের পোশাক পাতলা হওয়া মোটেই সমাচীন নয়। আশরাফুল মাখলুকাতের মহিলা সম্প্রদায়ের জন্য পাতলা পোশাক পরিধান করা কঠোরভাবে নিষেধ। কেননা মহিলা পা থেকে মাথা পর্যন্ত গোপনীয়। কেননা মহিলাদের জন্য নিজের পুরো শরীর ঢাকা ফরয। যদি মহিলা- পুরুষেরা ফরয আদায় না করে উভয়ে পাতলা বা মিহি পোশাক পরিধান করে যদ্বারা শরীরের সৌন্দর্য্য আকষর্ণীয় ভাবে চোখে পড়ে তাহলে প্রত্যেকে বিপথগামী হওয়া আবশ্যক। কেননা বর্তমান যুগে ইশকে বা প্রেমে বিভোর এমন লোকের সংখ্যা বেশি। আকর্ষনীয় অংশ দেখে উত্তেজিত হয়ে যায়। কলব মরে যায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকরের স্থান কলবকে জ্বালিয়ে দেয় তার অবস্থা দৃষ্টে নবী করীম ﷺ পাতলা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এখন আপনাদের খেদমতে কয়েকটি হাদীস পেশ করছি।

প্রথম হাদীস

আবু দাউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثِيَابَ رِقَاقٍ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا اَسْمَاءُ اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنْ يَصْلَحَ اَنْ يَرٰى مِنْهَا اِلَّا هٰذَ وَهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত আসমা রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহা পাতলা কাপড় পরিধান করে নবী করীম ﷺ 'র খেদমতে উপস্থিত হলে হুযুর ﷺ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন-হে আসমা! যখন মহিলা বালেগা হয়ে যায় তখন তার শরীরের কোন অংশ না দেখানো উচিত। শুধুমাত্র মুখ এবং হাতের তালু দেখানো যাবে।

দ্বিতীয় হাদীস ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন,

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ اَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهٖ قَالَتْ دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيْقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَفَهَا خِمَارًا كَثِيْفًا

হযরত আলকামা বিন আবী আলকামা রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু স্বীয় মাতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সৈয়দা হাফছা বিনতে আবদুর রহমান রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহা হযরত আয়শা ছিদ্দিকা রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহার নিকট পাতলা কামিস পরিধান করে আসলেন। হযরত আয়শা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা সে কামিস ছিঁড়ে তাকে মোটা কাপড় পরিধান করিয়ে দিলেন।[১০৫]

রেশমী কাপড় পরা হারাম

রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য হারাম আর মহিলাদের জন্য হালাল-জায়েয। তবে পুরুষের জন্য হালাল হবে যখন হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার সময় তথা যুদ্ধাবস্থায়। পূর্ণ রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য জায়েয নয়; বরং কাপড়ের দৈর্ঘ্য যদি সুতার আর প্রস্থ রেশমের হয় তাহলে পারবে। তা জিহাদকারী অথবা জিহাদকারী নয় এমন কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। নাবালেগ শিশুদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম। আর রেশমী কাপড় পরিধানকারীর গুনাহ যিনি পরিধান করায়েছে তার উপর বর্তাবে। উপরোল্লেখিত আলোচনা হেদায়া এবং আলমগিরীর মধ্যে রয়েছে।

রেশমী কাপড়ের নিষেধাজ্ঞায় নবী করীম ﷺ 'র হাদীস বর্ণনা করছি যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

প্রথম হাদীস

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ الْاٰخِرَةِ

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে সে পরকালে রেশমী কাপড় পরিধান করতে পারবে না।

দ্বিতীয় হাদীস

اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ

১০৫। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭০

যে ব্যক্তি দুনিয়া রেশমী কাপড় পরিধান করবে তার জন্য পরকালে পরিধেয় কোন অংশ থাকবে না।[১০৬]

তৃতীয় হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطٰى

হযরত ওমর রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন, নবী করীম ﷺ রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এ পরিমাণ করা যাবে বলে তিনি দু'টি আঙ্গুল মোবারক একত্রিত করে ইশারা করলেন।

চতুর্থ হাদীস

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هٰكَذَا، وَأَشَارَ بِأُصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ يَلِيَانِ الْإِبْهَامَ قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَذٰلِكَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي بِهَا الْإِعْلَامَ وَرَوٰى سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ

হযরত ওমর রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু স্বীয় খোতবায় বলেছেন- নবী করীম ﷺ রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু দুই, তিন, চার আঙ্গুল পরিমাণ ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ যদি কোন পোশাকে রেশমী বর্ডার লাগাতে চায় তাহলে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী লাগানো যাবে। এতে থেকে দু'টি মাসআলা আরজ করছি- যা দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার থেকে নেওয়া হয়েছে। পুরুষের পোশাকে চার আঙ্গুলের বেশী রেশম ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এর চেয়ে বেশী হয়ে যায় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। পাগড়ি, ছাদর, লুঙ্গির পাশে সাধারণত রেশমের কাপড় লাগানো হয়, এর ব্যাপারেও একই হুকুম, যদি প্রশস্ত চার আঙ্গুল পরিমাণ হয় তাহলে জায়েয আর যদি এর চেয়ে বৃদ্ধি পায় তাহলে নাজায়েয।

আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হল নাক, কান ইত্যাদি মোছার জন্য অথবা ওযু করার পর হাত মুখ পরিস্কার করার জন্য রেশমী রুমাল ব্যবহার করা

[১০৬]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৪

জায়েয। ব্যক্তিগত ডেকোরেশন অথবা গর্ব করে রেশমী রুমাল ব্যবহার করা জায়েয নেই।

তালিযুক্ত কাপড় পরা

নবী করীম ﷺ 'র ইরশাদ মোবারক

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتّٰى تُرَقِّعِيهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي

হে আয়শা! যদি তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চাও তাহলে দুনিয়ার এতটুকুই তোমাকে যথেষ্ট করে দিবে যতটুকু এক সওয়ারীর সরঞ্জাম থাকে। সম্পদশালী লোকদের বৈঠকে বসা থেকে দূরে থাক আর তালি না দেয়া পর্যন্ত কাপড়কে পুরাতন মনে করো না। এটাকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।[১০৭] বস্তুতঃ তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করা নবী করীম ﷺ 'র অমীয় বাণী এবং সুন্নাতে রাসুল ﷺ।

মহিলাসদৃশ পোশাক

শ্রেষ্ঠ জীব নারী-পুরুষ আজ কাল অভিশাপে জড়িত। আর তা হল নর-নারীর পোশাকে একে অপরের সাদৃশ্যতা। ইউরোপ ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোতে মহিলা এবং পুরুষরা একে অপরের পোশাক পরিধান করা কালসারে পরিণত হয়েছে। পুরুষরা মহিলাদের পোশাক পরিধান করতে গর্ববোধ করে। আর মহিলারাও পুরুষের পরাকে স্ট্যান্ডার মনে করে। ইসলামের দৃষ্টিতে তা নাজায়েয। আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ তা নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে আপনাদের খেদমতে দু'টি হাদীস পেশ করছি। আবু দাউদ শরীফ থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম হাদীস

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

[১০৭]। মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৫

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ এমন মহিলাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন যারা পোশাকে পুরুষের সদৃশ হয়। আর ঐ পুরুষের উপর অভিশাপ করেছেন যারা মহিলাদের সাদৃশ্যতা রাখে।

দ্বিতীয় হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবী করীম ﷺ সে পুরুষের উপর লানত করেছেন যারা মহিলাদের পোশাক পরে। আর এমন মহিলাদের উপর লানত করেছেন যারা পুরুষের পোশাক পরিধান করে।

এ রকম প্রকাশ্য বর্ণনার পরও যদি আমরা চোখ বন্ধ করে রাখি তাহলে বলব- আল্লাহ তায়ালা আমাদের অবস্থার উপর রহম করুক। আমীন। তাছাড়া আর কিছুই বলার নেই।

ডান পার্শ্ব থেকে পরিধান করা

তিরমিযী শরীফে আছে, কাপড় পরার সময় ডান দিক থেকে পরিধান করা উচিত। কেননা তা নবী করীম ﷺ 'র সুন্নাত। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন-নবী করীম ﷺ জামা পরিধান করলে ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন।

পোশাকে কাফিরদের সদৃশ না হওয়া

ইসলামী জিন্দেগী স্বতন্ত্র। জীবন পরিচালনায় তা অন্যান্য মাযহাব থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। কাফির-ফাসিকদের ড্রেস অনুযায়ী আমাদের ইসলামী কাপড় তৈরী করা বা পরিধান করা সম্পূর্ণ নিষেধ। যদি কেউ এমন করে তাহলে দোয়া করব- আল্লাহ তার উপর রহম করুক এবং তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুক। আমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ ইহুদী-নাসরার অনুসরণ করার ব্যাপারে ইরশাদ করেন

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি যে জাতীর অনুসরণ করবে সে ঐ জাতীর অন্তর্ভুক্ত।

নতুন পোশাক পরিধান করার দোয়া

ইসলাম আমাদের জন্য প্রতি পদক্ষেপে কল্যাণ ও বরকতের খনি খুলে দিয়েছেন। আর প্রত্যেক কাজের শুরুতে কোন না কোন দোয়া নির্ধারিত রয়েছে। যাতে নবী করীম ﷺ 'র উম্মতগণ বিশেষ ফয়েয বরকত লাভ করতে পারে। তাই পোশাক যদি নতুন হয় তাহলে পরিধানের সময় আমাদের দোয়া পড়া উচিত। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন প্রথমে আল্লাহর নাম নিয়ে পাগড়ি, জামা অথবা জুব্বা ও আবা পরে এ দোয়া পড়তেন

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَمَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য, যেমনিভাবে তুমি আমাকে পোশাক পরিধান করায়েছ। আমি তোমার কাছে নির্মিত বস্তুর কল্যাণ কামনা করছি। তার অকল্যাণ ও তৈরীকৃত বস্তুর মন্দ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটাকে ইমাম তিরমিযী ও আবু দাউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মা'আয ইবনে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করতঃ এই দোয়া পড়ে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[১০৮]

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

মুসনাদ আহমদে রয়েছে, হযরত মাওলা আলী রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু তিন দিরহাম দিয়ে একটি নতুন জামা ক্রয় করলেন। তা পরিধান করার সময় এই দোয়া পড়লেন

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ رَزَقَنِيْ مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ النَّاسِ وَ وَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ

তারপর বললেন- আমি নবী করীম ﷺ কে এরূপ বলতে শুনেছি। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার নতুন কাপড় ক্রয় করে তা পরিধান করার সময় এ দোয়া পড়লেন

১০৮। শায়খ আলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত শরীফ, পৃ.৩৭৫

اَلْحَمْدُ لله الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي

তারপর বললেন- আমি নবী করীম ﷺ'র নিকট শুনেছি, যে কেউ নতুন কাপড় পরিধান করার সময় এ দোয়া পড়বে এবং পুরাতন কাপড় সাদকা করে দেবে সে ব্যক্তি জীবনে এবং মারা যাওয়ার পরও আল্লাহর হেফাযতে থাকবে।

সুবহানাল্লাহ! কোরবান হয়ে যাও। হাজার লাখো জান হযরত মুহাম্মদ ﷺ 'র উপর-যাঁর উছিলায় এত সহজ ইসলাম ও দীন মাযহাব পেয়েছি। আর আল্লাহ তায়ালার লাখো লাখো শোকর যিনি আমাদেরকে তাঁর রহমত দানে ধন্য করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁর দরবারে প্রার্থনা তিনি আমাদেরকে খারাপ পথ থেকে রক্ষা করে তাঁর ফযল-করমে আমাদেরকে ইসলামের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। আমীন।

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

সাতাইশতম ভাষণ

দোষান্বেষণ করা

আল্লাহ বলেন-

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ রঙ্গিন পৃথিবীতে আযল থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার মন্দ এ ধরাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সব জায়গায় মন্দ ও দুর্ভাগা তাঁবু গেড়ে বসেছে। আজ থেকে শেষ পর্যন্ত যত মন্দ সয়লাব হয়েছে বা হবে তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হল পাপান্বেষণ করা বা ছোগলখোরী করা। যাকে গীবতও বলা হয়। যদিও বা কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আযল থেকে আজ পর্যন্ত এ মন্দ মানুষের মাঝে যত প্রসারিত হয়েছে জাতির শান শওকত তত বেশি ধ্বংস হয়েছে। সে বিষাক্ত মন্দ রক্তের সাথে মিশে গেছে। আজকে আমরা যে সমাজে বসবাস করছি সে সমাজে ছেঁয়ে গেছে তা মারাত্মকভাবে। আর আমরা চোখ বন্ধ করে বসে আছি। এ অন্ধকার এমনভাবে ছেঁয়ে গেছে যার কারণে মনে হচ্ছে এরই ছোবলে আমাদের জীবন ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। খোদার কসম! এটা আমাদের খামখিয়ালী। খোদার কসম এটা ধুলা নয়; সত্যিকারের অন্ধকার। যদি আমরা একনিষ্ঠতার সাথে আলোর মশাল না জ্বালায় তাহলে কি অবস্থা হবে? আমরা যে অন্ধকারে যাত্রা শুরু করেছি তার পরিণাম খুব ধবংসাত্মক হয়ে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে। আর আমাদের চিন্তা করার সময় পর্যন্ত পাব না। তখন কোন চোখ আমাদের দিকে তাকাবে না। কোন অন্তর আমাদের জন্য কাঁদবে না। কোন মুখ দিয়ে আমাদের জন্য দোয়া-খায়র বের হবে না। আর কোন হাত আমাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে উঠবে না। এখন সময় সর্তক হয়ে যাওয়ার, বোধোদয় হওয়ার। নতুবা আমাদের মাথার উপর ছায়া পর্যন্ত থাকবে না। ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হব। আমাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে। আর পরবর্তীগণ উদাহরণ হিসেবে আমাদের খারাপ পরিণতি একে অপরের সামনে পেশ করবে। এজন্য সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে। সময়ের দাবী-আমরা আর অন্যের দোষত্রুটি খোঁজব না। এ থেকে তাওবা করে নিই। ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক প্লাটফরমে মিলিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন!

ছোগলখোরী কি

শত আফসোসের বিষয়, আমাদের অনেক দীনি ভাই ছোগলখোরী কি তা না জেনে ছোগলখোরীতে লিপ্ত হচ্ছে। প্রথমে আপনাদের বলতে চাই, কারো দোষক্রটি তার বর্তমানে বা তা অবর্তমানে লোকের সামনে প্রচার করা। পরোক্ষে নিন্দা করা। কারো গোপন কথা অন্যকে বলে দিয়ে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করা ছোগলখোরী। কাজে হোক বা কথায়। আল্লাহ তায়ালা ছোগলখোরীর নিন্দা করতে গিয়ে ত্রিশতম পারা সূরা হুমাযা'র মধ্যে ইরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

দোষ খোঁজ এবং একজনের কথা অন্য জনকে বলে দেওয়া তথা ছোগলখোরীর জন্য রয়েছে ধবংস।

ওয়াইল (وَيْل) কি

এ শব্দের অর্থ ধবংস, বরবাদ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। জাহান্নামের একটি কঠিন উপত্যকার নাম ওয়াইল। শাস্তির তিব্রতা। ويل এর আরো অনেক অর্থ রয়েছে। যেমন অনিষ্টতায় প্রবেশ করা, ব্যথিত করা, বিপদগ্রস্থ বানানো। অনুশোচনা, কঠোরতা, ধমকস্বরূপ বাক্য, শাস্তির বাক্য। জাহান্নামের একটি কূপ বা দরজার নাম। ওয়াইল! ওয়াইল! এর অর্থ হবে ধবংস, বরবাদী, নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

হুমাযা'র তাফসীর

মুফাসসিরগণের নিকট হুমাযা এমন ব্যক্তি যারা মুখে মুখে গীবত করে বেড়ায়। আর কোন কোন মুফাসসিরের মতে কারো খারাপের দিকে ইঙ্গিত করাকে হুমাযা বলা হয়। পশ্চাতে নিন্দাকারী, পরনিন্দাকারী, ভৎসনাকারী।

লুমাযা'র তাফসীর

কোন কোন মুফাসসিরের উক্তি মতে, সামনাসামনি দোষারোপ করা বা মন্দ বলা। মুখেমুখে নিন্দা বলা। যারা পিছনে গেলে তার খারাপ চর্চা করে তাদেরকে লুমাযা বলা হয়। আর কারো কারো মতে লুমাযা এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যারা মুখে মন্দ বলে। নিন্দাস্বরূপ চোখ দ্বারা ইশারা করা, দোষ চর্চা করা, কারো দোষ সম্পর্কে আলোচনা করা, পেছনে নিন্দা করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন- হুমাযা ও লুমাযা এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যারা লোকদের মাঝে ছোগলখোরী করতঃ পৃথকতা সৃষ্টি করে দেয়।[১০৯]

এ তাফসীর থেকে প্রকাশ পায় যে, কারো সামনে কারো দোষ বর্ণনা করা অথবা তার অবর্তমানে তার দোষ বলা। কারো মন্দের প্রতি ইঙ্গিত করা, মুখে মন্দ বর্ণনা করা। এ ধরনের ব্যক্তির ধবংস অনিবার্য।

ছোগলখোরীর পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর ﷺ ইরশাদ করেন

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

ছোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় ইরশাদ

تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَاتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ লোক হবে দ্বিমুখীব্যক্তি-যে একদলের নিকট এক মুখে এবং অন্যদের নিকট ভিন্ন মুখে আসবে। বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেছেন।[১১০] ইমাম দারেমী বর্ণনা করেছেন-

مَنْ كَانَ ذَاالْوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِنَ النَّارِ

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দ্বিমুখী হবে কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের মুখ হবে। আর আবু দাউদের বর্ণনায় রয়েছে- তার জন্য দু'টি আগুনের মুখ হবে।[১১১]

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন-

আল্লাহ তায়ালার পূর্ণবান বান্দা তিনি যাকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ আসে। আর খারাপ বান্দা তিনি যারা ছোগলখোরী করে এক বন্ধু থেকে অন্য বন্ধুকে পৃথক করে দেয়। যে ব্যক্তি অপরাধ থেকে মুক্ত তাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। হুযুর ﷺ'র ইরশাদ থেকে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়, ছোগলখোর দুনিয়াতেও খারাপ এবং পরকালেও খারাপ, খুবই মারাত্নক। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আকছম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- ছোগলখোর জাদুকর

[১০৯] । আব্দুর রহমান ছফূরী, নুজাহাতুল মাজালিস , খ.১, পৃ. ১২৩।
[১১০] । শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ.৪১১।
[১১১] । শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ.৪১৩।

থেকেও মারাত্মক। কেননা ছোগলখোর মুহূর্তে যা করতে পারে জাদুকর এক মাসেও তা করতে পারে না।[১১২]

এক কবি খুবই চমৎকার বলেছেন-

کام ہونا تھا جو مہینوں میں

تیری پہلی نظر نے کردیا

ছোগলখোরী যেনা থেকে মারাত্মক

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা গীবত করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা গীবত যেনা থেকে বড় গুনাহ। যেনাকারীর গুনাহ যেনা থেকে তাওবা করলে মাফ হয়ে যায়; কিন্তু গীবতের গুনাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মাফ হবে না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে না- যার গীবত করা হয়েছে।[১১৩]

একই পৃষ্ঠায় আরো রয়েছে- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন-মিরাজের রাত্রে আমার অতিক্রম এমন একটি দলের পাশ দিয়ে হল যারা নিজেদের নখ দিয়ে মুখ আঁচড়াচ্ছে। আমি হযরত জীব্রাইল আলাইহিস সালাম থেকে জিজ্ঞাসা করলাম- এরা কারা? উত্তর দিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! এরা সে সমস্ত লোক যারা অন্য লোকের গীবত করে বেড়াত এবং নিজের স্বার্থে তাদেরকে খারাপ বলত।

ছোগলখোরী শয়তানী থেকে মন্দ

ছোগলখোরী শয়তানি কাজের থেকেও মারাত্মক। কেননা শয়তানী আমল অন্তরে কুমন্ত্রনা এবং খেয়ালের সাথে সম্পর্ক রাখে। পক্ষান্তরে ছোগলখোর মুখ থেকে মুখে দোষ প্রকাশ করে বেড়ায়। আল্লাহ তায়ালা আবু লাহাবের স্ত্রীকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুস্ককাঠ বহনকারী। আরবের বাক্যপদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حَمَّالَةَ বলা হত। শুস্ককাঠ একত্রিত করে যেমন। কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে. পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাসুলাল্লাহ ﷺ ও সাহাবা কিরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী পরোক্ষ নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু,

১১২। আব্দুর রহমান ছফূরী,নুজাহাতুল মাজালিস, খ.১, পৃ. ১২৩
১১৩। জালিসুন নাছিহীন, খ.১, পৃ. ১২৩

ইকরামা ও মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ এর এ তফসীরই করেছেন।

লাকড়ি বহনকারীনী বলেছেন। বেশীর ভাগ মুফাসসিরগণ বলেছেন, এখানে লাকড়ি থেকে উদ্দেশ্য হল ছোগলখোরী করা। যেমনিভাবে লাকড়ির মধ্যে আগুন ধরে যায় তেমনিভাবে ছোগলখোরীর কারণে খারাপী ও ঝগড়া বিবাদের আগুন জ্বলে উঠে।[১১৪]

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি গোটা জীবনে হলেও কারো একটি গীবত করে তার উপর দশটি আযাব নাযিল হয়।[১১৫]

১। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যাবে।
২। কিরামান কাতেবীন তাকে ঘৃণা করবে।
৩। মৃত্যুর সময় বেশী কষ্ট পাবে।
৪। জাহান্নাম তার জন্য নিকটবর্তী হয়ে যাবে।
৫। কবরের আযাব বেশী হবে।
৬। তার পূণ্য নষ্ট করে দেবে ।
৭। নবী করীম ﷺ অন্তরে কষ্ট পাবে।
৮। আল্লাহ তায়ালা তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।
৯। কিয়ামতের দিনে আমলনামা গ্রহণ করার সময় সে ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যাবে।

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা গীবত থেকে বাঁচ। গীবতকারীর উপর পাঁচটি আযাব নাযিল করা হবে।[১১৬]

১। তার চেহারা থেকে আলো চলে যাবে।
২। তার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।
৩। তার ইবাদত স্বীয় মুখের দিকে নিক্ষেপ করা হবে।
৪। কিয়ামতের দিনে তার মুখ পিঠের দিকে উল্টে যাবে।
৫। সে জাহান্নামে ফেরআউন এবং শাদ্দাদের সাথে থাকবে।

১১৪। তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীনের উর্দু অনূদিত ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৮৮
১১৫। তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীনের উর্দু অনূদিত ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৬৭
১১৬। তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীনের উর্দু অনূদিত ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৬৯

গীবত শিরক থেকে মারাত্মক

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- গীবত শিরক থেকেও মারাত্মক। কেননা শিরকের গুনাহ তাওবা করলে ক্ষমা হয়ে যায়; কিন্তু গীবত সে সময় পর্যন্ত মাফ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যার গীবত করেছে তাকে রাজি করাতে পারবে না।[১১৭]

গীবতের প্রকারভেদ

গীবত চার প্রকার, যথা-

১। মুবাহ: বিদআতী ও মুনাফিকের গীবত করা মুবাহ। ২। মা'ছীয়্যাত: যে ব্যক্তি কারো গীবত একত্রে বসে করে। এটা গুনাহের কাজ জেনেও গীবিত করে এটাকে মা'আছিয়্যাত বলা হয়। ৩। নিপাক: কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে গীবত করা। যেহেতু উপস্থিত লোকেরা জানে যে, কার সম্পর্কে কথা চলছে। এটাকে বলা হয় গীবতে নিফাক। ৪। কুফর: কারো গীবত করা। তাকে যদি কেউ বলে, এটা গীবত, এর থেকে বিরত থাক। উত্তরে বলা হয়, এটা গীবত নয়; বরং সত্যি কথা বলতেছি। গীবত করার এই অবস্থাকে কুফর বলা হয়।[১১৮]

ছয় জায়গায় গীবত করা জায়েয

১। বিচারকের সামনে অত্যাচারীর দোষ বর্ণনা করা। যাতে সে জুলুম বন্ধ করে। তবে যদি জাতিগত দুশমনী অথবা মূলগত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় তাহলে তা নাজায়েয হবে।

২। ঝগড়া বিবাদ দূর করার জন্য বিপক্ষ দলকে কিছু বলা।

৩। ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলে বাস্তব ঘটনা লিখে দেওয়া।

উত্তম হল, যার নিন্দা করা হয় তার নাম না লিখা। যায়দ, বকর অথবা ওমরের নাম লিখে দেওয়া। আর একান্ত নাম লিখলেও কোন ক্ষতি নেই।

৪। ক্রয়কারীর নিকট ক্রয়কৃত জিনিসের দোষ বলে দেওয়া।

৫। অসুস্থ ব্যক্তির দোষ চিকিৎসকের নিকট বলে দেয়া।

৬। ফাসিক, যেনাকারী ও মদ পানকারীর নিন্দা করা যাতে অন্যজন সতর্ক হয়ে যায়।

কোন কোন আলেমের মতে- অত্যাচারী রাজার খারাপ কাজগুলো বর্ণনা করে দেওয়া জায়েয।[১১৯]

১১৭। মাওলানা কাউছার নিয়াযী, বসীরত, পৃ. ১০৮
১১৮। কুবরাতুল ওয়ায়েজীন, খ.২, পৃ. ২৪১
১১৯। আরীসুল ওয়ায়েযীনের উর্দু অনূদিত জালিসুন নাসেহিন, পৃ. ১২৫

গীবত শ্রবণকারীর আমল রদ্দ

ফকীহ আবুল লাইছ'র উক্তি, যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হতে কারো ছোগলখোরী করে তখন তোমাদের উপর ছয়টি বিষয় আবশ্যক হয়ে যায়। প্রথমত: সে ব্যক্তিকে সত্যবাদী মনে করবে না। কেননা সে ছোগলখোর। আর শরীআতের দৃষ্টিতে তার সাক্ষ্য কবুল হবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যাক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।[১২০]

কোন ফাসিক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে সে সংবাদদাতাকে ভাল করে জেনে নেবে। কখনও যেন এটা না হয় যে, তার এ মিথ্যা কথায় কাউকে শাস্তি দিয়ে ফেলবে।

দ্বিতীয়ত: এ ব্যক্তিকে এমন খারাপ কথা বলা থেকে বাধা দিতে হবে। কারণ যদি বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব।

তৃতীয়ত: এমন ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে হবে। কেননা এমন ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমান। আল্লাহর নাফরমান লোকের সাথে রাজি থাকা মানে আল্লাহর সাথে দুশমনি করা।

চতুর্থত: যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা না করা। কেননা কোন মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখা হারাম।

পঞ্চমত: খারাপ কথা শুনে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করা। কেননা তা তালাশ করার নাম গোয়েন্দাগিরি করা। তা থেকে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন।

ষষ্ঠত: ছোগলখোরীর মুখ থেকে শুনে সে কথাকে মুখেমুখে বলাবলি না করা। কেননা সে কথা তুমি অন্য জনকে বললে নিজেও ছোগলখোরীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১২১]

১২০। আল কুরআন, সূরা হুজরাত:৬
১২১। তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীন উর্দূ তরজমা ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৯১

গীবতের চিকিৎসা

গীবতের চিকিৎসা নিজের অন্তরে এ উপলব্ধি জাগ্রত করা যে, গীবত নেকীকে গ্রাস যেভাবে আগুন লাকড়িকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। নবী করীম ﷺ 'র বাণীকে না মানা কুফরী। তিনি ইরশাদ করেন, গীবতকারীর নেকীসমূহ সে ব্যক্তির আমল নামায় দিয়ে দেওয়া হয় যার গীবত করা হয়েছে।[১২২]

গীবতের কাফফারা

গীবতের কাফফারা অন্তরে অনুনয়-বিনয়ের সাথে তাওবা করা। বেকারার হয়ে সে ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চাইতে হবে যার গীবত করা হয়েছে। যদি সে জীবিত না থাকে তাহলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদি অনুনয়-বিনয় করার পর যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা করে দেয় তাহলে ভাল। অন্যথায় গীবতকারী অনেক নেক কাজ করতে হবে যথাসম্ভব সে নেক আমলই গুনাহের কাফফারা হবে। গীবতকে এক সাথে সবই মাফ করানো উত্তম পন্থা নয়; বরং অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এখন আপনাদের খেদমতে ছোগলখোরী সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনী পেশ করব।

প্রথম কাহিনী

সর্বপ্রথম যে কাহিনী পেশ করছি তা খুব প্রসিদ্ধ। কাহিনী বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনে সালমা বলেন- একবার কোন ব্যক্তি অপরের হাতে স্বীয় দাস বিক্রয় করে দিয়ে ক্রেতাকে বললেন- ভাই! গোলামটি আপনাদের ঘরে নিয়ে যাবেন আর খেয়াল রাখবেন সে ছোগলখোরী করে। সে সুযোগ সন্ধানে থাকে। কিছুদিন সে গোলাম নিজের মালিক ও তার পরিবার পরিজনের আচার ব্যবহার ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে ঘরের বাসিন্দাদের দুর্বলতার সুযোগ খুঁজতে লাগল। একদিন সুযোগ পেয়ে গোলাম মালিকের বউয়ের নিকট গিয়ে বলতে লাগল-ম্যাডাম! আমি ঘরের মালিককে যাচাই করে যা জেনেছি তা খুব আফসোসের। আপনার স্বামী আপনাকে ভালবাসেন না; বরং তার ইচ্ছা কোন সুন্দরী বাঁদীকে বিয়ে করে আরাম আয়েশে জীবন যাপন করবে। আমি তা কিছুতে সহ্য করতে পারছি না। আমি আপনার কল্যাণকামী হিসেবে চাচ্ছি, সে স্বামী আপনার প্রতি ধাবিত হোক এবং আপনাকে ভালবাসুক। আপনি বললে আপনাকে এমন পদ্ধতি শিখিয়ে দেব যদ্বারা আপনার স্বামী আপনার অনুগত হয়ে যাবে। বেগম

[১২২]। তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীন উর্দূ তরজমা ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৯১

বললেন- বল, কি পদ্ধতি? গোলাম বলল- আপনি আজকে রাতে আপনার স্বামী শুয়ে পড়লে একটি ধারালো ছুরি দিয়ে তার কয়েকটি দাড়ি কেটে ফেলবেন। তারপর বাকী কাজ আমি নিজেই করব। এতটুকুতে সে স্বস্তি পেল না। অসৎ উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে সে মিয়া সাহেবের কাছে গিয়ে বলল- মুনিব! আপনি সারাদিন পরিশ্রম করেন। কিন্তু ঘরেরও খবর রাখতে হবে। সেখানে কি নাজুক অবস্থা! আজকে আমি আপনার বিবিকে দেখেছি, সে আপন প্রিয়ের সাথে মিলিত হয়েছে। তারা উভয়ই বিয়ে করতে প্রস্তুত। আপনার বেগম সাহেবা তার প্রেমে পড়ে আপনাকে হত্যা করতে মনস্থ করেছে। আজ রাতে আপনাকে হত্যা করে আশা পূরণ করবে। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তাহলে আজ রাত ঘরে গিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকার ভান করবেন। তাহলে আমার কথার বাস্তবতা দেখবেন। মালিক তার কথায় মন গলে গিয়ে সে যে ছোগলখোর তা বেমালুম ভুলে গেল। অবশেষে মালিক এমনই করল। ঘরে এসে চোখ বন্ধ করে শুয়ে ঘুমের ভান করল। তার বেগম মনে করল তার স্বামী ঘুমিয়ে গেছেন। তাই সে ছুরি নিয়ে দাড়ি কাটতে চাইলে মিয়া সাহেব বুঝলেন, স্ত্রী তাকে হত্যা করার মানসে এসেছে। আর সে কিছু বুঝে উঠার পূর্বে বেগম সাহেবা থেকে ছুরি নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের কাছে খবর পৌঁছে গেল। তারা রাগান্বিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে তার স্বামীকে হত্যা করে ফেলল। স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের খবর হয়ে গেলে তারা বেগম সাহেবার পরিবারের সাথে ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেল। আর যুদ্ধে উভয় দলের একশ জন মানুষ মারা গেল। আর কেউ ঠের পায় নি, এ বিবাদ ছোগলখোরই ঘটিয়ে দিল। এ প্যাঁচ লাগনোর কাজটি জাদুকরেরও বানটোনায় করতে হয়ত এক মাসের সময় লাগতো। কিন্তু ছোগলখোর মুহূর্তে এত বড় ঘটনা ঘটাল।[১২৩]

দ্বিতীয় কাহিনী

একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল- হুযুর! অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তা শুনে হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এক বাসন খেজুর নিয়ে তার ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। গিয়ে বললেন- আমি খবর পেলাম, তুমি নাকি আমাকে তোমার আমলনামার পূণ্যসমূহ আমাকে তোহফা হিসেবে দিয়ে

[১২৩]। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত,পৃ.৩৯৪, আব্দুর রহমান ছফূরী,নুজাহাতুল মাজালিস,১২৪, ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৭৯

দিয়েছো। তার বিনিময়ে আমি আমার পক্ষ থেকে এ সামান্য তোহফা তোমার কাছে নিয়ে আসলাম।[১২৪]

তৃতীয় কাহিনী

বর্ণিত আছে, হযরত কাব বিন আহবার রাদ্বি আল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন- একবার যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যমানায় তার জাতীর কাছে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকেরা সকলে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তা থেকে মুক্তির আরজ করল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে রহমতের জন্য প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কাটে নি। রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয় নি। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন- হে প্রভু! কি অবস্থা? আমি তো বুঝতেছি না। আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে ওহী নাযিল করে বললেন- হে মূসা আলাইহিস সালাম! আমি এ জাতীর দোয়া কখনও কবুল করব না যে জাতীর মধ্যে ছোগলখোর রয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আরজ করলেন- প্রভু! আপনি বলে দিন- কে ছোগলখোর? যাতে আমি তাকে আমার সম্প্রদায় থেকে বের করে দিই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করলেন- হে মূসা! আমি আমার বান্দাদেরকে ছোগলখোরী করা থেকে নিষেধ করেছি। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমি নিজেই ছোগলখোর হয়ে যাব। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তা শুনে তার জাতীর নিকট গিয়ে সবাইকে ছোগলখোরী থেকে তাওবা করার হুকুম দিলেন। সকলেই সঠিক অন্তরে তাওবা করল। তারপর আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। দুর্ভিক্ষ হতে সকলেই মুক্তি ফেল।[১২৫]

চতুর্থ কাহিনী

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয উমাইয়া বংশের একজন সৎ লোক। একবার কোন ব্যক্তি তার কাছে অন্য কারো ছোগলখোরী করলে তিনি বললেন- আমি চিন্তা করছি যদি মিথ্যা বল তাহলে তুমি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

১২৪। আব্দুর রহমান ছফূরী, নুজাহাতুল মাজালিস,পৃ.১২৫, ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১১৭
১২৫। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত,পৃ.৩৯৪, ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৭৯

মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যাক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে।[১২৬]

তুমি ক্ষমা চাইলে তোমাকে তাওবা করতে হবে। এটা শুনে সে বলল- হে আমীরুল মুমিনীন! আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম এবং আগামীর জন্য ছোগলখোরী করা থেকে তাওবা করতেছি।

পঞ্চম কাহিনী

এক জ্ঞানীকে কেউ বলল- অমুক ব্যক্তি আপনার ছোগলখোরী করেছে। তখন তিনি বললেন- যদি তুমি সত্য বলে থাক তাহলে তুমি তিনটি পাপ করেছ। এক. দীনি ভাইয়ের উপর তুমি আমাকে রাগান্বিত করেছ। দুই. তুমি আমাকে দুঃখে ফেলে দিয়েছ। তিন. তুমি আমাকে এমন একটি কাজের সর্তক করেছো যার বাস্তব রূপে তুমি শিকার হয়েছ।[১২৭]

ষষ্ঠ কাহিনী

হযরত ওমর বিন দিনার থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার মা-বোনকে নিয়ে মদীনা পাকে বসবাস করতো। হঠাৎ করে বোনের অসুখ হয়ে গেল। ভাই ও মা অনেক সেবা যত্ন এবং চিকিৎসা করলো। কিন্তু কোন ধরনের পরিবর্তন হয় নি। পরিশেষে তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। মা ও ভাই তার দাফন কাফন কার্য শেষ করে কবর দিয়ে চলে আসল। কিছু সময় পর মা ও ভাইয়ের স্বরণে আসল, তার কবরের মধ্যে টাকার ব্যাগ রয়ে গেছে। ভাই তার এক বন্ধুকে বলল। আমি দেখতে চাচ্ছি যে, আমার বোন কোন অবস্থায় আছে? তাই তুমি কিছু দূরে চলে যাও। তার ভাই কবর খনন করে টাকার ব্যাগ তুলে নিয়ে নিজের বোনের অবস্থা দেখার জন্য কবরের উপর অপেক্ষারত অবস্থায় দেখল, কবরে ধাও ধাও করে আগুন জ্বলছে। তাড়াতাড়ি তখত দিয়ে ঢেকে রেখে চলে আসল। ঘরে এসে মাকে বলল- মা! আমার বোন সম্পর্কে বলুন, সে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করেছিল। মা বলল- তোমার বোনের ইন্তিকাল হয়ে গেল।

১২৬। আল কুরআন, সূরা হুজরাত: ৬
১২৭। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত,পৃ.৩৯৪,

এখন তুমি তার সম্পর্কে কেন জিজ্ঞাসা করছো। বলল-আমাকে অবশ্যই বলতে হবে। তখন মা বলল- তাহলে শুন তোমার বোন নামায পড়তে দেরী করতো। নামাযের মধ্যে পবিত্রতার দিকে খেয়াল করতো না আর রাতে প্রতিবেশীর নিকট গিয়ে ছোগলখোরী করতো।[১২৮]

সপ্তম কাহিনী

একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কাবা শরীফের তাওয়াফ রত ছিলেন। এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলতে লাগল- হযরত! আপনার কাছে আমার একটি আরজ- তিনি উত্তরে বল, তোমার কি ফরিয়াদ? আরজ করল- যে সময় আপনি রাত্রে আল্লাহ তায়ালার কাছে মুনাজাত করবেন। তখন আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের কাছে আরজ করবেন- হে মালিক! আপনার অনুগ্রহে বেঁচে থাকা এক ব্যক্তি আপনার কাছে ফরিয়াদ করছে তার গুনাহ মাফ করে দিতে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রা:) জিজ্ঞাসা করলেন- হে যুবক! তুমি কোন ধরনের গুনাহ করেছো? যার কারণে এত ভেঙ্গে পড়েছো, বেকারার হয়ে গেছো। সে বলতে লাগল- হযরত! আমার পক্ষ থেকে অনেক বড় গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন-তোমার গুনাহ বড় নাকি আরশ কুরসি? উত্তরে বলল- আমার গুনাহ অনেক বড়। তাকে বলা হল- তোমার গুনাহ কি আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে বড়?

এটা শুনে এ ব্যক্তি চুপ হয়ে গেল। তারপর বলা হল- হে যুবক! তুমি কোন গুনাহ করেছো। সে বলল- আমি একজন মহিলার সাথে যেনা করেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বললেন- হে যুবক! আমার কাছে তোমার বর্ণনায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, তুমি কারো গীবত করেছো। এখন আল্লাহর দিকে ফিরে যাও এবং সঠিক অন্তরে তাওবা কর। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

হাশরের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। সে বলবে, এটা আমার আমলনামা নয়। কেননা যে ভাল কাজ আমি করি নি তা এখানে রয়েছে। তখন তাকে বলা হবে- অমুক ব্যক্তি তোমার গীবত করতো। তাদের পূণ্যসমূহ তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে আরেক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে এবং তার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে। তখন সে বলবে- এটা আমার আমলনামা নয়। কেননা এর মধ্যে যে গুনাহ লিখা আছে তা আমার পক্ষ থেকে হয় নি। তখন তাকে বলা

[১২৮]। ইলমুল ইয়াকীন, পৃ. ১৯০

হবে- তুমি অমুক ব্যক্তির গীবত করতে। সুতরাং তার গুনাহ তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তোমার নেকীসমূহ তাকে দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা কাহিনী পড়ে এখন জানতে পারলেন যে, ছোগলখোরী শত দোষের মধ্যে থেকে একটি এবং তা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে। আপনাদের খেদমতে আল্লাহ তায়ালার কালামে পাক পেশ করছি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবত করা মানে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষন করা।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

হে ইমানদারগণ ! তোমরা ধারণা করা থেকে বাঁচ। কেননা কিছু কিছু খারাপ ধারণা করার মধ্যে তোমাদের বড় গুনাহ হয়ে যায়।

একই আয়াতের মধ্যে এটাও বর্ণিত হয়েছে-

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

আর কারো দোষত্রুটি খোঁজো না এবং একজন আরেক জনের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে থেকে কোন ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষন করবে। এমন হবে না; বরং ভয় কর এবং খালেছভাবে তাওবা কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী এবং অতিশয় দয়ালু। মুসলমান জাতিকে গীবত, ছোগলখোরী, দোষ খোঁজাখুজি থেকে রক্ষা করুন। আমাদের এ প্রার্থনাকে আল্লাহ কবুল করে ধন্য করুন। আমীন!

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

আটাশতম ভাষণ

হালাল ও হারামের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ক) হালাল ও হারাম শব্দদ্বয়ের পরিচিতি

১) হালাল (حلال) শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ

'আরবী ভাষায় হালাল (حلال) শব্দটি ح-ل-ل মূল ধাতু থেকে নির্গত। অভিধানে হাল্লুন (حلّ) শিরোনামে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। হালাল (حلال) শব্দটি মাসদার, বাব- দ্বরাবা। এর আভিধানিক অর্থ- বৈধ, মুবাহ্, অনিষিদ্ধ, জায়েয, বিধিসম্মত।[১২৯] ইসলাম ধর্ম অনুসারে বৈধ ও পবিত্র কাজ। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ 'আপনি এ শহরের বৈধ অধিবাসী।[১৩০] যেমন বলা হয় ابن حلال 'বৈধ সন্তান'।[১৩১] অপর অর্থ- গিঁঠ খোলা, যে বস্তু সামগ্রী হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, যেন তাতে একটা গিঁঠই খুলে দেয়া হয়েছে।[১৩২] কাপড়ের জোড়া খুলে দেয়াকে হাল্লাহ্ বলা হয়। কেননা তা পরিধানের জন্য খোলা হয়েছে। শহরের আবাদী অংশকে মহল্লা বলা হয়। যেহেতু পথিক সেখানে এসে স্বীয় আসবাব পত্র খুলে থাকে।[১৩৩]

১২৯। ড. ইব্রাহীম মাদকূর, মু'জামুল-ওয়াসিত, (জাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ২০০১ইং.) ১ম সং, পৃ. ১৯৩; লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া-আ'লাম, (দারুল-মাশারিক, বৈরুত, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১৪৭; ড. রাওয়াস ফাল'আজী ও ড. হামীদ সাদিক ফাইনাবী, মু'জামু লুগাতুল-ফুকাহা, (ইদারাতুল কুর'আন ওয়া উলুমুল-ইসলামিয়া, পাকিস্তান, ১৯৮৪ইং.),পৃ.১৮৪; ইবন মানযূর আল-আফরীকী, লিসানুল-আরব, (দারু ইহ্ইয়ায়িত-তুররাছিল-বৈরুত, (আরবী), ১৯৯৩ইং.) পৃ. ১৬৭; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, আল-কাওসার (মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৮৭ ইং, ২য় সং, পৃ.১৯৮); P.T. Hughes, Dictionary of Islam. (Oriental Book Reprint Corporation, New Delhi. 1976 AD.), P. 160.

১৩০। আল-কুর'আন, ৯০:২।

১৩১। মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, কামূসুল মানার, (মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৬ইং.), ১ম প্র. পৃ.৩১৫।

১৩২। মুফতি মুহাম্মদ শফি, তাফসীরে মা'আরেফুল কোর'আন, অনু. মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭ইং, ৩য় সং., ১ম খ., পৃ.৪৮০।

১৩৩। মুফতি আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী, তাফসীর না'ঈমী, লাহোর: মাকতারা ইসলামিয়া, তা.বি. ২য় খ., পৃ.১৪৫।

The Arabic worl 'halal' means Lawful, allowed, permitted, Legal, Freeing, Legitimate, Discharge etc.[১৩৪]
'Halal' means that which is untied or loosed' That which is lawful, as distinguished from Haram.[১৩৫]

হালাল (حلال) শব্দের পারিভাষিক অর্থ

'হালাল' ইসলামী শরী'য়তের একটি পরিভাষা। শরী'য়তের পরিভাষায় 'হালাল' বলতে বুঝায় মুবাহ, শরী'য়তের প্রবর্তক যা করার অনুমতি প্রদান করেছেন কিংবা যা করতে নিষেধ করেন নি।[১৩৬]

যে সকল বিষয় বৈধ হওয়া সম্পর্কে কুর'আন ও হাদীস দ্বারা পরিস্কারভাবে প্রমাণিত, তাকে বলা হয় 'হালাল'। অনুরূপভাবে যে কাজে বা খাদ্য গ্রহণে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না এবং অন্য কারো অধিকার ক্ষুন্ন হয় না শরী'য়তে তা 'হালাল' বলে বিবেচিত।[১৩৭]
কুর'আন ও হাদীসে হালাল শব্দটি বহুল প্রচলিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারামের বিপরীত হিসেবে হালালকে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৮] বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতৃবর্গ'।[১৩৯] অত:পর তিনি বলেছেন-

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

১৩৪। Eat-Halal.com.

১৩৫। P.T. Hughes, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

১৩৬। আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, الحلال والحرام في الاسلام অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ.২৮।

১৩৭। ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, এবিএম আব্দুল মান্নান মিয়া, হাফেজ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান; ইসলাম শিক্ষা, (তিতাস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ.) ১ম সং. পৃ. ৪৩।

১৩৮। কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ পানীপথী (র.), তাফসীরে মাযহারী (বাংলা), ১ম খ., (ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ.), ১ম সং. পৃ.৩৮৫; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫তম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৪।

১৩৯। আল-কুর'আন, ৪:২৩।

'উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।[১৪০] এখানে হারামের বিপরীত শব্দ হিসেবে হালালকে ব্যবহার করা হয়েছে।

২) হারাম (حَرَامٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ

'হারাম' (حَرَامٌ) আরবী; শব্দমূল ح-ر-م থেকে নির্গত। অভিধানে হারাম (حرام) শিরোনামে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।[১৪১]

'হারাম' শব্দটি মাস্‌দার। 'হুরমাত' থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ, সংরক্ষিত, সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়। 'হুরমাত' এর অর্থ হলো- হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়া। তাহ্‌রীম ও ইহ্‌রাম এর অর্থ হলো কোন বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা। হারামের স্থলে সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে আল-মুহার্‌রাম (বহুবচনে আল-মুহার্‌রামাত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ) শব্দটিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইহরাম অর্থ-হারাম করা। হারাম বলতে সে সব বস্তুকে বুঝায়, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[১৪২] The Arabic word 'Haram' means unlawful, illegal, Banned, Forbidden etc.[১৪৩]

অভিধানে 'হারাম' (الحَرَامُ) শব্দটি যেমন নিষিদ্ধ অর্থে এসেছে, তেমনি পবিত্র ও সম্মানিত অর্থেও এসে থাকে। যেমন, আল-বায়তুল হারাম (اَلْبَيْتُ الْحَرَامُ) পবিত্র

[১৪০]। আল-কুর'আন, ৪:২৪।

[১৪১]। ড. ইব্রাহীম মাদকূর, মু'জামুল-ওয়াসিত, (জাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ২০০১ খৃ.) ১ম সং, পৃ.১৯৩; লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া-আ'লাম, (দারুল-মাশারিক, বৈরুত, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ.১৪৭; ড.রাওয়াস ফাল'আজী ও ড. হামীদ সাদিক ফাইনাবী, মু'জামু লুগাতুল-ফুকাহা, (ইদারাতুল কুর'আন ওয়া 'উলুমুল ইসলামিয়া, পাকিস্তান, ১৯৮৪ খৃ.), পৃ.১৮৪; ইবন মানযূর আল-আফরীকী, লিসানুল-'আরব, (দারু ইহ্‌ইয়ায়িত-তুররাছিল (আরবী), বৈরুত, ১৯৯৩ খৃ.) পৃ.১৬৭; মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, আল-কাওসার (মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৭ ইং, ২য় সং, পৃ.১৯১); P.T. Hughes, Dictionary of Islam. (Oriental Book Reprint Corporation, New Delhi, 1976 AD.), P. 160.

[১৪২]। ড. ইব্রাহীম মাদকূর; মু'জামুল-ওয়াসিত, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, (ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৪১৫ হি./ ১৯৯৫ খৃ.) ২৫তম খ., পৃ.৫১৪; আ.ন.ম. আব্দুর রাজ্জাক, ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল হারাম, মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকা, (ই.ফা.বা., ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃ.), পৃ.১২৫।

[১৪৩]। Eat-Halal.Com

ঘর; আল-মাসজিদুল হারাম (اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) পবিত্র মসজিদ। আশ্ শাহ্‌রুল-হারাম (اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ) পবিত্র মাস।[১৪৪]

হারাম (حرام) শব্দের পারিভাষিক অর্থ

শরী'য়তদাতা যা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যা করলে পরকালে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, অনেক সময় দুনিয়ায়ও দন্ডভোগ করতে হয়, তাকে 'হারাম' বলে।[১৪৫]

মূলত: হারাম সে কাজকে বলা হয়- যা না করার ব্যাপারে শরী'য়ত সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছে এবং যা সম্পাদনকারী আল্লাহ্‌র অবাধ্য, ভর্ৎসনা ও শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়।[১৪৬]

আবুল ফাদাল জামাল উদ্দীন ইবন মানযুর হালাল-হারাম এর সংজ্ঞায় বলেন-

كُلُّ شَيْءٍ اَبَاحَهُ اللهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَهُ فَهُوَ حَرَامٌ

'যা আল্লাহ বৈধ ঘোষণা করেছেন তা 'হালাল' আর যা অবৈধ বলেছেন তা 'হারাম'।[১৪৭]

The activities which are prohibited by the clear instructions of the Quran and Sunnah and which are definitely avoidable and worth giving up are called Haram.

অতএব, যে নিষিদ্ধ 'আকীদা, 'ইবাদত, 'আদাত (আচার আচরণ), আখলাক্ব, মু'আমালাত (লেনদেন), মু'আশারাত (আচার-ব্যবহার), আয়-উপার্জন, খরচ,

[১৪৪]। মুফতি আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী, তাফসীর না'ঈমী, মাকতাবা ইসলামিয়া, লাহোর, তা.বি. ৪র্থ খ., পৃ.৬৩৪; ড. ইব্রাহীম মাদকূর, মু'জামুল-ওয়াসিত, প্রগুক্ত, পৃ.১৬৯।

[১৪৫]। আলামা ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল-ইসলাম, অনু.মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯খৃ.), ৭ম সং. পৃ. ২৮।

[১৪৬]। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫ তম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫; আ.ন.ম. আব্দুর রাজ্জাক, ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল হারাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

[১৪৭]। আবুল ফাদাল জামাল উদ্দীন ইবন মানযুর, লিসানুল আর, বৈরুত, তা.বি.খ.১১, পৃ. ১৬৭।

খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺএর সরাসরি ও দ্ব্যর্থহীন নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাই শরী'য়তে হারাম নামে পরিচিত।[১৪৮]

খ) হালাল (حلال) ও হারাম (حرام) এর পরিধি

ইসলামে হালালের পরিধি সুপ্রশস্ত। সে তুলনায় হারাম সীমাবদ্ধ। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই, যার সঙ্গে হালাল-হারামের সংশ্লিষ্টতা নেই। শরী'য়তের বিধান প্রণয়নে ইসলামের সর্বপ্রথম মূলনীতি হচ্ছে- আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য যত বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তা সবই হালাল ও মুবাহ। ফিকহ্বিদগণের মতে সমস্ত বস্তু মূলত বৈধ اَلْاَصْلُ فِي الْاَشْيَاءِ اَلْاِبَاحَةُ[১৪৯]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আসমান ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নির্দশন'।[১৫০]

হাদীস শরীফে আছে-

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبُنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَالَكُمْ

'রাসূলুল্লাহ্ ﷺকে চর্বি, মাখন, পনির ও নরম পশুর পোশাকের তৈরী বস্ত্রাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেন- 'আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা বৈধ ঘোষণা করেছেন, তা হালাল আর যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, তা হারাম। আর

১৪৮। ড. মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ্, মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, এবিএম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও হাফেয মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলাম শিক্ষা, ইং অনু. খন্দকার আবদুল মান্নান ও ইউ.কে.এম হোসনে আরা বেগম, Islamic studies (National curriculum & Test book Board, Dhaka, 1997 AD.), P. 68.

১৪৯। ইসলামী বিশ্বকোষ, (ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ২৫তম খন্ড, পৃ. ৫। আলামা ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, (খায়রুল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯খৃ.) ৭ম সং. পৃ.৩১; এ.বি.এম খালেক মজুমদার, ইসলামে হালাল ও হারাম, (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪ খৃ.) ১ম সং. পৃ. ২১।

১৫০। আল-কুর'আন; ৪৫:১৩।

যে ব্যাপারে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা তোমাদের জন্য ক্ষমাকৃত।' রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এখানে প্রত্যেক জিনিসের নাম ধরে ধরে কথা বলেন নি, একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। এ সূত্রানুপাতে হালাল-হারাম নির্ণিত হবে। যে সব বিষয়ে অবৈধতার ঘোষণা পাওয়া যাবে না, তা সবই হালাল।[১৫১] মহানবী ﷺ আরো বলেছেন-

اِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهُ وَحَلَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُ عَنْهَا

'আল্লাহ্ তা'আলা কতগুলো কাজকে ফরয করে দিয়েছেন, তোমরা এসব ফরয নষ্ট করো না। তিনি কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তোমরা সেসব সীমা অতিক্রম করো না। কিছু কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, তোমরা এর বিরোধিতা করো না। আর তিনি ভুলে না গিয়ে বরং অনুগ্রহ করে বহু বিষয়ে চুপ রয়েছেন। তাই তোমরা এসব বিষয়ে বিতর্ক করো না।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

'রাসূল (দ.) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো।[১৫২]

মহানবী ﷺ বলেছেন

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

'আমি যা তোমাদের আদেশ করি, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করি, তা থেকে বিরত থাকো।[১৫৩]

১৫১। আলামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩; এ.বি.এম, খালেক মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, মুহাররামুতন ইসতাহান বিহাল্লাস ইয়াজিবু'ল-হায়রু মিনহা, (দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, ১৯৯৪ খৃ., ১৪১৪ হি.), ২য় সং.পৃ.২।

১৫২। আল-কুর'আন; ৫৯:৭।

১৫৩। মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদরাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ইবন মাজাহ, রশিদিয়া কুতুবখানা, দিল্লী, তা.বি. পৃ. ২।

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَمَابَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ الخ

নু'মান বিন বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট। হারাম সুস্পষ্ট আর মধ্যখানে যা রয়েছে তা সন্দেহযুক্ত।[১৫৪]

ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ হালাল-হারাম নির্ণয়ের জন্য একটি সূত্র ব্যবহার করে থাকেন, তা হল-যা ক্ষতিকারক তা হারাম আর যা যা ক্ষতিকারক নয় তা হালাল।[১৫৫]

গ) হালাল-হারাম ঘোষণার অধিকার

আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী করীম (দ.) ব্যতীত অন্য কেউ হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার রাখেন না। কাজেই আল-কুর'আন ও হাদীসই কেবল হালাল-হারামের মানদন্ড। নবী করীম (দ.)ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কুর'আনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক কিছুর ব্যাপারে পর্যালোচনা করেছেন। অন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোন কিছু হালাল কিংবা হারাম করার অধিকার নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ

'(হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো? আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন, তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছো'। বলুন, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?'[১৫৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

[১৫৪]। মুফতি আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী, মির'আতুল মানাযীহ, দিল্লী, ৪র্থ খ., পৃ.২২৯।
[১৫৫]। মুফতি আহমদ ইয়ার খান না'ঈমী, তাফসীর না'ঈমী, মাকতাবা ইসলামিয়া, লাহোর, তা.বি. ২য় খ., পৃ.১৪৫।
[১৫৬]। আল-কুর'আন; ১০:৫৯।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'এদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে? যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের- যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি। ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'।[১৫৭]

তিনি আরো বলেন-

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

'তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করবে, তারা সফলকাম হবে না'।[১৫৮]

তিনি আরো বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ –

'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সে সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন, তা হতে ভক্ষণ করো এবং ভয় করো আল্লাহ্কে, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী'।[১৫৯]

রাসূল করীম (দ.) হালাল-হারামের অধিকার যে রাখেন তার কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে পেশ করলাম।

[১৫৭]। আল-কুর'আন; ৪২:২১।
[১৫৮]। আল-কুর'আন; ১৬:১১৬।
[১৫৯]। আল-কুর'আন; ৫:৮৭-৮৮।

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰي اِمْرَاَتِي وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ اِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لَا قَالَ اِجْلِسْ وَمَكَثَ النَّبِيُّ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰي ذَالِكَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرْقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَالْعَرْقُ الْمِكْتَالُ الضَّخْمُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلٰي اَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلَ بَيْتٍ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتّٰي بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা মহানবীর দরবারে বসা ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার কি হয়েছে? উত্তর দিলেন- আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সাথে সহবাস করে বসেছি। রাসূল করীম ﷺ বললেন- তুমি কি আযাদ করার মত কোন দাস-দাসী পাবে? উত্তরে বললেন- না। রাসূল করীম ﷺ বললেন, তুমি লাগাতার দু'মাস রোযা রাখতে পারবে? লোকটি না বলাতে রাসূল করীম ﷺ বললেন, তুমি কি ষাট জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে? উত্তরে বললেন- না। রাসূল করীম ﷺ বললেন- বসে যাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাঁর কাছে এক টুকরি খেজুর আসলে রাসূল করীম ﷺ বললেন- সে প্রশ্নকারী কোথায়? এ খেজুর নিয়ে সাদকা করে দাও। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- তা কি আমার চেয়ে অভাবীকে সাদকা করব? রাসূল করীম ﷺ ফরমালেন- হ্যাঁ। লোকটি বললেন- আল্লাহর কসম! মক্কা আর মদীনার মধ্যে আমার চেয়ে বেশি অভাবী কেউ নেই। রাসূল করীম ﷺ হেসে বললেন- তুমি তোমার পরিবারকে তা খাওয়ায়ে দাও। উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে মহানবী ﷺ স্বীয় সাহাবী সালমা বিন সাখর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের সাদকা নিজেকে খাওয়ার অনুমতি

দিয়েছেন। ইমাম যুহরী বলেছেন- তা একমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্য খাস। অন্য কারো জন্য সে অনুমতি নেই।[১৬০]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنه قال خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم يا ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله صلي الله عليه وسلم فسكت حتي قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم علي انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- মহানবী ﷺ আমাদেরকে ভাষণ দিয়ে বললেন- হে মানবমন্ডলী? তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করা হয়েছে, কাজেই তোমরা হজ্ব করো। এক ব্যক্তি (আকরা' বিন হাবিস) জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রত্যেক বছর ফরয? নবীজি চুপ রইলেন। তিনি তিনবার জিজ্ঞাসার পর বললেন- আমি না বললে তা প্রত্যেক বছর ফরয হয়ে যেতো। তোমাদের পক্ষে তা সম্ভব হতো না। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়- রাসূল ﷺ যা অনুমোদন দেন তা-ই শরী'য়ত।[১৬১]

'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-রাসুল ﷺ সাদকা-ই ফিত্র ওয়াজিব করেছেন রোযাকে ব্যর্থতা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা এবং মিসকিনদের অন্ন যোগানোর নিমিত্তে।[১৬২] বুঝা যায় যে, রাসূলই সাদকা-ই ফিতর ওয়াজিব করেছেন।

১৬০। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.১৭৬। 'আলী বিন সুলতান মোল্লা কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, ইশায়াতুল ইসলাম কুতুব খানা, দিল্লী, ৪র্থ খ., পৃ.২৬৪।

১৬১। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২২০।

১৬২। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৬০।

ক) উপার্জন শব্দের অর্থ

উপার্জন শব্দের আভিধানিক অর্থ

উপার্জনের আরবী প্রতিশব্দ كسب, (কাসাব) যার মূল অর্থ রিয্ক অন্বেষণ করা। আল্লামা সিবওয়াইয়্যা বলেন, كسب এর অর্থ হলো- تصرف (তাসাররফা), اجتهد (ইজতাহাদা) ক্ষমতা প্রয়োগ বা চেষ্টা করা।[১৬৩] উপার্জনের আভিধানিক অর্থ- আয়, কামাই, রোজগার, প্রাপ্তি, লাভ, সংগ্রহ, যা ভিতরে আসে (What comes in মূলধন বা মুনাফা যে জাতীয় হোক) তাই নির্দেশ করে।[১৬৪]

উপার্জন শব্দের পারিভাষিক অর্থ

সাধারণ কাজের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে আয় বা উপার্জন বলে। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় আয় হল, সামগ্রীর প্রবাহ নতুন সম্পদ সৃষ্টি যা দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছরের মত একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্টি হয়।[১৬৫]

ইবনুল আছীর বলেছেন, 'উপার্জন' (كسب) বলা হয়- الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة "রিয্ক্ব ও জীবন-জাপনের উপকরণ অন্বেষণে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো।[১৬৬]

অপরদিকে ব্যক্তি, পরিবার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের প্রতি কার্যাবলি বা সম্পদ থেকে যে অর্থ বা দ্রব্যাদির প্রবাহ আসে তাকে আয় বা উপার্জন বলে।[১৬৭]

অর্থনীতিবিদ সেলিগম্যানের ভাষায়, 'আয় হল অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সম্পদ হতে সৃষ্ট তৃপ্তি প্রবাহ।[১৬৮]

১৯৮৪ সনের আয়কর অধ্যাদেশ আইনের ২ (৩৪) ধারায় আয়ের সংজ্ঞায় ২০ ধারায় উল্লেখিত ৭টি খাতের (বেতন, লগ্নিপত্রের সুদ, গৃহসম্পত্তি, কৃষি,

১৬৩। আবুল ফাদাল জামাল উদ্দীন ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, তা.বি.খ.১১, বৈরুত, খ.১ম, পৃ.৭১৬।
১৬৪। আবু ইসহাক, বাংলা একাডেমী সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান, (বাংলা একাডেমী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩ খৃ.), ১ম সং., পৃ.২০৪।
১৬৫। মুহাম্মদ লুৎফুল হক ও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, ধনবিজ্ঞানের কথা, (বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ.), ২১তম খ., পৃ. ৪২।
১৬৬। আবুল ফাদাল জামাল উদ্দীন ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, বৈরুত, তা.বি.খ.১১, খ.১, পৃ.৭১৬।
১৬৭। ড. মনজুর মোরশেদ, ড. শান্তি রঞ্জনদাস, আ.ন.ম. শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
১৬৮। মুহাম্মদ লুৎফুর হক ও ড. প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

ব্যবসায় বা পেশা, মূলধনী লাভ) ও অন্যান্য উৎস থেকে যে কোন প্রাপ্তি ও মুনাফা।[১৬৯]

খ) হালাল-হারাম উপার্জনের পরিচয়

হালাল উপার্জনের পরিচয়

জীবনযাত্রা পরিচালনায় ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যেমন দুনিয়ার মানুষ একমত, সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম দু'টি ব্যবস্থার ব্যাপারেও সবাই একমত। হালাল ব্যবস্থা মানে বৈধ উপার্জন। আল্লাহ্ ও রাসূল (দ.)'র নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয়-উর্পাজন করা হয়, তাকে ইসলামী পরিভাষায় হালাল উপার্জন বলে। হালাল উপার্জন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণময়।[১৭০]

ধন উপার্জনের যে সব পন্থা বা উপায় অবলম্বিত হলে ধন উপার্জন প্রচেষ্টার সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তি তার ন্যায়সংগত সুফল ভোগ করতে পারে, তা সবই হালাল উপার্জন।[১৭১]

হালাল উপার্জনের লক্ষ্য হচ্ছে-দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি লাভ এবং উপার্জিত সম্পদ দ্বারা বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ সাধন।[১৭২] কুর'আনে হালাল উপার্জনের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- হে ইমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।[১৭৩]

হারাম উপার্জনের পরিচয়

হালাল উপার্জনের বিপরীত হলো হারাম উপার্জন। আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ যে সব পন্থায় আয়-উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, সেটাই হারাম উপার্জন। ন্যায়নীতি বর্জিত মানবতা বিরোধী এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর পন্থায় আয়ের ব্যবস্থা করাকে হারাম উপার্জন বলে।[১৭৪] ধন উপার্জনের যে সব পন্থা বা উপায়

১৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।
১৭০। শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, (সোনালী সোপান, ঢাকা, ১৯৯৭খৃ.), ১ম সং., পৃ. ১০৪।
১৭১। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামী অর্থনীতি, সংকলনে. প্রফেসর ডঃ খুরশীদ আহমদ, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ইং, ১ম সং, পৃ.৯৫।
১৭২। শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা, (সোনালী সোপান, ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ.), ১ম সং., পৃ. ১০৪
১৭৩। আল-কুর'আন; ৪:২৯-৩০।
১৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

অবলম্বিত হলে এক ব্যক্তির লাভ ও অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয় তা সবই হারাম উপার্জন।[১৭৫]

হারাম উপার্জনের কতিপয় পদ্ধতি হল- ১, উৎকোচ ২. সম্পদ আত্মসাত ৩. চুরি ৪. এতিমের অর্থ তসরূপ ৫.বেশ্যাবৃত্তি ও দেহ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৬. মদ ব্যবসা ৭. জুয়া ৮. মুর্তি বিক্রয় ৯. সুদের কারবার ১০.জ্যোতিসী ব্যবসা ইত্যাদি।[১৭৬]

গ) উপার্জন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও ইসলাম

অর্থ-সম্পদ উপার্জনে ইসলাম বিধি নিষেধ আরোপ করেছে, শুধু বৈধ পন্থায় তা অর্জন করতে হবে। আর অবৈধ পন্থায় তা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও ইসলামের দৃষ্টিতে তার অসারতা নিম্নে তুলে ধরলাম।

১) জাবরিয়াদের মতবাদ ও তার অসারতা

একদল পন্ডিত বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্র ইখতিয়ার ও ক্ষমতাই ব্যাপক হওয়ায় মানুষের চিন্তা-কর্ম, ধ্যান-ধারণা, অর্জন ও বর্জন তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। বান্দার সব কৃতকর্ম সেই মহান শক্তিশালী খোদার একান্ত অধীন। মানুষের অর্জনের কোন স্বাধীনতা নেই, সবই সে মহা নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণে। এ মতানুসারীদেরকে বলা হয়-'জাবরিয়া'।[১৭৭]

তাদের মতে, ধনী-দরিদ্র স্রষ্টার অমোঘ বিধান, এতে মানুষের বিন্দুমাত্র হাত নেই। আল্লাহ্ পরীক্ষামূলকভাবে কাউকে ধনী, কাউকে গরীব বানিয়েছে।[১৭৮] তাদের ধারণায় আল্লাহ্র নির্দেশেই মানুষ ধনী ও দরিদ্র হয়। সুতরাং অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ঐ অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা সমাজ সংশোধনের প্রতিটি দ্বারকে রুদ্ধ করে দেয়, কৃত্রিমভাবে জুলুম-নির্যাতনের দ্বারকে উন্মোচিত করে এবং মানুষকে সৃজনশীল উপার্জন সুখী কর্মোদ্যমী হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করে। প্রাথমিক কর্মোদ্যমী

১৭৫। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামী অর্থনীতি, সংকলনে. প্রফেসর ডঃ খুরশীদ আহমদ, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ইং, ১ম সং, পৃ.৯৫।

১৭৬। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, ইসলামী অর্থনীতি, সংকলনে. প্রফেসর ডঃ খুরশীদ আহমদ, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ইং, ১ম সং, পৃ.৯৬।

১৭৭। গাজী শামছুর রহমান, মুসলিম আইনের রূপরেখা, (আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭০ খৃ.), ১ম সং., পৃ. ৩৭।

১৭৮। ইউসুফ আল-কারযাভী, মুশকিলাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা আলাজাহাল ইসলাম, (মাকতাবায়ে ওহাবা, কায়রো, ১৯৮৬ খৃ.), ৫ম সং., পৃ. ৭।

হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবেও এরূপ মতবাদের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৭৯] তাই তাদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،

'আর তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্ যে রিযিক তোমাদের দান করেছেন, তা হতে কিছু আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। তখন কাফিররা ইমানদারদের বলেন, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্ তাকে খাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন খাওয়াবো? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছো?"[১৮০]

ইসলাম ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকার নির্দেশ দেয়নি। বরং উপার্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে বলেছে। আল্লাহ ইরশাদ করছেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ

'অত:পর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।'[১৮১] এর দ্বারা শরী'য়ত স্বীকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন হালাল পন্থা অবলম্বন করে হালাল জীবিকা অন্বেষণকে বুঝানো হয়েছে।[১৮২]

একদা রাসূলুল্লাহ্ (দ.)কে তাবিজ ও ঔষধ গ্রহণ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- এগুলো তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে কি না? তিনি উত্তরে বললেন- তাবিজ এবং ঔষধ গ্রহণও তাকদীরে ইলাহীর অন্তর্ভূক্ত। দারিদ্র, অভাব যেহেতু একটা সমস্যা, তা যদি তাকদীরে ইলাহীই হয়ে থাকে তবে তার সমাধানও বিমোচনকল্পে উপার্জনের চেষ্টা চালানো তাকদীরে ইলাহীরই

১৭৯। ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, অর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (ই.ফা.আ. ঢাকা, ২০০৪ খৃ., পৃ. ৬৫।

১৮০। আল-কুর'আন; ৩৬:৪৭।

১৮১। আল-কুর'আন; ৬২:১০।

১৮২। মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আল-কুরতুবী, আল-জামি'লি আহকামিল কুর'আন (তাহকিকুত তুরাস, মিসর, ১৯৮৭ খৃ.), সং. ১৯, পৃ. ১০৮।

আওতাভুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) এর ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করতে বলেছেন।[১৮৩]

হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- 'রিযিক অন্বেষণ করা ব্যতীত তোমাদের কেউ একথা বলে ঘরে বসে থেকো না', হে আল্লাহ্! আমাকে রিযিক দাও।' কারণ সে জানে আকাশ স্বর্ণ-রৌপ্য বর্ষণ করে না।[১৮৪]

জাবরিয়াগণ দারিদ্রতায় তুষ্টির কথা বলে থাকে। অথচ উপার্জন বিমুখ অলস থেকে দারিদ্রের কষাঘাতে নিস্পেষিত হয়ে আপনজনসহ মানবেতর জীবন যাপন স্বল্পেতুষ্টির যথার্থ অর্থ নয়। বরং স্বল্পেতুষ্টি (القناعة) হলো অপরের সম্পদের প্রতি অবৈধ লোভ ও হিংসা পরিহার করে বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জন করে নিজ ধন-সম্পদের উপর সন্তুষ্ট থাকা। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র স্বচ্ছলতা অর্জনের জন্য দো'য়া করতে গিয়ে বলেছেন- اللهم تكثر ماله "হে আল্লাহ্! তাঁর সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও"।[১৮৫]

২) সন্যাসীদের মতবাদ ও বাতুলতা

এ মতবাদের অনুসারীগণ দারিদ্রকে আল্লাহ্র একটা নিয়ামত ও আশীর্বাদ মনে করে এবং পার্থিব স্বচ্ছলতাকে খোদাদ্রোহিতার নামান্তর বলেছে। তাদের ধারণা দরিদ্র ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখিরাতের প্রতি অনুরাগী হতে পারে।[১৮৬] পবিত্র কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'র সুন্নাতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাতে দুনিয়ার কল্যাণ অন্বেষণের তাগিদ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ বান্দাকে দো'য়া করতে শিখিয়ে দিয়েছে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং দোযখের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা কর।[১৮৭]

১৮৩। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী, ফতহুলবারী (দারুল মা'আরিফ, বৈরুত, ১৯৮৮ খৃ.), খ., ৪, পৃ. ২৫৯।

১৮৪। ড. সোয়াদ ইব্রাহীম সালেহ, মাকদিউন নিজাম আল-ইকতিসাদী আল-ইসলামী ও বা'দু তাতবিকাতিহি (দারুল মিয়া, কায়রো, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ৬৩।

১৮৫। ড. মুহাম্মদ জাকির হোসেন কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

১৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১৮৭। আল-কুর'আন; ২:২০১।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন তা দ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকালে তোমাদের অংশ ভুলে যেও না"।[১৮৮]

দুনিয়া পরিত্যাগ বা বৈরাগ্যবাদ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"বৈরাগ্যনীতি (সংসার ত্যাগ) তারা (হযরত ঈসা আ. এর অনুসারীরা) নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে। এটা আমি তাদের প্রতি লিখে দিইনি। আমি তো লিখে দিয়েছিলাম কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসন্ধান। কিন্তু তারা সে কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করেনি"।[১৮৯]

উপার্জন বিমুখ দারিদ্র মানুষকে কুফরীর নিকটবর্তী করে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দো'য়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ اَنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে কুফরী এবং দারিদ্র হতে আশ্রয় চাই"।[১৯০] তাই উপার্জন বিমুখতা ও দারিদ্রের কারণেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হানাহানি, সন্ত্রাস, হত্যা, অনিয়ম আর দুর্নীতি দেখা দেয়। শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, বহুমাত্রিক অপরাধ প্রবণতা ও বিশৃংখলা বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা ও স্থিতিশীলতা হুমকীর সম্মুখীন হয়। মানুষের সুখ-শান্তি সুদূর পরাহত হয়ে যায়। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের উভয় জীবনই নিস্ফল ও ব্যর্থ হয়ে যায়। যা ইসলাম ধর্মের কাম্য নয়।

১৮৮। আল-কুর'আন; ২৮:৭৭।

১৮৯। আল-কুর'আন; ৫৭:২৭।

১৯০। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ১০১।

৩) পুঁজিবাদী মতবাদ ও ভ্রষ্টতা

পুঁজিবাদীদের মতে, ব্যক্তি তার উপার্জিত সম্পদের পূর্ণ মালিক, এতে দরিদ্র ও বঞ্চিতের কোন অধিকার নেই। H.G. Weels- এর ভাষায় পুঁজিবাদী বলতে সাধারণত কিছু কঠিন ঐতিহাসিক শব্দ অনিয়ন্ত্রিত অর্থোপার্জনের মানসিকতা এবং জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হলেও বিকৃত সুযোগ-সম্মানকেই বোঝায়।[১৯১]

পুঁজিবাদী তার সম্পদকে যে কোন পথে আয়-ব্যয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে।[১৯২] এখানে ব্যক্তি মালিকানার পূর্ণ স্বীকৃতি এবং তা ভোগ-দখল ও উপার্জনে মালিকের স্বেচ্ছাচারিতা প্রাধান্য পায়। তারা জনকল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচন কল্পে সম্পদ ব্যয় করতে বাধ্য নয়। কারুনের ধ্যান-ধারণার সাথে তাদের অভিমতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[১৯৩] কারুন সম্বন্ধে আল-কুর'আনের ভাষ্য

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

"পরিশেষে আমি তাকে ও তার প্রাসাদকে জমীনে পুঁতে ফেললাম। পরে তারও আর এমন কোন সাহায্যকারী ছিল না যে আল্লাহ্র মোকাবিলায় তার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। আর না সে নিজে কোন সাহায্য করতে পেরেছে।[১৯৪]

সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো- সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্, বান্দা আমানতদার বা তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তাঁর নির্দেশিত পথে এসব সম্পদ উপার্জন, রক্ষনাবেক্ষণ ও এর সুফল ভোগ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

১৯১। ড. এম.এ. মান্নান, ইসলামী অর্থনীতি, তত্ত্ব ও প্রয়োগ (ইসলামিক ইকনোমিক্স রিচার্স ব্যুরো, ঢাকা, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ২৯।

১৯২। ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, অর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, (ই.ফা.বা., ঢাকা, ১২৪৫ হি./ ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৬৪।

১৯৩। প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৮।

১৯৪। আল-কুর'আন; ২৮:৮১।

"আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহ্র) হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন আর যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ"।[১৯৫]

তিনি আরো বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

"যে সব ধন-সম্পদ আমি তোমাদেরকে দান করেছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর"।[১৯৬]

আল-কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে-

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"সে দিন অবশ্যই নিয়ামত বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে"।[১৯৭]

আখিরাতের বিচার দিবসে হাশরের মাঠে সকল বনী আদমকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন-

لَاتَزُوْلُ قَدْ مَا اِبْنِ اٰدَمَ يَوْمَ القِيَامَةَ حَتّٰي يَسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شِبَاهِ فِيمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا اَنْفَقَهُ وَمَاذَلَّ عَمَلٌ فِيمَا عَلِيْمُ

যার উত্তর না দেয়া পর্যন্ত তারা এক কদমও নড়াচড়া করতে পারবে না, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন হবে সম্পদ কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে এবং কিভাবে তা ব্যয় করা হয়েছে"।[১৯৮] তাই ইসলামে ব্যক্তির ইচ্ছামত সম্পদ উপার্জন, ব্যয় ও কুক্ষীগত করার কোন অবকাশ নেই।

পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারণায় ধন-সম্পদ (Wealth) উপার্জন, ভোগ ও সঞ্চয়ই বড় কথা। এ ব্যবহারে ব্যক্তির কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। এখানে মুনাফা অর্জনই শেষ কথা। সে মুনাফা শ্রমিক শোষণ করেই হোক,

১৯৫। আল-কুর'আন; ৪২:১২।

১৯৬। আল-কুর'আন; ২:২৫৪।

১৯৭। আল-কুর'আন; ১০২:৮।

১৯৮। আবু ঈসা আত-তিরমিযী, আল-জামি (দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস্ত আল-'আরবী, তা.বি., বৈরুত) ৪র্থ খ., পৃ. ৬১২, হাদীস নং- ২৪১৬।

সমাজকে ঠকিয়েই হোক বা রাষ্ট্রকে কর ফাঁকি দিয়েই হোক। পুঁজিবাদীদের মতে, অর্থনীতি কোন ন্যায়শাস্ত্র নয় সেখানে উপার্জন ও মুনাফাই বড় কথা। সেখানে সামাজিক অকল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী যেমন মদ, গাঁজা, আফিম, হিরোইন, পর্ণা ছবি প্রভৃতি যতই অকল্যাণকর হোকনা কেন তা উৎপাদন, বিক্রয় ও মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। কারণ ঐ সমস্ত দ্রব্যের 'উপযোগিতা' (Utilities) আছে। অথচ মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম ইসলাম ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপনন সম্পূর্ণভাবে হারাম ঘোষনা করেছে। যা মানুষ এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়, তা ইসলামী অর্থনীতি অনুমোদন করে না।[১৯৯] আল্লাহ্ বলেন- "হে ইমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা এবং লটারি অপবিত্র শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তা থেকে বিরত থাক, যাতে সফলকাম হতে পার।[২০০]

পুঁজিবাদের নিজস্ব ধর্ম পুঁজি পুঞ্জীভূতকরণ। সে পুঁজি পাপের, না পুণ্যের তা বিবেচ্য বিষয় নয়। তাই আয়-বৈষম্যের বিশাল পাহাড় মানবতাকে আঁড়াল করে গ্রাস করেছে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানুষ্যত্বকে বিশাল অট্টালিকার পাশে, তাই মানব-দানব ক্ষুধা-তৃষ্ণায় লাশ হয়ে পড়ে থাকে। ন্যায় বিচার ও সমতার প্রশ্ন সেখানে অবাস্তব।[২০১]

অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য (সম্পদ) স্তূপীকৃত করে রাখে কিন্তু মানুষের কল্যাণে তা ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও"।[২০২]

ধনতান্ত্রিক এ অর্থ ব্যবস্থায় অবৈধ সূত্র হতে প্রাপ্তি ও আয়করের আওতায় আয় হতে পারে। বৈধতা-অবৈধতা এখানে বিবেচ্য নয়। মিনিস্টার অব ফিন্যান্স বনাম স্মিথ মকদ্দমায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২০৩] মূলতঃ পুঁজিবাদের উপার্জন নীতির উপর ধর্মের কোন প্রভাব নেই বলেই, ন্যায়-নীতি বা শুভ-অশুভ সেই

১৯৯। নুরুল ইসলাম মানিক, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, (ই.ফা.বা., ঢাকা, রবিউস সানি ১৪৩০/এপ্রিল ২০০৯ খৃ.), ৩য় সং., পৃ. ১১৪।
২০০। আল-কুর'আন; ৫:৯০।
২০১। নুরুল ইসলাম মানিক, দরিদ্র বিমোচনে ইসলাম, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৪।
২০২। আল-কুর'আন, ৯:৩৪
২০৩। মনজুর মোরশেদ মাহমুদ, ড. শান্তি রঞ্জন দাস ও আ.ন.ম শরীফ, আয়কর, (পদ্মা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ খৃ.), ১ম সং., পৃ. ৩০

অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। অথচ ইসলামী অর্থনীতির পুরোটাই ধর্ম নিয়ন্ত্রিত।

ইসলামে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি এ সব কিছুই ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। মানুষকে শোষণ করে অধিক মুনাফা উপার্জনের কলুষিত পথকে ইসলাম ঘৃণা করে, প্রত্যাখান করে।[২০৪]

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন-

مَنْ اِحْتَكَرَ الطَّعَامَ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْبَرِيَ مِنَ اللهِ وَبَرِيَ اللهُ مِنْهُ

"যে ব্যক্তি চড়া দামের আশায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য দ্রব্য মজুদ করে রাখে তার সাথে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (দ.) এর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে"।[২০৫]

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) আরো বলেছেন- "যে ব্যক্তি মুসলমানদের লেনদেনে হস্তক্ষেপ করে মূল্যবৃদ্ধি করবে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন"।[২০৬] আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- "তোমরা এমন সমাজ কায়েম করো না, যাতে সম্পদ ক্ষুদ্র ধার্মিক চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়ে থাকে"।[২০৭]

ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ উপার্জন ও উৎপাদনের উপাদানগুলোকে ধনী শ্রেণীর হাতে কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ করে দেয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার উৎপাদন ব্যবহার জন্ম দেয়। এর ফলে শ্রমিকের রক্তে গড়ে ওঠে ধনীর সম্পদের পাহাড়। ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণী হয় অবহেলিত ও শোষিত। এ অবহেলা ও শোষণ তাদের অন্তরে প্রতিহিংসার জন্ম দেয় এবং শুরু হয় 'শ্রেণী সংগ্রাম' (Class struggle) সামাজিক সাম্য ও অন্যান্য বন্টন প্রক্রিয়াই এর জন্য দায়ী।[২০৮]

নবী করীম (দ.) এর সাম্যবাদ নীতিতে শ্রেণী সংগ্রামের কোনই সুযোগ নেই।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

২০৪। নুরুল ইসলাম মানিক, দরিদ্র বিমোচনে ইসলাম, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫।
২০৫। ইমাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া, ফাতাওয়া, (মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়া, কায়রো), ২৮তম খৃ., পৃ. ৭৫।
২০৬। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, প্রগুক্ত; পৃ. ২২৫।
২০৭। নুরুল ইসলাম মানিক, দরিদ্র বিমোচনে ইসলাম, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৪।
২০৮। প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫।

কারণ ইসলাম সম্পদ ভেদে শ্রেণী ভেদ করে না, সব মানুষ সমান, কর্মগুণেই মানুষ ছোট-বড় হয়।[২০৯] ধনসম্পদ জাগতিক পৃথিবীর তুচ্ছ বস্তু। একে নিয়ে বড়াই করা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের জন্য অত্যন্ত লজ্জার ও হীন কাজ।

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ ও ব্যক্তি মালিকানা পুঁজিবৃদ্ধি কল্পে শ্রমিক শোষণের নিন্দনীয় ধারণাকে ধারণ করে বলেই এক সময়ের প্রয়োজনে সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। অথচ ইসলামী উপার্জন ব্যবস্থা সব সময়ই শ্রমিক অধিকার এবং মালিক শ্রমিকদের সাম্য ও সুসম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।[২১০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চুক্তিগুলো অবশ্যই পূর্ণ কর"।[২১১] রাসূল (দ.) বলেছেন-

قَالَ مَطَلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

ধনী সম্পদে আদায়ে টাল-বাহনা করা (মারাত্মক) যুলুম।[২১২]

রাসূলুল্লাহ্ (দ.) মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের কথা একান্ত আবেগের সাথে বলেন-

اِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ

"যারা তোমাদের কাজ করছে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ ওদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন"।[২১৩]

৪) সমাজতন্ত্রী মতবাদ ও এর খণ্ডন

অসাম্য দূরীকরণ ও শ্রমিক শোষণ নির্যাতন রোধকল্পে পৃথিবীতে যাকে জন্ম দেওয়া হয় তাকে 'মানবীয় তন্ত্র' যার নাম সমাজতন্ত্র (Socialism/communism)।[২১৪] সাম্যবাদী ব্যবস্থার লক্ষ্যে বর্তমান ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠু উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন

২০৯। আল-কুর'আন; ৪৯:১৩।
২১০। নুরুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৬।
২১১। আল-কুর'আন; ৫:১।
২১২। আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, ১৪০৯ হি., কিতাবুল হাওলাহ, হাদীস নং- ২১১২৫।
২১৩। আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, ১৪০৯ হি., হাদীস নং- ২৯।
২১৪। নুরুল ইসলাম মানিক, দরিদ্র বিমোচনে ইসলাম, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৬।

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের যথাযথ আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল যে নীতি অবলম্বন করে, তাকেই সমাজতন্ত্র মতবাদ বলে।[২১৫] সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানা যেহেতু শ্রমিক শোষণের জন্ম দেয় এবং মানুষের অধিকার খর্ব করে, তাই সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-মালিকানাকে বিলোপ করে সকল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে সোর্পদ করেছে। অথচ রাষ্ট্রও যে শোষক হতে পারে- এ ধারণা সমাজবাদের জন্মদাতাদের ছিল না। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে মানুষ হয়ে গেল শ্রম-দাস। রাষ্ট্র ন্যায়-অন্যায় যা করুক তার প্রতিবাদ করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা, তার সাজা মৃত্যুদন্ড। মানুষকে মুক্তি দিতে গিয়ে তাকে 'চিরমুক্ত' দেয়ার অবস্থা!

কিন্তু ইসলাম এ অভিমতকে সমর্থন দেয়না। কেউ শোষণের পথ পরিহার করে শরী'য়াত নির্ধারিত পন্থায় উপার্জন করে সম্পদের মালিক হলে দোষের কারণ নেই বরং সে প্রশংসারই পাত্র হবে। হাদীস শরীফে এসেছে-

نِعْمَ المَالُ الصَالِحُ لِلْمَرْءِ الصَالِحِ

"নেক ব্যক্তির কাছে হালাল পন্থায় উপার্জিত সম্পদ কতই না উত্তম"।[২১৬]

عَنْ رَافِعِ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَيُّ الكَسَبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٌ

রাফি' বিন খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-নবীজির খেদমতে প্রশ্ন করা হল, কোন উপার্জন উত্তম? উত্তর দিলেন- বান্দা নিজ হাতে কাজ করে যা উপার্জন করে এবং প্রত্যেক ব্যবসা মাকবুল।।[২১৭]

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক গোষ্ঠীর এক চেটিয়া কর্তৃত্বের থাবায় সকল জনতা নিজ ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে নিরুপায় শৃংখল আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী সুবিচারের সাথে বন্টন করা হলেও এর উপকারিতা ক্ষতির তুলনায় নগণ্য। মানুষ বিভিন্নমুখী প্রতিভা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সেগুলো পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া এবং সম্মিলিত সমাজ জীবনে সে

২১৫। ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, অর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।
৮৫। তিবরানী কাবিরুল আওসাতে 'আমর ইবনুল 'আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ হাদীস খানা বর্ণনা করেছেন।
২১৭। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪২

অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করার মাঝেই সমাজ সভ্যতার উন্নতি নির্ভরশীল। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।[২১৮]

সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক সমস্যাকে জীবনের মূল সমস্যা ধরে গোটা জীবনকে এর চারপার্শ্বে ঘুরাতে চায়। এটা তার মৌলিক ভ্রান্তি। সমাজতন্ত্র সকল সমস্যাকে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণে দেখে থাকে। ধর্ম, নৈতিকতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান মোটকথা নিজের পরিসীমার মধ্যে প্রতিটি দিক শুধু অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, যার কারণে মানব জীবনের ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।[২১৯] এ ধরনের সাম্য ও সমতার উড়ানো বুলি পৃথিবীতে একশত বছরও টিকতে পারেনি। বিরাট ধস সমাজতন্ত্রের স্বপ্নসৌধকে গুড়িয়ে একাকার করে দিয়েছে। মার্কস, এঞ্জেলস্, লেনিন, ট্যালিন আজ ইতিহাসের আবর্জনা। স্বয়ং সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি রাশিয়া ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে লেনিন-স্ট্যালিনের তন্ত্রে। কি নির্লজ্জ পরাজয়, কি লাঞ্ছিত বরবাদি।[২২০]

ইসলামের এবং মহানবী (দ.)'র সাম্যবাদ সেরূপ নয়। চাকরকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজ তপ্ত বালুকায় উটের রশি ধরে পথ চলার ও খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত 'উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে নিজ স্কন্ধে আটা বহন করে দরিদ্রের ঘরে পৌঁছে দিতে অনুপ্রাণিত করে ইসলাম।[২২১] ইসলামের সাম্যবাদ নীতির এ দৃষ্টান্ত মানুষকে পরকালের জবাবদিহিমূলক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে উৎসাহিত করে। রাসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন- "অসদাচরণকারী মালিক বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না"।[২২২]

আসলে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র জমজ সন্তান। মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও ইসলামী উপার্জনীতির বিপরীত তাদের মধ্যে মিল রয়েছে। কারণ, পুঁজিবাদ হলো ব্যক্তির দ্বারা আর সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র কর্তৃক শোষণ করা। এসব তন্ত্রেই নেই কোন নৈতিকতা; বরং তা ভোগবাদের লাগামহীন গ্লানি থেকে উৎসারিত। তাই মানব কল্যাণে কোনই ভূমিকা রাখতে পারেনি।[২২৩]

২১৮। সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মাওদূদী, ইসলামী অর্থনীতি (মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ৪৯।
২১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।
২২০। নুরুল ইসলাম মানিক, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৫।
২২১। প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৬।
২২২। ড.মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।
২২৩। নুরুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৬।

এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে- সমাজতন্ত্র অধিকার আর পুঁজিবাদ শোষণের ইন্দ্রজাল, মানুষকে পরিনত করেছে অসহায় দাসে। উৎপাদনে হাতিয়ার হিসেবে তারা মানুষকে ব্যবহার করেছে কিন্তু আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠজীব (আশরাফুল মাখলুক্বাত) হিসেবে তাদের সম্মান দেয়নি।[২২৪] জনৈক অর্থনীতিবিদের ভাষায়- ধনতন্ত্র মানুষকে রাজনৈতিক প্রবণতা দিয়েছে কিন্তু রুটি কেড়ে নিয়েছে, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে মানুষ রুটি পেলেও আত্মাকে হারিয়ে ফেলেছে।[২২৫]

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

মানুষকে আল্লাহ্ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন খিলাফত চালনার জন্য।[২২৬] খিলাফত কিভাবে পরিচালনা করতে হবে তার নির্দেশিকাও দিয়েছেন আসমানী গ্রন্থে।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

এ নির্দেশিকাতে রয়েছে মানুষের আয়-উপার্জনের কল্যাণকর দিকনির্দেশনা। কারণ স্রষ্টাই জানেন সৃষ্টির সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজন এবং তার সার্বিক ত্রুটি-বিচ্যুতি। সারা জাহানের শান্তিরদূত এবং মানবতার মুক্তির দিশারী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (দ.)[২২৭] ইসলামী বিশ্বের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও দীন হীনভাবে জীবন অতিবাহিত করে পৃথিবীর শাসক, ধনী ও বিত্তবৈভবের অধিকারীর কাছে নিজেকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি সাম্যভিত্তিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অর্থবিত্তের উপার্জন ও ব্যয়ের কল্যাণকর পথ দেখিয়ে গেছেন।

মহানবী (দ.) ইসলামের ভিত্তিতে গড়তে চেয়েছিলেন ভেদাভেদহীন এক শোষণমুক্ত সমাজ, শান্তির পৃথিবী, যেখানে মানুষ মানুষের দ্বারা অত্যাচারিত হবে না, নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে পৃথিবীর আলো-বাতাসকে রাখবে নির্মল ও বিশুদ্ধ। خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ মানুষ প্রশংসায় প্রণতি জানাবে কেবল সেই স্রষ্টাকে।[২২৮] তাই মানুষকে এত কষ্ট করে এত 'বাদ' 'তন্ত্র' ও ধারা-পদ্ধতি

২২৪। অধ্যক্ষ হাওলাদার, আব্দুর রাজ্জাক, মহানবী (দ.) এর অর্থনৈতিক সাম্য ও বর্তমান বিশ্ব, অগ্রপথিক (ঢাকা: ই.ফা.বা. জুন ১৯৯৫ খৃ.), পৃ. ২১৫।
২২৫। মোহাম্মদ লুৎফুল হক ও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, প্রগুক্ত; পৃ. ৫৮।
২২৬। আল-কুর'আন; ২:৩০।
২২৭। আল-কুর'আন; ৩৩:৪০।
২২৮। আল-কুর'আন, ৯৬:২।

আবিষ্কার করতে হয় না, যদি চিন্তাশীল অর্থবিজ্ঞানীগণ অহমিকা ত্যাগ করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করে।

ঘ) কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে হালাল উপার্জন এবং হারাম বর্জনের গুরুত্ব

১) কুর'আনের আলোকে হালাল উপার্জন

الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ

পরম দয়ালু আল্লাহ- যিনি কুর'আন শিক্ষা দিয়েছেন

'আর-রহমান' আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের গুণাবাচক নাম।[২২৯] আর-রহমান তাকেই বলা হয় যাঁর দান ও কৃপা মানুষকে অর্জন করতে হয় না। মানুষ যখন দুনিয়ায় আসে, তার পূর্ব হতেই অঢেল সম্পদ ও নিয়ামত ভরা এই দুনিয়া তার ভোগ ও কল্যাণ লাভের জন্য সৃজিত থাকে। আল্লাহর অপার দয়ায় সে তৈরী হয় মায়ের বুকের দুধ, পিতার দয়া-মায়া-স্নেহ ও আকাশ ভরা আলো-বাতাস। এর কোনটিই সে পাবার জন্য ফরিয়াদ করেনি। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর অধিকারী করেছেন সার্বজনীনভাবে। তাই মুসলিম আইনজ্ঞ দার্শনিক দৃষ্টিতে এখানে মানুষ 'আহলিয়াতুল ওজুব' (اهلية الوجب)। আরেক দৃষ্টিতে এখানে সে অর্জন করে, বর্জন করে বা বিসর্জন দেয়। এক্ষেত্রে মুসলিম আইনজ্ঞরা মানুষকে বলা হয় 'আহলিয়াতুল আদা'য়ু' (اهلية الاداء)।[২৩০] মানুষের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অর্জনের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য জীবের মধ্যে এ অর্জন শক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। জংগলের মৃগ শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অব্যাবহিতির পরেই ক্ষিপ্র চরণে নেচে-বেঁড়ায় বনে-জঙ্গলে। কিন্তু মানব শিশুকে বছরের পর বছর আয়াস সাধ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে সাবলীল ক্ষিপ্রগতি অর্জন করতে হয়। বাবুই পাখি তাদের সহজাত বৃত্তিমূলে একই রকম বাসা বানাচ্ছে যুগের পর যুগ, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ তার আল্লাহ্ প্রদত্ত মস্তিস্কের সদ্ব্যব্যহার দ্বারা দিনের পর দিন উচ্চতর সৌন্দর্য্যের ছোঁয়ায় দৃষ্টি নন্দন করেছেন তার বাস গৃহকে। আর এটাই হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত মানুষের অর্জন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।[২৩১]

২২৯। আল-কুর'আন,৫৫:১

২৩০। গাজী শামসুর রহমান, মুসলিম আইনের রূপরেখা, (আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭০ খৃ.), ১ম প্র., পৃ. ৩৪।

২৩১। গাজী শামসুর রহমান, মুসলিম আইনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

পরিচালক বিহীন ইঞ্জিন পরিচালনার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি শ্রম বিবর্জিত মনুষ্য জীবনের কথাও চিন্তা করা যায় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রম নির্ভর করে সৃষ্টি করেছি"।[২৩২] অত্র আয়াতে উল্লেখিত كبد (কাবাদ) এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন কষ্টরত হয়ে থাকে।[২৩৩] এ প্রসঙ্গেই হযরত 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- "মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে, জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ঠ স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুধ পান করানো ও ছাড়ানোর কষ্ট। বাল্য জীবনের কষ্ট, জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর, হাশর এবং তাতে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহিতা, প্রতিদান ও শাস্তি- এ সমুদয় কষ্ট মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এখানে সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ সব মানুষ অন্যান্য প্রাণি অপেক্ষা অধিক বোধশক্তি ও উপলব্ধির অধিকারী। তাই পরিশ্রমের কষ্ঠ বোধশক্তিভেদে কম-বেশি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সবচেয়ে বড় শ্রম হচ্ছে- হাশরের মাঠে পুণরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের হিসাব দেয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় প্রযোজ্য নয়।[২৩৪] তাই মানুষকে নিরলস কল্যাণ লাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করত: মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইসলাম মানুষের মধ্যে বর্তমান জাগতিক জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সহিত গভীরভাবে ভারসম্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। অন্য দিকে বস্তুগত অগ্রগতি লাভের চেষ্টা এবং আত্মিক তথা আধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্কার মধ্যে পূর্ণ ভারসাম্য বিধান করে চলে। ইসলাম মানুষকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নত জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করে। অনুরূপভাবে পরবর্তী জীবনের সুখ-শান্তি ও সাফল্য লাভের চেষ্টাকে উৎসাহিত করে।[২৩৫] আল্লাহ্র সমীপে দো'য়া করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্।

২৩২। আল-কুর'আন, ৯০:৪।

২৩৩। মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, (ই.ফা.বা., ঢাকা, জুন ১৯৯৩ খৃ.), ৪র্থ সং., ৮ম খ., পৃ.৭৮৩।

২৩৪। মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, ৪র্থ সং., ৮ম খ., পৃ.৭৮৩।

২৩৫। নুরুল ইসলাম মানিক, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, (ই.ফা.বা., ঢাকা, এপ্রিল-২০০৯ খৃ.), ৩য় সং., পৃ. ১১।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

তিনি বলেন- "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াবী জীবনের পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্য দান কর এবং পরকালে পরম কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সৌন্দর্য দান কর। আর জাহান্নামের অগ্নি থেকে আমাদেরকে বাঁচাও" ।[২৩৬] এক কথায় ইসলাম বস্তুগত আত্মিক দিকসমূহকে সমান গুরুত্ব সহকারে ধারণ করে। মুসলমান দুনিয়ায় থাকাকালে যাবতীয়, বৈষয়িক উপায়-উপকরণকে ব্যবহার ও কাজে লাগানোর জন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করতে পারে। বিজ্ঞানের, শিল্পের, প্রযুক্তির, মানবীয় কর্মশক্তির সর্বোচ্চ দক্ষতাকে প্রয়োগ করবে। সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বহুমুখী যোগ্যতা ও তৎপরতাকে সুবিন্যস্ত করবে। আর তা সম্ভব হবে কেবলমাত্র নিবেদিত ও আন্তরিকভাবে বান্দার সর্বোচ্চ মানের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করলে ।[২৩৭] আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তা লাভ করতে পারবে কেবল ঐ সমস্ত লোক, যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা সাধনা করে। আল্লাহ্ বলেছেন-

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"মানুষের জন্য প্রাপ্য কিছুই নেই, তবে আছে শুধু তাই যা অর্জনের জন্য সে একান্তভাবে চেষ্টা করবে" ।[২৩৮] মানুষের অর্জন উপার্জন ততটুকুই হবে যতটুকু পাবার সে সাধনা করবে। চেষ্টা ব্যতীত বান্দা কোন কল্যাণ ও সাফল্য অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন-

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে এগিয়ে আসে না" ।[২৩৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

২৩৬। আল-কুর'আন; ২:২০১।
২৩৭। নুরুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
২৩৮। আল-কুর'আন, ৫৩:৩৯।
২৩৯। আল-কুর'আন, ১৩:১১।

"আর যারা আমার পথে ও নিয়মে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ ও পন্থাসমূহ দেখাবো ও পরিচালিত করবো" ।[২৪০] উদ্বৃত আয়াত তিনটিই বহু তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহক। বস্তুত ইসলাম সততা, ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা ও শ্রমের উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে ।[২৪১]

এ পৃথিবী পরকালের পথে একটি সরাইখানা। এখানে সফল ও শান্তিপূর্ণ জীবন ধারণের জন্য মানুষকে কতগুলো মৌলিক চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে হয়। Abraham Maslow: বলেছেন প্রাণী বিদ্যা (Physiological needs)-এর দৃষ্টিকোণ-যা না হলে জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই মৌলিক প্রয়োজন ।[২৪২] আর সেগুলোর মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সু-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানব দেহের কার্যকারিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট মাত্রায় এসবের ব্যবস্থা না হলে জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হবে। তাই মানুষের সংসার জীবন নির্বাহের জন্য উপার্জন করা, সম্পদ আহরণ করা এবং আহার, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের উপাদান ও সামগ্রীগুলোর ব্যয়ভার বহন করার জন্য আয়ের প্রচেষ্টা করা বিশেষ দায়িত্ব ।[২৪৩] প্রকৃতপক্ষে ইসলাম একটি বাস্তবধর্মী জীবন ব্যবস্থা। এখানে অলসতা, অকর্মন্যতা ও কর্ম বিমুখতার প্রতি চরম ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। ইসলাম ব্যক্তির মধ্যে স্বতন্ত্র চেতনার মর্যাদাবোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যপরায়ণ তাকে সাফল্যের সাথে জাগ্রত করবার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছে। কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যেই নয় বরং সকল মানুষের মধ্যেই সে চেতনাকে জাগ্রত ও সক্রিয় করে তুলতে চেয়েছে ইসলামী দর্শন। তাই মুসলিম মাত্রই কর্মমুখী। কাজ যতই দুরূহ ও কষ্টসাধ্য হোক না কেন, তা করতে প্রস্তুত থাকা উচিত। অসাধ্য সাধনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। কঠিন কাজ দেখে পিছপা হয়ে যাওয়া কাপুরুষোচিত চরিত্র। আর সাহস ও হিম্মতহীন লোকেরা যে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তা বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। তাই

২৪০। আল-কুর'আন; ২৯:৬৯।
২৪১। নুরুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
২৪২। Suzunne Haneg, What everyone should know about Islam and Muslime, (Chicago Kazi Publication, 1979), P. 161.
২৪৩। আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু নাসের সিদ্দিক, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন, (মদীনা প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৮ খৃ.) পৃ. ১০০।

মুসলমানকে বৈষয়িক কল্যাণের মধ্য দিয়েই পরকালীন কল্যাণ লাভের অভিযানে এগিয়ে আসতে হবে।[২৪৪]

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত জীব ও প্রাণীর রুযির ব্যবস্থা করেন স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা।[২৪৫] এটা ইসলামের মূল শিক্ষা। এক্ষেত্রে মানুষের কাজ শুধু চাষাবাদ, উপার্জন-চেষ্টা, সাধনা, শ্রম ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিচালনা করা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আকাশ ও যমীনের ভাণ্ডারের কুঞ্জিকা তাঁরই হাতে নিবদ্ধ- তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশস্ত রিযিক্ব দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পরিমিত করে দেন। তিনি সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ"।[২৪৬]

আয়াতে 'রিযিক' শব্দটি এমন সব জিনিসই বুঝায়, যা জীবনের সকল প্রয়োজনের পরিপূরক, সেটা দেহগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, কিংবা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক যাই হোক না কেন। প্রাকৃতিক জীবিকা বা রিযিক্বের একমাত্র উৎস হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁর দান অফুরন্ত ও নির্বিশেষে সকলের জন্য মুক্ত। কিন্তু সকলকে তিনি তা সমপরিমাণে দেন না। কেননা, তাঁর অসীম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কার জন্য কী জিনিসের ও কত পরিমাণের প্রয়োজন এবং কতটুকু কল্যাণকর, তা তিনি সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিয়ামতসমূহের উৎস মানুষের জীবিকার জন্য সৃষ্টি করে সেগুলোর সকল উৎপাদন, রূপান্তর, প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন ও প্রস্তুতকরণ ব্যবহার প্রয়োগ, উপার্জন ও ভোগ সম্পূর্ণরূপে মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।[২৪৭]

২৪৪। মাওলানা আবদুর রহীম, উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিতে, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, (ই.ফা.বা., ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯ খৃ., ৩য় সং., পৃ. ১২।
২৪৫। আল-কুর'আন, ১১:৬।
২৪৬। আল-কুর'আন, ৪২:১২।
২৪৭। মাওলানা আবদুর রহীম, উন্নয়ন : ইসলামী প্রেক্ষিতে, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

নিয়ামতসমূহের এই স্বাধীন ব্যবহারাধিকার সাধারণ মানুষ ও জাতিসমূহকে অন্ত ত: দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছে ঃ ধনী ও দরিদ্র, উন্নত ও অনুন্নত।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এসব উপায় উপকরণ সকল মানুষের প্রয়োজনীয় কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উদার ও উন্মুক্তভাবে দান করেন।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

"তোমরা কি তোমাদের কৃষি খামারের চিন্তা করে দেখেছো? এই যে তোমরা বীজ বপন কর, তা থেকে [গাছ ও ফসল] তোমরা উৎপাদন কর, নাকি আমি?"।[২৪৮]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

সে [রাসূল] তাদেরকে ভালো ও কল্যাণের নির্দেশ দেয় আর মন্দ ও অকল্যাণ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্যে পবিত্র জিনিসকে হালাল এবং অপবিত্র নোংরা জিনিসকে হারাম করে। আর তাদের উপর থেকে সেসব বোঝা নামিয়ে দেয় যেগুলো তাদের উপর চাপানো ছিল এবং সেসব বন্ধন খুলে দেয় যেগুলোর দ্বারা তারা বন্দী ছিল।"।[২৪৯] আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

"নিশ্চয় আমি তো তোমাদের দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি, তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর"।[২৫০]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

২৪৮। আল-কুর'আন, ৫৬: ৬৩-৬৪
২৪৯। আল-কুর'আন, ৭:১৫৭।
২৫০। আল-কুর'আন, ৭:১০।

"সে মহান সত্তা আল্লাহ্ যমীনকে তোমাদের জন্য নরম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা যে যমীনের সর্বদিক পৌছতে চেষ্টা কর, আর সেখান থেকে পাওয়া আল্লাহ্র রিযিক্ব তোমরা ভক্ষণ কর। আর শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদের উত্থান ঘটবে"।[২৫১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

"তাদের জন্যে এই মৃত শুষ্ক জীবন একটি নিদর্শন, যাকে আমি জীবন দান করি, সবুজ সতেজ করে তুলি এবং এ যমীন থেকেই খাদ্য বীজ উৎপন্ন করি, যা থেকে তারা আহার করে থাকে"।[২৫২] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন- "তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার নিমিত্তে ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তাদ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন। যাতে তাঁর আদেশ সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদী তোমাদের সেবায় নিয়জিত করেছেন। আর তোমরা যদি আল্লাহ্র নিয়ামত গণনা কর, তবে গুনে শেষ করতে পারবে না"।[২৫৩]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

২৫১। আল-কুর'আন, ৬৭:১৫।
২৫২। আল-কুর'আন, ৩৬:৩৩।
২৫৩। আল-কুর'আন, ১৪:৩২-৩৩।

اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযান তাতে বিচরণ করতে পারে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো"।[২৫৪]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

ওরা কি দেখে না, আমরা তাদের জন্যে নিজের হাতে বানানো জিনিসগুলোর মধ্যে গৃহপালিত পশুও সৃষ্টি করেছি, আরা তারা সেগুলোর মালিক হয়েছে?"।[২৫৫]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

'তিনি সে সত্ত্বা, সাগরকে যিনি বশীভূত করেছেন, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা 'মাংস' ভক্ষণ করতে পার।'[২৫৬]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই (ব্যবহার ও উপকারের) জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন। তাতে পশম রয়েছে এবং আরো বহুবিধ ব্যবহারিক মূল্য বা পন্থা রয়েছে। (তন্মধ্যে উল্লেখ্য এই যে) তোমরা তা খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করে থাক।'[২৫৭]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ

২৫৪। আল-কুর'আন, ৩২-৩৩।
২৫৫। আল-কুর'আন, ৩৬:৭১।
২৫৬। আল-কুর'আন, ১৬:১৪।
২৫৭। আল-কুর'আন, ১৬:৫।

"এমন সব চতুস্পদ জন্তু ও সৃষ্টি করেছি, যা যানবাহন ও ভারী বোঝা বহনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এমন জন্তুও, খাদ্য হিসেবে ও শয্যার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক্ব হিসেবে তোমরা তা ভক্ষণ কর"।[২৫৮]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى، كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ

"আকাশ হতে আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টিপাত করেন এবং এর সাহায্যে বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষলতা ও শাক-সবজি উৎপাদন করেন। হে মানুষ! তোমরা তা নিজেরা খাও এবং তোমাদের জন্তু জানোয়ারকে খেতে দাও"।[২৫৯]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

فَلْيَنْظُرِ الْاِ نْسَانُ اِلٰى طَعَامِهِ- اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا- فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا- وَّعِنَبًاوَّقَضْبًا- وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا- وَّحَدَائِقَ غُلْبًا-وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا- مَّتَاعًالَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ

"মানুষের উচিত সে নিজের খাদ্যের প্রতি নজর করে বুঝুক যে, আমিই যথাযথভাবে বৃষ্টিপাত করেছি, তাতে উদগত করে দিলাম খাদ্যশস্য এবং আঙুর ও শাক-সবজি এবং যায়তুন ও খেজুর এবং ঘন-সন্নিবেশিত বাগ-বাগিছা ও বহু প্রকার ফলমূল আর সকল প্রকারের তৃণলতা তোমাদের ও তোমাদের পশু পালনের জীবন উপকরণ রূপে"।[২৬০]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ،

২৫৮। আল-কুর'আন, ৬:১৪২।
২৫৯। আল-কুর'আন, ২০:৫৩-৫৪।
২৬০। আল-কুর'আন, ৮০:২৪-৩২।

"আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমাদের অংশ ভুলে যেওনা"।[২৬১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

"হে মানবজাতি, তোমাদের প্রভুর দাসত্ব কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, সম্ভবতঃ এ পন্থায় তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে। তিনি (সেই প্রভু যিনি) তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং ঐ বৃষ্টির সাহায্যে তোমাদের রিযিক্ব সরবরাহের জন্য ফল, শস্য জন্মিয়েছেন"। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ[২৬২]

"তারা কি কখনও তাদের মাথার উপরে বিদ্যমান আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না? কিভাবে আমি তা সৃষ্টি করেছি এবং সাজিয়েছি। এর কোথাও কোন ফাটল নেই। পৃথিবীকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি তার উপর পাহাড়গুলোকে জমাট করেছি এবং ভূপৃষ্ঠের সকল ধরনের সাদৃশ্য উদ্ভিদ জন্মিয়েছি। এসব বিষয় চক্ষু উন্মোলনকারী ও শিক্ষনীয় যেসব বান্দাদের জন্য যারা (আমার দিকে) প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক এবং আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করেছি, তারপর এ বৃষ্টির সাহায্যে বাগ-বাগিছা ও খাদ্যশস্য জন্মিয়েছি এবং সুউচ্চ খেজুর গাছ ও তার মধ্যে গোছায় রসপূর্ণ খেজুর ধরিয়েছি, এসব ব্যবস্থাই হচ্ছে বান্দার রিযিক সরবরাহের জন্য। আর ঐ বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃত (শুস্ক) ভূমিকে সজ্জীবিত করে তুলেছি। এভাবেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে"।

২৬১। আল-কুর'আন, ২৮:৭৭।
২৬২। আল-কুর'আন, ২:২১-২২।

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، [২৬৩]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"আর তিনি ভূপৃষ্ঠকে সকলেরই বসবাসের উপযোগী করেছেন। এতে রয়েছে সকল প্রকারের প্রচুর সু-স্বাদু ফল ও খেজুর বৃক্ষ, যেগুলোতে খোসার আবৃত ফল ধরে। আরো রয়েছে শস্য যার মধ্যেও খাদ্যকণা উভয়ই থাকে"।[২৬৪]

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে যতগুলো গুণবাচক নাম উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো (رب) রব, অর্থাৎ পালনকর্তা।[২৬৫]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ

"বলুন (হে নবী!) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি সকলের প্রতিপালক, মানুষের বাদশা ও মানুষের মা'বুদের নিকট"।[২৬৬] তিনি মানুষের পালনকর্তা। প্রতিপালক হিসেবে তিনি মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা যা দরকার তার সব কিছুই ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তাই তাঁর নাম খালিক।[২৬৭] সৃষ্টির কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রতিপালকের দায়িত্ব

২৬৩। আল-কুর'আন, ৫০:৬-১১।
২৬৪। আল-কুর'আন, ৫৫:১০-১৩।
২৬৫। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন, তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন, প্রাগুক্ত, ৮ম খ., পৃ. ৮১৮।
২৬৬। আল-কুর'আন, ১১৪:১-৩।
২৬৭। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) অনু. মাওলানা মুহিউদ্দিন খাঁন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

পালন শুরু করেছেন। উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট বান্দাদের প্রতিপালনের জন্য ব্যাপক ও মহাপরিকল্পনা মোতাবিক সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি ধরাপৃষ্ঠকে ফসল, শস্য ও তরিতরকারী জন্মানোর উপযোগী করেছেন। সাগরের বুক থেকে আসমানের সূর্য কিরণের প্রভাবে বাস্প উঠিয়েছেন। মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে সে বাস্পকে মেঘমালা রূপে গলিয়ে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন। বৃষ্টিপাত হলে মৃত অনুর্বর ধরাপৃষ্ঠ সঞ্জীবিত ও উর্বর হয়ে ওঠে। তাতে নানাবিধ ফসল ও ফলমূল জন্মায়। এভাবে মানুষের খাদ্য সরবরাহ হচ্ছে অত্যন্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থা।[২৬৮]

পুনরায় খাদ্য সরবরাহের কত বিচিত্র ধরণ গম, ধান, ইত্যাদি খোসায় আবৃত করেছেন। সু-উচ্চ খেজুর গাছের মাথায় রসপূর্ণ খেজুর, নারিকেলের গাছে মিষ্টি পানি ও সুমিষ্ঠ নারিকেল। কলা, কমলা, পেয়ারা, আপেল, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি অগণিত ফল। ভিন্ন ভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ধরণের স্বাদ ও খাদ্য প্রাণ নিয়ে এসব জন্মায়। এসব দেখে চিন্তাশীল জ্ঞানী মানুষ মাত্রই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এসবই সুমহান প্রতিপালক আল্লাহ্র অনুগ্রহের আয়োজন, সাক্ষীহীন বদান্যতার প্রকাশ।[২৬৯]

আমরা মনে করি শুধু আমাদের প্রচেষ্ঠাতেই খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। অথচ বীজ বপন পর্যন্তই আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ। বীজ থেকে অংকুর, অংকুর থেকে চারাগাছ ও চারাগাছ থেকে পূর্ণ অবয়ব দান করে তাতে শস্য ফলানোর প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের কুদরতী ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে মানুষের কোন হাত নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ،

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ কি, এ বীজ থেকে তোমরা শস্য উৎপন্ন কর, না আমি করি?"[২৭০]

অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের উপযোগী মাটি সৃষ্টি করা, বীজ থেকে অংকুরোদগমের নিয়ম প্রবর্তন, অংকুরকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার জন্য রৌদ্র, বৃষ্টি, তাপমাত্রা ইত্যাদির

২৬৮। ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, অর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রাক্ষিত বাংলাদেশ, (ই.ফা.বা., ঢাকা, আগষ্ট-২০০৪ খৃ./রজব ১৪২৫ হি.) পৃ.২০৮।
২৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।
২৭০। আল-কুর'আন, ৫৬:৬৩-৬৪।

সমন্বয় সাধন এসব বিষয় তো মানুষের আওতাধীন নয়। স্বয়ং স্রষ্টাই এ কাজ করে থাকেন।

জলপথে পরিবহন সম্পর্কে কালামে পাকে বলা হয়েছে-

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

"এবং নৌকা, জাহাজ মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে নদী-সমুদ্রে চলাচল করে"।[২৭১]

عَنْ اَبِي بَرْزَةَ قَالَ سَلَامِيْ اَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَهَا اِلَيْهِ فِي فَرْسٍ بَعْدَ مَا يَتَبَاعَا كَانُوْا فِي سَفِيْنَةٍ

সে যুগে সাহাবীগণও নদী পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।[২৭২]

সহজ পথে আমদানি-রপ্তানির কাজ সাধারণত এক এক দেশের অভ্যন্তরীণ এলাকার মধ্যেই সম্পন্ন হতে পারে। এ কাজে প্রাচীণকালে যন্ত্রসভ্যতার পূর্বকাল পর্যন্ত চতুসম্পদ জন্তুই অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে।

সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেছেন

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

"ঘোড়া, খচ্চর (গুরু, উট ইত্যাদি) পরিবহন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে"।[২৭৩]

এ বিষয়ে হাদীস শরীফেও উল্লেখ করা হয়েছে।

عَنْ اَبِي بَرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّي اُحِبُّ الْهَيْلَ فَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ قَالَ اَنْ يُدْ خِلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ تَشَاءَ اِنْ بَرَكَ فَرَسًا مِنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ تَطِيْرُ بِكَ فِي اَيِّ الْجَنَّةِ شِئْتَ اِلَارَكِبْتَ [২৭৪]

যদিও বর্তমান যুগে এ চতুস্পদ জন্তুই একমাত্র যানবাহন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঘোড়া আজও প্রাচ্য দেশসমূহে গতি এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে শক্তির

[২৭১]। আল-কুর'আন, ২:১৬৪।
[২৭২]। তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং- ১১৬৭।
[২৭৩]। আল-কুর'আন,১৬:৮।
[২৭৪]। মুসনাদু আহমদ, হাদীস নং- ২১৯০৮।

প্রতীক হয়ে আছে। বর্তমান সময়ে মোটর, ট্রাক, রেলগাড়ী প্রভৃতি বাষ্পচালিত যানবাহন এ কাজ অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। এসব আবিস্কৃত যানবাহনের সাহায্যে অধিকভারী দ্রব্যাদি বিপুল পরিমাণে ও অতি অল্পসময়ে দূরবর্তী স্থান সমূহের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি করা চলে। এক কথায় বর্তমান সভ্যতার যুগে চলাচল এ সব যানবাহন ব্যতীত মাত্রই সম্ভব নয়।

এ জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

"এ সব যানবাহন তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী দূরবর্তী এমন সব শহর ও স্থান পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যে পর্যন্ত তা তোমাদের প্রভূ বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়াময় বলেই তিনি এসব যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন"।[২৭৫]

মানুষের জীবন সুখী ও সমৃদ্ধশালী করে তোলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতির রুদ্ধদ্বার উদারভাবে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। জল ও স্থলের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করে মানুষ এখন অন্তরীক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। বায়ুকে প্রবাহিত করে তার উপর বিজয় রথ চালিয়ে দিগ-দিগন্তকে একই কেন্দ্রবিন্দুর সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করে দিয়েছে। বস্তুত এ আকাশ পথই পৃথিবীর দূর-দূরান্তে অবস্থিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানব সমাজকে পরস্পরের অতি নিকটবর্তী করে দিয়েছে।[২৭৬]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ

"বায়ুকে মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রণাধীন করে রেখেছিল। তা আল্লাহ্র প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী খুবই হালকা ও নম্রভাবে প্রবাহিত হয়, সেখানেই তা পৌঁছায়"।[২৭৭] মাটি, পানি ও বায়ুকে আয়ত্ত্বাধীন করে মানুষ আগুনকেও কাজে প্রয়োগ করেছে এবং আগুন ও পানি সম্মিলনে বাষ্প সৃষ্টি করে বিরাট শক্তি লাভ করেছে। এর দরুণ এক দেশের উদ্বৃত্ত বা অপ্রয়োজনীয় পণ্য অন্যদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে। যানবাহনের এ উন্নত শক্তির সাহায্যে প্রত্যেক দেশের অভ্যন্ত

[২৭৫]। আল-কুর'আন, ১৬:৭।
[২৭৬]। ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
[২৭৭]। আল-কুর'আন, ৩৮:৩৬।

রীণ প্রয়োজন পূরণ করা যেমন সহজ হয়েছে, বিরাট আকারের অর্থকরী ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপার্জনের পথও অনুরূপভাবে সুগম হয়েছে। আর এরই সাথে সমাধান হয়েছে অনেক বনী আদমের বেকার সমস্যা।[২৭৮]

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বন-জঙ্গলেরও গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট। এর মাধ্যমে প্রচুর অর্থোপার্জন করা সম্ভব, তেমনি এতে বহু বনী আদমের বেকার সমস্যাও সমাধান ও রুজি রোজগারের ফয়সালা রয়েছে। জঙ্গল থেকে সম্পদ আহরণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ

"যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন উৎপাদন করে দিয়েছেন, যেমনে তোমরা তা হতে (নিজেদের) আগুন জ্বালিয়ে নিতে পারো"।[২৭৯]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"নিশ্চয়ই আমি মানব সম্প্রদায়কে অতীব সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থল পথে ও জল পথে, আর তাদের রিযিক্ব দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুর উপরই তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি"।[২৮০]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করো, আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"।[২৮১] উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতির কল্যাণে বনে-জঙ্গলে, জলে-স্থলে ও অন্তরীক্ষে যে সীমাহীন-

২৭৮। ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, ১৫৫।
২৭৯। আল-কুর'আন, ৩৬:৮০।
২৮০। আল-কুর'আন, ১৭:৭০।
২৮১। আল-কুর'আন, ৬২:১০।

অফুরন্ত জীবন-জীবিকার উপকরণ ও উপাদান দ্বারা ভরপুর করে দিয়েছেন, তা আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার দ্বারা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনা করেছেন। যাতে বান্দাগণ প্রদত্ত জ্ঞান-শ্রম দিয়ে জীবিকা উপার্জনে সচেষ্ট হতে পারে- এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ প্রেরণা দেয়া হয়েছে।

২) সুন্নাহ্র আলোকে হালাল উপার্জন

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২৮২] আর শ্রমলব্ধ জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁর উম্মতদেরকে যথেষ্ট প্রেরণা দান করেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনে অভ্যস্ত ছিলেন, আর কাজ করার কারণে তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। এ হাত দেখিয়ে তিনি বলেন– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন ও ভালবাসেন।[২৮৩]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেছেন

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَجُلُ مِنْ كَسَبِهِ

"নিজ হস্তে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই"।[২৮৪]

সাহাবীগণ একদিন মহানবী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন-

قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَفْضَلِ الكَسَبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُوْرٌ وَعَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِهِ

"কোন্ প্রকারের উপার্জন উত্তম? মহানবী ﷺ উত্তরে বললেন- যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রেখ, আল্লাহ্র নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করতেন"।[২৮৫]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطٌ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ كَانَ يَاكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

২৮২। Moulana Fariduddin Masud, Workers Rights in Islam. (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987) 1st Ed, P. 44.
২৮৩। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।
২৮৪। সুনানুন নাসাঈ, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং- ৪৩৭৫।
২৮৫। মুসনাদু আহমদ, হাদীস নং- ১৫২৭৬।

"যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রেখ, আল্লাহ্‌র নবী হযরত দাউদ (আ.) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবন নির্বাহ করতেন"।[২৮৬]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরো বলেছেন

"যে ব্যক্তি শ্রমজনিত কারণে ক্লান্তিতে সন্ধ্যাযাপন করে, সে (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে"।[২৮৭]

আমাদের জানা বিষয় যে, নবী আল্লাহ্ প্রেরিত এবং মানবতার শিক্ষাগুরু হয়ে দুনিয়ায় তাশরীফ আনেন; তিনি কখনো নীচু কাজ করতে পারেন না। উপার্জন করা ও পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের নিমিত্তে পরিশ্রম করা ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের মতই।[২৮৮]

মহানবী ﷺ একদিন সাহাবীদের পরিশ্রম করে উপার্জনের ব্যাপারে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেছেন-

لِاَنْ يَاخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبُ عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاتِيَ رَجُلاً فَيَسْئَلُهُ اَعْطَاهُ اَوْ مَنَعَهُ

"তোমাদের কেউ রশি নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্বীয় পিঠের উপর বহন করে নিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সে ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা করবেন, যাতে না কিছু পাওয়া আর না পাওয়া নিশ্চয়তা আছে"।[২৮৯]

আল্লাহর রাসূল ﷺ শ্রমলব্ধ উপার্জনের ব্যাপারে তাঁর উম্মতদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন-"ফজর নামায পড়ার পর জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না"।[২৯০] মহানবী ﷺ নিজে ব্যবসা করতেন এবং বকরী চরাতেন। বস্তুতঃ শুধু মহানবী ﷺ ই নন; হযরত দাউদ (আ.), হযরত আদম (আ.),

২৮৬। আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং- ১৯৬০।

২৮৭। ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (ই.ফা. বা., ঢাকা, জুন ১৯৮০ খৃ.), ১ম খ., পৃ. ১২৮।

২৮৮। ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

২৮৯। আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, ১৪০৯ হি., কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৩৭৭।

২৯০। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, অর্থনৈতিক সুবিচার ও মুহাম্মদ (দ.), দিনাজপুর, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খৃ., ২য় সং., পৃ. ১২।

হযরত নূহ (আ.), হযরত ইদ্রিস (আ.)সহ সকল নবী রাসূলই কাজ করতেন এবং একেকটি পেশায় জড়িত ছিল।[২৯১] মহানবী ﷺ শ্রমজীবি মানুষের প্রশংসায় বলেন-

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ الْكَسَبِ يَدَيِ عَامِلٍ اِذَا نَصَحَ

'শ্রমজীবির উপার্জনই উৎকৃষ্ট, যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।[২৯২]

মহানবী ﷺ উপার্জন সম্বন্ধে দিক নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন

اُطْلُبُوْا الرِّزْقَ خَبَايَا الْاَرْضِ

"তোমরা মাটির গভীর তলদেশে ভূপৃষ্ঠের পরতে পরতে জীবিকার সন্ধান কর"।[২৯৩]

মহানবী ﷺ উক্ত হাদীসে তাঁর উম্মতদেরকে ভূ-অভ্যন্তরস্থ লৌহ, তামা, স্বর্ণ, কয়লা, সীসা, তেল, হীরক ইত্যাদি খনিজ সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং এর ব্যবহার ও খনিজ ভিত্তিক শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। বর্তমান সভ্যতার চরম মাত্রায় উন্নতির মূলে লৌহ, তামা ও তেল ইত্যাদি শিল্পের গুরুত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এ কালে তা মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপকতারক্ষেত্র এবং রুজি রোজগারের শক্তিশালী এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

হাদীস শরীফে মহানবী ﷺ তার উম্মতদেরকে পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের প্রতি প্রেরণা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন-

مَابَعَثَ اللهُ نَبِيًّا اِلَّارَعَي الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا خَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ

২৯১। Faird Uddin Maruod Ibid, P. 44-45.

২৯২। মুসনাদু আহমদ, হাদীস নং- ৮৩৩৭।

২৯৩। মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন কর্তৃক উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

"আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন- আপনিও? তিনি উত্তরে বললেন- হ্যাঁ, আমিও, কয়েক ক্বীরাত মজুরীর বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম"।[২৯৪] মহানবী ﷺ অনুরূপভাবে তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীকেও বকরী চরানোর মাধ্যমে উপার্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন

عَنْ اُمِّ هَانِي اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِتَّخِذُوْا غَنَمًا فَاِنَّ فِيْهَا بَرَكَةً

"বকরী পালন কর, কেননা এর মধ্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে"।[২৯৫] অন্যান্য সাহাবীদেরকেও তিনি অনুরূপ ভেড়া, বকরী পালনের মাধ্যমে উপার্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন

"ভেড়া-বকরী পালন কর, কেননা এর মধ্যে বরকত রাখা হয়েছে"।[২৯৬] মহানবী ﷺ আরো বলতেন- "তোমরা ভেড়া-বকরী পালন কর। কেননা এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় বরকত নিয়ে আসে"।[২৯৭]

মহানবী ﷺ হাদীস শরীফে উম্মতদেরকে ঘোড়া পালনেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন

قَالَ الْاِبْلُ عِزٌّ لِاَهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِيْ اللَّيْلِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"ঘোড়ার ঝুটিতে মঙ্গল নিহিত রয়েছে"।[২৯৮]

উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবা-ই কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন প্রদেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে যখন নিজ নিজ কর্মস্থলে গমন করতেন তখন তারাও

২৯৪। আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, ১৪০৯ হি., কিতাবুল ইজারা, হাদীস নং- ২১০২।

২৯৫। সুনানু ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং- ২২৫৯।

২৯৬। আলী আল-মুত্তাকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

২৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯।

২৯৮। সুনানু ইবন মাজাহ, কিতাবুল তিজারাত, হাদীস নং- ২২৯৬।

জন সাধারণকে এই শিক্ষাই দিতেন এবং এ সমস্ত উপার্জন মুখী পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের উৎসাহ দিয়েছেন"।[২৯৯]

ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে শ্রমের দিকে, সৎ উপার্জনের দিকে উৎসাহিত করেছে, একে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে, ঠিক তেমনি কোন রকমের উপার্জন না করে অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ। তাই কর্ম বিমুখ লোকদেরকে ইসলাম কোন ক্রমেই পছন্দ করতে পারে না। কোন রকমের উপার্জন না করে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী করীম ﷺ এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ يَكْفُلُ لِيْ اَنْ لَايَسْاَلَ النَّاسَ شَيْئًا اَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোন দিন ভিক্ষা করবে না। তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি নিলাম"।[৩০০]

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْاَلُ النَّاسَ حَتّٰي يَاْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِيْ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحَمٍ

"যে ব্যক্তি ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করবে সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে এরকম অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও থাকবে না"।[৩০১]

মুহাজিররা প্রথমাবস্থায় মদীনায় আসার পর আনসাররা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর খেদমতে নিবেদন করলেন- "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এতে রাজি হন না। অতঃপর আনসাররা নিবেদন করলো- 'তাহলে তাঁরা আমাদের ক্ষেতের কাজে অংশ গ্রহণ করুন, আমরা তাদেরকে ফসলের অংশীদার করে নেব। মুহাজিররা আনসারদের ঐ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নেয়"।[৩০২]

২৯৯। ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

৩০০। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৪০০।

৩০১। আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, ১৪০৯ হি., কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৩৮১।

৩০২। ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন কর্তৃক উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

হযরত 'ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে একটি সুঠামদেহী যুবক মসজিদে প্রবেশ করে বললো- এমন কে আছে যে, জিহাদ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? 'ওমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঐ লোকটিকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তার হাত ধরে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন- "নিজের জমিতে কাজ করানোর জন্য এই ব্যক্তিকে কে মজুর রাখবে? জনৈক আনসারী বললেন- আমি রাখবো। 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি একে মাসে কী পরিমাণ পারিশ্রমিক দিবে? আনসারী পারিশ্রমিকের পরিমাণ উল্লেখ করলে 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- তাহলে তুমি একে মজুর রেখে দাও, শেষ পর্যন্ত যুবকটি মজুর নিযুক্ত হয়ে আনসারীর সাথে চলে গেল। কয়েক মাস পর 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আনসারীকে জিজ্ঞাসা করলেন- আমি যে লোকটিকে তোমার চাকুরীতে নিয়োগ করেছিলাম তার খবর কী? আনসারী নিবেদন করলেন- হে আমিরুল মু'মিনীন! সে ঠিকই আছে। 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- তাকে তার উপার্জিত মজুরী সহ যেন আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। বর্ণনাকারী বললেন- মজুরটি এমতাবস্থায় হাজির হলো যে, তার সাথে দিরহামে পরিপূর্ণ একটি থলে ছিল। 'ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যুবকটিকে সম্বোধন করে বললেন- থলেটি হাতে নাও এবং যেখানে ইচ্ছে গিয়ে জিহাদ কর অথবা ঘরে বসে থাক"।[৩০৩]

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবীগণ মানুষকে জীবিকা উপার্জনে কর্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। দরিদ্র্যতা বিশ্বমানবতার জন্য এক অভিশাপ। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারে। মহানবী ﷺ বলেন- "দারিদ্রতা মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে"।[৩০৪] এজন্য তিনি প্রায় সব সময় আল্লাহ্র নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন- "হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা, যথারীতি খাদ্য না পেয়ে আমরা নামায-রোযা করতে পারবো না, আমাদের মহান রবের নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না"।[৩০৫]

৩০৩। আলী আল- মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল (দারুল মা'আরিফা, বৈরুত, ১৪১৫ হি.), ২য় খন্ড, পৃ. ২১৭।
৩০৪। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, আল-কুর'আনে রাষ্ট্র ও সরকার, (খায়রুল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ৩১৬।
৩০৫। মুহাম্মদ সালাবী, আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া, (দারুল আরব, কায়রো, ১৯৯১ খৃ.), পৃ. ৩১৬।

কোন মুসলিম আর কারো সম্মুখে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করে তার চেহারার উজ্জ্বল্য বিলীন এবং স্বীয় মনুষ্যত্বের মান-মর্যাদা অকারণে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না। নবী করীম ﷺ এ ব্যাপারে কঠিন ও কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন-

مَنْ سُئِلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَاَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

"যে ব্যক্তি বিনাপ্রয়োজনে ভিক্ষা চায়, সে হস্তে অঙ্গার একত্রিত করার মতো ভয়াবহ কাজ করে"।[৩০৬]

মহানবী ﷺ বলেছেন

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْسًا فِي وَجْهِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقِلَّلْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ

"যে লোক ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইবে, সে নিজের চেহারাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে ক্ষতযুক্ত করে দিল, সে জাহান্নামের গরম পাথর ভক্ষণ করতে বাধ্য হবে। এখানে যার ইচ্ছা নিজের জন্য এসব জিনিস বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করুক, আর যার ইচ্ছা কম করুক"।[৩০৭]

একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় মসজিদে সাহাবা-ই কিরামের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক বলিষ্ট যুবক খুব ভোরে অপর পার্শ্ব দিয়ে এক দোকানে চলে যাচ্ছে। সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- "আফসোস, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র পথে (লিপ্ত হওয়ার জন্য) এত ভোরে ওঠতো! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন- এভাবে বলো না। কারণ, এই ব্যক্তি যদি নিজকে বা নিজের মাতা-পিতা অথবা নিজের স্ত্রী-পুত্রদিগকে পরমুখাপেক্ষী না করার উদ্দেশ্য গমন করে থাকে, তাহলেও সে আল্লাহ্র পথে আছে। আর বাহাদুরী, অহংকার এবং অতিরিক্ত ধনার্জনের উদ্দেশ্যে গমন করে থাকলে সে শয়তানের সাথে রয়েছে"।[৩০৮]

৩০৬। মুসনাদু আহমদ, হাদীস নং- ১৬৮৫৫।
৩০৭। সুনানুত তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ৫৯০।
৩০৮। হযরত ইমাম গাযযালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অনু. আব্দুল মালেক, সৌভাগ্যের পরশমণি, (ই.ফা.বা., ঢাকা, ১৪১৩ হি./জুন, ১৯৯৩ খৃ.), ২য় খ., পৃ. ৪৮।

মহানবী ﷺ বলেছেন- "যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত করে আল্লাহ্ তার জন্য দরিদ্র্যতার সত্তর দরজা খুলে দেন" ।[৩০৯] হযরত ঈসা (আ.) এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন- "তুমি কী কাজ কর? সে ব্যক্তি বললো- 'ইবাদত করি । তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন- আহার কোথেকে পাও! তদুত্তরে সে ব্যক্তি বললো- আমার ভাই আছেন; তিনি আমার খাদ্য সরবরাহ করে থাকেন । এতদশ্রবণে হযরত 'ঈসা (আ.) বললেন- তোমার ভাই তোমার অপেক্ষা অধিক 'ইবাদতকারী" ।[৩১০]

হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- রিযিক্ব বা জীবিকা অন্বেষণের চেষ্টা করা ব্যতীত তোমাদের কেউ যেন এ কথা বলে ঘরে বসে না থাকে যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে রিযিক্ব দাও । কারণ সে জানে আকাশ স্বর্ণ-রৌপ বর্ষণ করে না । আল্লাহ আসমান হতে স্বর্ণ-রৌপ্য নিক্ষেপ করতে সক্ষম বটে কিন্তু কোন উসীলায় জীবিকা প্রদান করাই তার সাধারণ নীতি" ।

মহানবী ﷺ দরিদ্রকে লালন করে তাক্বওয়ার সাথে স্বচ্ছলতা কামনার জন্য দো'য়া করেছেন । اللهم تكثر ماله [৩১১] হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে দো'য়া করতে গিয়ে মহানবী ﷺ বলেছেন

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

"হে আল্লাহ্! তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও" ।[৩১২]

উপার্জনহীন দারিদ্র্যতা শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভয়ানক প্রতিবন্ধক, অপরাধ প্রবণতা ও সামাজিক বিশৃংখলার কারণ । তাই মহানবী ﷺ দো'য়া করতে গিয়ে আল্লাহ্র কাছে বলতেন- "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে কুফরি এবং দারিদ্রতা থেকে আশ্রয় চাই" ।[৩১৩] হযরত লোক্বমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- "হে প্রিয় বৎস! তুমি উপার্জনের চেষ্টা থেকে বিরত

৩০৯ । প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮ ।
৩১০ । ড. সোয়াদ ইব্রাহীম সালেহ্, মাবাদিউন নিজাম আল-ইক্তিসাদী আল-ইসলামী ও বাদু তাতবিকাতিহি (দারুল যিয়া, কায়রো, ১৯৮৬ খৃ.) পৃ. ৬৩ ।
৩১১ । ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১ ।
৩১২ । সুনানু আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীস নং- ১০১ ।
৩১৩ । হযরত ইমাম গায্যালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮ ।

থেকো না । কারণ যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী হয় তার ধর্ম সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, বুদ্ধি দুর্বল ও মানবতা বিনষ্ট হয় এবং লোকে তাকে ঘৃণার চোখে দেখে ।[৩১৪]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে লোকে জিজ্ঞাসা করলো- "যে ব্যক্তি 'ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করে এবং বলে- আল্লাহ্ আমাকে জীবিকা প্রদান করবেন, এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন? তিনি উত্তরে বললেন- সে ঐ ব্যক্তি যে মূর্খ, শরী'য়ত সম্বন্ধে অবগত নয় । কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- আমার রিযিক্ব বল্লমের ছায়াতলে অর্থাৎ জিহাদের মধ্যে আল্লাহ্ আমার জীবিকা রেখেছেন । তার কি নবীর ﷺ এই ইরশাদ জানা নেই? রাসূল ﷺ বলেছেন- পাখিরা সকালে রিযিকের সন্ধানে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে" ।[৩১৫]

অতীতকালের জনৈক বুযর্গের ৩৬০ জন বন্ধু ছিল । তিনি সর্বদা 'ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং এক এক রজনীতে এক এক বন্ধুর গৃহে মেহ্মান স্বরূপ থাকতেন । তাকে উপার্জনের আলস্য হতে মুক্ত রাখতে তাঁর বন্ধুগণ 'ইবাদত বলে গণ্য করত । নেক কাজের দরজা সর্ব সাধারণের জন্য উম্মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তৎকালে এই রীতি প্রচলিত ছিল ।

অপর এক বুযর্গের ৩০ জন বন্ধু ছিল । সারা মাস তিনি এক রজনীতে একেক বন্ধুর বাড়িতে মেহমান হতেন । কিন্তু যুগের অবস্থা যদি এরূপ হয় প্রার্থনার অইমান ভোগ করা ব্যতীত শুধু ছাওয়াবের আশায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে লোক দান না করে, তবে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করা উত্তম । কারণ, ভিক্ষা করা মন্দ কাজ, শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনে এটা হালাল হয়ে থাকে । আর যে ব্যক্তি উপার্জন কর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও মনকে আল্লাহ্র স্মরণে নিবদ্ধ রাখতে পারেন, তাঁর জন্যও উপার্জনে লিপ্ত হওয়াই উত্তম । কারণ, আল্লাহ্র স্মরণই সকল 'ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي ।[৩১৬] এবং উপার্জনরত থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্র সাথে অন্তরকে সংযুক্ত রাখতে পারেন ।[৩১৭]

৩১৪ । প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮ ।
৩১৫ । প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯ ।
৩১৬ । আল-কুর'আন, ২০:১৪ ।
৩১৭ । হযরত ইমাম গায্যালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ ।

মহানবী ﷺ বলেছেন- "এমন কতগুলো পাপ রয়েছে যেগুলোর কাফ্ফারা শুধু জীবিকার চিন্তা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে হয়ে থাকে।"[৩১৮] কারো কাছে সাহায্যের হাত পাতা এটা নীচতা। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ বলেছেন- 'উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।' অর্থাৎ উপরের হাত দাতার হাত, নিচের হাত গ্রহীতার হাত। তাই ইসলামে তার অনুসারীদেরকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে দাতা হওয়ার সম্মান লাভের প্রতি উৎসাহিত করেছে এবং অন্যের করুণার গ্রহীতা হতে নিরুৎসাহিত করেছে।[৩১৯] রাহমাতুল্লিল 'আলামীন ﷺ এর অর্থ-ব্যবস্থায় মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চয়তার বিধান করা হয়েছে। এখানে ভিক্ষাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমন কি যার কাছে একদিনের প্রাণ বাঁচানোর মত অর্থ বা আহার্য রয়েছে তাকে ভিক্ষা দেওয়াও হারাম এবং কঠিন পাপের কাজ ঘোষণা করা হয়েছে।

তাই হাদীস শরীফে এসেছে- "এক সুস্থ-সবল আনসার সাহাবী রাসূল ﷺ এর নিকট ভিক্ষা চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার বাড়িতে কি আছে? তিনি বললেন- একটি কম্বল ও একটি মশক (পানির পাত্র)। রাসূল ﷺ তাকে সেই দু'টি জিনিস নিয়ে আসতে বললেন, তিনি নিয়ে আসলে রাসূল ﷺ নিজে নিলাম ডেকে তা দু'দিরহাম বিক্রি করেছিলেন। তারপর বললেন- এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় কর আরেক দিরহাম দিয়ে কুঠার ক্রয় করে আমার কাছে নিয়ে আস। সাহাবী তাই করলেন। রাসূল ﷺ নিজ হাতে কুঠারের হাতল লাগিয়ে দিয়ে তাকে বললেন- যাও, জঙ্গলে গিয়ে এই কুঠার দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ কর। আর পনের দিনের ভিতর যেন তোমাকে দেখতে না পাই। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল, উক্ত ব্যক্তির যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হয়েছে। একদিন সুন্দর কাপড় পরে কিছু হাদিয়া নিয়ে নবীর দরবারে হাজির হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- ক্বিয়ামতের দিন চেহারায় ভিক্ষুকের চিহ্ন নিয়ে উঠার চেয়ে এই পরিশ্রম তোমার জন্য অনেক উত্তম। তিন ব্যক্তি ব্যতীত কারো সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। সেই তিন ব্যক্তি হল- একেবারে নিস্ব-দারিদ্র, অক্ষম এবং কঠিন পীড়িত ব্যক্তি। এভাবেই মহানবী ﷺ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দরিদ্র

৩১৮। নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।
৩১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

কর্মবিমুখ ও অভাবী মানুষকে উপার্জনে সক্ষম করে তুলেছিলেন এবং ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করেছিলেন। তাই বলা হয়েছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِيْ اَتَي النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْئٌ قَالَ بَلٰي جِلَسَ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ وَقَدْ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اَتِي بِهِمَا قَالَ فَاتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ الله ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْ هٰذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰي دِرْهَمٍ مَرَّ تَيْنِ اَوْثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاعْطَا هُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدِرْهَمَيْنِ وَاَعْطَا هُمَا الْاَنْصَارِيْ قَالَ اِشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰي اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخِرَ قَرُوْمًا فَأْتِ بِهِ فَأَتَاه بِهِ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ الله ﷺ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهٗ اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَيَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرِ بِبَعْضِهَا ثَوْبًا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ هٰذَا مِنْ اَنْ تَجْنِيَ الْمَسْئَالَةَ نَكْتُهُ فِيْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ الْمَسْئَالَةَ لَاتَصِلُهُ اِلَّا الثَلَاثَةَ الَذِيْ فَقْرٌ مُدْقِعُ اَوْ لِذِيْ غَرَمٍ مُفْطِعِ اَوْلِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ

"নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো সবে"।[৩২০]

নবী করীম ﷺ এর জীবিকা উপার্জনের উপদেশ এবং শ্রমের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক বাণীগুলো সাহাবা কিরামের জীবনে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, নগণ্য কাজকেও কোন দিন ঘৃণার চোখে দেখেননি"।[৩২১]

৩২০। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৩৯৮। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.১৬৩।
৩২১। ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, ইসলামে শ্রমিকের অধিকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪ইং। পৃ. ৩৯।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূল ﷺ বলেছেন, দীনারের বান্দা অভিশপ্ত হোক, দিরহামের বান্দা অভিশপ্ত হোক।[৩২২]

আহনাফ ইবন ক্বায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি কুরায়শ গোত্রের (ধনী) লোকদের মধ্যে ছিলাম, তখন আবু যর (আমাদের সামনে দিয়ে) অতিক্রম করলেন এবং তিনি বললেন- (ধন সম্পদ) পুঞ্জীভূতকারীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের পিঠে (তপ্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্বারা এমনভাবে ছাপ দেয়া হবে যে,) তা তাদের পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে আসবে, আর তাদের গর্দানে যা তাদের কপাল ভেদ করে বেরিয়ে আসবে, আর তাদের গর্দানে যা তাদের কপাল ভেদ করে বেরিয়ে আসবে। তিনি (আহনাফ) বলেন- তিনি সেখান থেকে (কিছু দূরে) গেলেন এবং বসে পড়লেন। তিনি বলেন, আমি বললাম- এ (এই ব্যক্তি) কে? তাঁরা (কুরায়শ ব্যক্তিরা) বললেন- ইনি আবু যর। তিনি (আহনাফ) বললেন- আত:পর আমি উঠে তার কাছে গেলাম, অত:পর বললাম- আপনাকে পূর্বে যা বলতে শুনলাম তা কী? তিনি বললেন- আমি নবী ﷺ থেকে যা শুনেছি তা ছাড়া আর কিছুই বলি নি। তিনি বলেন- আমি বললাম- এই দান (আল্লাহ যা আমাকে দিয়েছেন) সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কী? তিনি বললেন- তা গ্রহণ করো। আজকের দিনে অবশ্যই তা তোমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু তা যখন তোমার দ্বীনের জন্য মূল্য স্বরূপ হয় তখন তা বর্জন করো।[৩২৩]

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন- (কিয়ামতের দিনে) পৃথিবী স্বর্ণ ও রোপ্যের স্তম্ভ আকারে তার জিগরের টুকরো সমূহ (তার অভ্যন্তরে গুপ্ত ধনরাজী) উদগীরণ করে দেবে। তখন হত্যাকারী আসবে এবং বলবে- এর জন্যই আমি রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। আর ছিন্নকারী আসবে এবং বলবে- এর জন্যই আমি রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। আর চোর আসবে এবং বলবে: এর জন্যই আমার হাতকাটা গিয়েছিল। তখন তারা তা পরিত্যাগ করবে এবং তা থেকে কিছুই নেবে না।[৩২৪]

৩২২। তিরমিযী, সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, সংকলনে-মুহাম্মদ আকরম খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ২০০৯ইং, পৃ.৩৩৭।

৩২৩। মুসলিম, সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, সংকলনে-মুহাম্মদ আকরম খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, মে ২০০৯ইং, পৃ.৩৩৮।

৩২৪। মুসলিম, সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, সংকলনে-মুহাম্মদ আকরম খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, মে ২০০৯ইং, পৃ.৩৩৮

হযরত 'উক্ববা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে আসরের সালাত আদায় করলেন এবং তাড়াতাড়ি (সালাত শেষ) করলেন। এরপর তিনি গৃহে প্রবেশ করলেন, কিন্তু সেখানে থাকলেন না বরং বেরিয়ে এলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম অথবা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলো তখন তিনি বললেন- আমি আমার গৃহে সাদক্বার ছোট এক টুকরা স্বর্ণ রেখে এসেছিলাম, কিন্তু এ অবস্থায় রাত কাটানো আমার পছন্দ হলো না, তাই আমি তা বন্টন (দান) করে দিয়ে এলাম।[৩২৫]

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- মানুষের জন্য এমন একটা সময় আসবে যখন ব্যক্তি কোন উৎস থেকে (বা কোন পন্থায়) উপার্জন করেছে সে ব্যাপারে পরোয়া করবে না, তা কি হালাল থেকে; না হারাম থেকে।[৩২৬]

আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন স্বীয় পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে, তার দৈহিক কাঠামোকে মজবুত করতে এবং আল্লাহ্র 'ইবাদতের জন্য তাকে পবিত্র করতে। যে ব্যক্তি শ্রমের সাহায্যে দৈহিক ও পারিবারিক প্রয়োজন পূর্ণ করতে সচেষ্ট বা আগ্রহী নয়, সে আল্লাহ্র নির্দেশ লংঘনকারী 'অভিশপ্ত' এবং লানতপ্রাপ্ত। প্রাথমিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করে ইবাদতে মশগুল হতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন- আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদা দেওয়ার পূর্বেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৩২৭]

রাসূল পাক ﷺ এর উপর্যুক্ত তাৎপর্যপূর্ণ বাণীসমূহ থেকে ইসলামের উপার্জন চেষ্টার গুরুত্ব ও মর্যাদা সুপষ্টভাবে প্রমাণিত।

(ক) ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব, সুফল ও এর ক্ষেত্রসমূহ

হালাল উপার্জন দ্বারা জীবন নির্বাহ করা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হারাম বা অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা গড়া শরীর হবে জাহান্নামের ইন্ধন। হালাল উপার্জন করা ও হালাল বস্তু খাওয়া

৩২৫। বুখারী, সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, সংকলনে-মুহাম্মদ আকরম খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, মে ২০০৯ইং, পৃ.৩৩৮।

৩২৬। বুখারী, সূত্রঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, সংকলনে-মুহাম্মদ আকরম খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, মে ২০০৯ইং, পৃ.৩৩৯।

৩২৭। নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

ইমানদারদের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। হালাল উপার্জনে বহুবিধ উপকার, গুরুত্ব ও সুফল নিহিত আছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হল-

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

১. ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত

হালাল উপার্জনে মানুষের প্রচুর কল্যাণ নিহিত। পক্ষান্তরে হারাম উপার্জনে রয়েছে অকল্যাণ। তাই হালালভাবে উপার্জিত সম্পদই মূলত কল্যাণকর। হালাল উপার্জনে রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। তাবরাণী শরীফে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন- "সুসংবাদ তার জন্য যার আয়-উপার্জন বৈধ, যার গুপ্ত অবস্থা সৎ ও মহৎ, যার প্রকাশ্য অবস্থা পছন্দনীয় এবং যার অনিষ্ট ও অপকার থেকে মানুষ নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন। আরো সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার 'ইলম অনুযায়ী 'আমল করে এবং বৃথা আলাপ না করে।[৩২৮] আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ বলেছেন- হারাম উপার্জনে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩২৯]

২. হালাল উপার্জন অন্যতম ফরয

আল্লাহ্ পাক মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁরই 'ইবাদত করার জন্য। 'ইবাদত করা যেমন ফরয, তেমনি অলস বসে না থেকে হালাল উপার্জন বা হালাল রুযি অন্বেষণ করাও ফরয। আল্লাহ্ পাকের বাণী-

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহ্র অনুগ্রহে জীবিকা অন্বেষণ কর-তথা উপার্জন কর"।[৩৩০] হালাল উপার্জন করা অন্যতম ফরয কাজ। 'আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মহানবী ﷺ বলেছেন

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

"হালাল রুযি অন্বেষণ করা ফরযের পর একটি ফরয"।[৩৩১]

[৩২৮]। হযরত ইমাম গায্যালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।
[৩২৯]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৩,
[৩৩০]। আল-কুর'আন, ৬১:১০।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- হালাল বস্তু অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব।[৩৩২]

৩. 'ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হালাল উপার্জন

'ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হালাল রুযি। যার রুযি হালাল নয়, তার যাবতীয় 'ইবাদত নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত কিছুই কবুল হবে না। কাজেই ঈমানের পরে হালাল রুযি উপার্জন করে হালাল খাওয়া, হালাল পরা ফরয। তাবরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল পাক ﷺ বলেন- "হে সা'দ! বৈধ খাদ্য ভক্ষণ কর। তাহলে তোমার দো'য়া কবূল হবে। শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যার করতলে আমার জীবন নিহিত। যদি কেউ একটি হারাম গ্রাসও পেটে দেয় তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। যে ব্যক্তির দেহ গঠিত হয় হারাম খাদ্যে সে দেহ দোযখেরই উপযুক্ত"।[৩৩৩] ইবন 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

مَنْ اِشْتَرَي ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ تَعَالٰى لَهُ صَلٰوةً مَادَامَ عَلَيْهِ

'যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় ক্রয় করল, সেখানে এক দিরহাম হারাম থাকলে যতক্ষণ তা পরনে থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার নামায কবুল করবে না।[৩৩৪]

৪. সর্বোত্তম আমল

স্বহস্তে উপার্জন করা উত্তম আমল। মিক্বদাদ বিন মা'দিকারুবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-মহানবী ﷺ বলেছেন

[৩৩১]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪২, আল-মুত্তাকী, কানযুল 'উম্মাল, ২য় খ., পৃ. ৩৯৭।
[৩৩২]। আল-মুখতারাতুর রেযভিয়া মিনাল আহাদীছিন নবভিয়া ওয়াল আছারিল মারভিয়া, ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী, গুজরাট, মারকায আহলে সুন্নাত বারাকাত রেযা, ২০০১ইং, ২য় খ., পৃ.৩৮১
[৩৩৩]। হযরত ইমাম গায্যালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।
[৩৩৪]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৩।

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَاِنَّ نَبِيَ اللهِ دَاوِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

"দু'হাতের উপার্জিত হালাল খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই। হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে কাজ করে খেতেন।"[৩৩৫]

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন- "যে ব্যক্তি হালাল রুযি দ্বারা তার পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের চেষ্টা করে সে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীর ন্যায়"। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন- "হালাল উপার্জন করাই সর্বোত্তম আমল"।[৩৩৬]

৫. হালাল উপার্জন ভক্ষণের তাগিদ

ইসলাম হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। হালাল উপার্জন ইমানদারের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"(ওহে ইমানদার!) তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না"।[৩৩৭]

হালাল রুযি উপার্জনের তাগিদ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র হালাল রিযিক খাও, আল্লাহ্র শোকর কর, যদি তোমরা শুধুমাত্র আমার 'ইবাদত কর"।[৩৩৮]

৩৩৫। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪১, আল-মুখতারাতুর রেযভিয়া মিনাল আহাদীছিন নবভিয়া ওয়াল আছারিল মারভিয়া (জামেউ'ল আহাদীছ), ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী, গুজরাট, মারকায আহলে সুন্নাত বারাকাত রেযা, ২০০১ইং, ২য় খ., পৃ.৩৮১।

৩৩৬। আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং- ১৯৩০।

৩৩৭। আল-কুর'আন, ২:১৮৮

৬. সর্বোত্তম খাদ্য

শ্রমের দ্বারা হালাল উপায়ে অর্জিত খাদ্যই অত্যাধিক পবিত্র ও সর্বোত্তম খাদ্য। এ মর্মে মহানবী ﷺ বলেন

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ

"দু'হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি"।[৩৩৯]

মহানবী ﷺ আরো বলেন-

اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَاِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

তোমাদের উপার্জন থেকে যা তোমরা খাও তা-ই উত্তম, তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উপার্জন।[৩৪০]

৭. কর্মবিমুখতার বিলোপ সাধন

হালাল উপার্জন করতে হলে মানুষকে কঠোর শ্রম করতে হয়। বসে বসে বা অবৈধ উপায়ে উপার্জনে তেমন কষ্ট করতে হয় না। কিন্তু হালাল উপার্জনের জন্য তিলে তিলে সময়, শ্রম, মেধা-প্রজ্ঞা খরচ করতে হয়। এতে মানুষের মধ্যে কর্মবিমুখতা দূর হয়। অলসতা তাঁর কাছেও আসতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেন- "তোমাদের ফজরের সালাত আদায় হয়ে গেলে জীবিকা অন্বেষণ না করে ঘুমিয়ে পড়ো না"।[৩৪১] নবী করীম ﷺ দো'য়া করতেন এ বলে যে,

اَللّٰهُمَّ اِنِي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَ الْكَسْلِ وِ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে অক্ষমতা, কর্মবিমুখতা, কাপুরুষতা এবং কৃপণতা থেকে পানাহ চাই।'[৩৪২]

৩৩৮। আল-কুর'আন, ২:১৭২

৩৩৯। আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, ১৪০৯ হিজরী। কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং- ১৯৩১

৩৪০। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪২। আল-মুখতারাতুর রেযভিয়া মিনাল আহাদীছিন নবভিয়া ওয়াল আছারিল মারভিয়া (জামেউ'ল আহাদীছ), ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী, গুজরাট, মারকায আহলে সুন্নাত বারাকাত রেযা, ২০০১ইং, ২য় খ., পৃ.৩৮২।

৩৪১। মুওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৩৪২। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২১৭।

৮. উপার্জনে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা

হালাল উপার্জন করা মু'মিনের অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। নিজ হাতে উপার্জন করে নিজের প্রাপ্যটা অবশ্য ভোগ করা কর্তব্য। অপরের আয়-উপার্জনের দিকে চেয়ে থাকা মু'মিনের জন্য শান নয়। আল্লাহ্ বলেন

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"হে মু'মিন! আল্লাহ তোমাকে পরকালের যা কিছু দান করেছেন তা তালাশ কর এবং তোমার পার্থিব প্রাপ্যটা গ্রহণ করতে ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ তোমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করেছেন তদ্রূপ তুমি সদাচরণ কর এবং দুনিয়ায় ফ্যাসাদ করতে ইচ্ছা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ ফিৎনাকারীদেরকে ভালবাসেন না"।[৩৪৩]

৯.নবীদের সুন্নাত

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁরা সকলেই নিজ হাতে হালাল উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাই হালাল উপার্জন নবী রাসূলগণের সার্বজনীন সুন্নাত। রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا اِلَّا رَعَي الغَنَمَ

'আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীই ছাগল চরিয়েছেন।'

রাসূল ﷺ বলেছেন- 'আল্লাহ্ কোন নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল চরাননি। জিজ্ঞাস করা হল- আপনিও কি? তিনি বললেন-

نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلٰي قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ

হ্যাঁ, আমি কয়েক পয়সার বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম"।[৩৪৪]

৩৪৩। আল-কুর'আন, ২৮:৭৭।

৩৪৪। আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, দিল্লী, ১৪০৯ হিজরী। কিতাবুল বুয়ূ, হাদীস নং-২১০২। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালাল ওয়াল-হারাম ফিল-ইসলাম, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯খৃ.), ৭ম সং. পৃ.১৮৭।

হালাল উপার্জনের জন্যে আল্লাহ্র নবীগণ তাদের জীবনে অকপটে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করেছেন। হযরত আদম (আ.) কৃষি কার্য, হযরত নূহ (আ.) কাঠমিস্ত্রি, হযরত ইদ্রিস (আ.) সেলাই, হযরত ইব্রাহিম ও লূত (আ.) ক্ষেতখামার, হযরত সালিহ (আ.) ব্যবসা, হযরত দাউদ (আ.) লৌহবর্ম তৈরী, হযরত মূসা ও হযরত শূ'আইব (আ.) মেষ-ছাগল রক্ষণাবেক্ষণের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।[৩৪৫]

১০. মহানবী ﷺ এর প্রেরণা দান

মহানবী ﷺ হালাল উপার্জনের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন- "তোমরা তোমাদের উত্তরাধিকারীগণকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে স্বচ্ছল ও বিত্তবান রেখে যাওয়া উত্তম"। আর এ জন্য হালাল উপায়ে উপার্জন অপরিহার্য।[৩৪৬]

১১. হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর উৎসাহ দান

হালাল উপার্জন করার জন্য হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কঠোরভাবে নির্দেশ দান করে বলেন- "তোমাদের কেউ যেন জীবিকার্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহ হয়ে বসে না থাকে"। এক ব্যাক্তি তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি করেন? উত্তরে 'আমি বেকার' বলার কারণে তিনি তাকে বের করে দিলেন।[৩৪৭]

১২. 'ইবাদতের সামর্থ

'ইবাদতের সামর্থ হাসিলের জন্যে হালাল জীবিকা প্রয়োজন। রাসূল পাক ﷺ আল্লাহ্র কাছে প্রায়ই দো'য়া করতেন- "হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও, আর আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা, যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায, রোযা আদায় করতে পারবো না, আমাদের মহান রবের নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না"।[৩৪৮]

৩৪৫। Farid Uddin Masud, Idid, P. 44-45.

৩৪৬। শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের, (দারুন নদয়া আল জাদীদ, বৈরুত), পৃ. ১১৮।

৩৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৩৪৮। আহমদ শালাবী, প্রগুক্ত, পৃ. ৫৩০।

হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রসমূহ

ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলামের পূর্বেও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তম্মধ্যে অধিকাংশ ছিল অবৈধ। রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনের ক্ষেত্র সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব। রাসূল ﷺ নবুওয়াত লাভের সময় আরব দেশে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তিনি নবুওয়াত লাভের পর সে সব ব্যবস্থার অনেক পদ্ধতিকে অনুমোদন করেন। আর কতগুলো পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে নিষেধ করেন। এখানে কেবল রাসূল ﷺ ও সাহাবা কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ ও সাহাবা কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ

১. নগদ মূল্যে পণ্য বেচাকেনা

রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের যুগে সাধারণত চার পদ্ধতিতে নগদ মূল্যে পণ্য বিপণন করা হত। যথা ঃ

ক. বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের ক্রয় মূল্য ক্রেতাকে না জানিয়ে পণ্য বিপণন।

খ. ক্রয় মূল্য জানিয়ে তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যোগ করে পণ্য বিপণন।

গ. লাভ ছাড়া ক্রয়কৃত মূল্যে পণ্য বিপণন।

ঘ. লোকসান দিয়ে পণ্য বিপণন।

এসব পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

ক. বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের ক্রয় মূল্য ক্রেতাকে না জানিয়ে পণ্য বিপণন

সাধারণত ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিবিধ খরচ ইত্যাদির কথা না জানিয়ে ক্রেতার কাছে মূল্য চায় এবং উভয়ে দরাদরি করে কেনাবেচা করে থাকে। এ পদ্ধতিতে পণ্য বিপণণকে ফিকাহ্‌র পরিভাষায় "বাইয়ুম মুসাওয়ামাহ" (بيع المساومة) বলা হয়। এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন

أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ্ বেচাকেনাকে হালাল আর সুদকে হারাম ঘোষনা করেছেন"[৩৪৯]। কাজেই তা বৈধ। তাছাড়া রাসূল ﷺ এর আমল হতেই এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ হবার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩৪৯। আল-কুর'আন, ২:২৭৫।

'উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা'দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একবার রাসূল ﷺ মদীনায় আগত এক ব্যবসায়ীকে দেখে আমার হাতে এক দীনার দিয়ে বললেন, 'উরওয়া! ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে আমার জন্য একটি বকরী কিনে নিয়ে আস। তিনি বলেন, আমি ব্যবসায়ীর কাছে গেলাম। তার সাথে দরাদরি করে এক দীনার দিয়ে দু'টি বকরী কিনলাম। অতঃপর বকরী দু'টি নিয়ে আসলাম। অথবা বললেন- বকরী দু'টি হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ অবস্থায় এক লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হল। লোকটি আমার কাছে একটি বকরী কিনতে চাইলে, দরদাম করে এক দীনারের বিনিময়ে তার কাছে একটি বকরী বিক্রি করে দিলাম। পরিশেষে একটি বকরী ও এক দীনার নিয়ে ফিরে এসে বললাম- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই হচ্ছে আপনার দীনার আর এইটি আপনার বকরী। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন- এমন কি করে করলে? তখন আমি তাঁকে পুরা ঘটনা খুলে বললাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ্! তুমি এর হাতে ব্যবসায় বরকত দিও। তিনি বলেন- তোমরা আমাকে কুফা শহরের "কুনাছা" নামক স্থানে অবস্থান করে বাড়িতে পরিবারের কাছে ফিরে আসার আগেই চল্লিশ হাজার রোজগার করতে দেখছ। (বর্ণনাকারী বলেন) তিনি দাসদাসী বেচাকেনার ব্যবসা করতেন।[৩৫০]

"হাকীম ইবন হোযাম হতে বর্ণিত, (অপর রেওয়ায়াতে 'উরওয়া ইব্‌ন আবুল জা'দ থেকে বর্ণিত,) রাসূল ﷺ তাঁর কাছে একটি দীনার পাঠালেন। তিনি দীনারটি নিয়ে (বাজারে আসলেন রাসূল ﷺ এর জন্য একটি কুরবানীর পশু ক্রয় করতে এবং তা এক দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। অতঃপর সেটা দু'দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। অতঃপর আবার ফিরে এসে এক দীনারের বিনিময়ে একটি কুরবানীর পশু কিনলেন এবং এক দীনার দিয়ে রাসূল ﷺ এর কাছে আসলেন। রাসূল ﷺ সে দীনারটি সাদকা করে দিলেন এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত লাভের জন্য দো'য়া করলেন।[৩৫১]

৩৫০। মুসনাদে আহমদ, বলুগুল আমানীতে বলা হয়েছে এ হাদীসটি বুখারী, তিরমীযি, আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ হতে বর্ণিত হয়েছে। (আল ফাতহুর রাব্বানী, খ. ১৫, পৃ. ২০), (সুবুলুস সালাম, খ. ১, পৃ. ৩১)

৩৫১। আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং- ৩৩৮৪। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৫৪।

এ হাদীসদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীদ্বয় বিক্রির সময় তাদের ক্রয়মূল্য ক্রেতার কাছে বলেন নি। এতদসত্ত্বেও রাসূল ﷺ তাদের ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করলেন এবং তাঁরা উভয়ের জন্য দো'য়াও করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন- নবীজি বলেন-لا يتفرقن اثنان الا عن تراض 'ক্রেতাবিক্রেতা উভয়ই সন্তুষ্টচিত্তে পৃথক হবে।'

খ. ক্রয় মূল্য জানিয়ে তার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ যোগ করে পণ্য বিপণন

অনেক সময় বিক্রেতা ক্রেতার কাছে তার ক্রয় মূল্য বা পড়তামূল্য জানিয়ে বলেন, এর উপর আমাকে কিছু লাভ দিন। অথবা ক্রেতা বলেন, আপনার ক্রয়মূল্য বা পড়াতামূল্যের উপর ১০% বা ২০% লাভ দিব। এ জাতীয় কথার ভিত্তিতে বেচাকেনা সম্পন্ন হলে এমতাবস্থায় বিক্রেতা সঠিকমূল্য বা পড়তামূল্য জানতে বাধ্য থাকবে। কোন ধরনের মিথ্যা বলে অতিরিক্ত কিছু নিলে তা তার জন্য সুদ বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় বেচাকেনাকে ইসলামী ফিকাহ্র পরিভাষায় "বাইয়ুল মুরাবাহ"(بيع المرابحة) বলা হয়।

"দশ টাকার পণ্য তোমার কাছে বার টাকায় বিক্রি করল"। এ ধরণের বেচা-কেনাকে ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুদী লেনদেন মনে করলেও মাকরুহ বলেছেন। ইবনে 'ওমর একে সরাসরি সুদ বলে দাবী করেছেন। আর ইশরামা তা হারাম বলে মন্তব্য করেছেন। হাসানও একে মাকরুহ বলেছেন। মাসরুক্ব একে মাকরুহ বলে মন্তব্য করেছেন বরং বলতে হবে "এত টাকায় কিনেছি, আর এত টাকায় বিক্রি করব"।

ইব্ন মাস'উদ এ ধরনের বেচাকেনার অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হল মূল্যের উপর পড়তা খরচের জন্য কোন লাভ নেয়া যাবে না। সা'ঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেবও এ ধরনের বেচাকেনার অনুমতি দিয়েছেন। কাজী শোরাইহ ও ইব্ন সীরিন বলেছেন, এ ধরনের বেচাকেনা হতে পারে এবং পড়তা খরচও পণ্যের মূল্যের সাথে যোগ করা যায়।[৩৫২]

[৩৫২]। মুহাম্মদ আল-মুনতাছার আল কাত্তানী, মু'জামু ফিকহিস সালাফ, (মাতাবিউস সাফা, মক্কা) খ. ৬, পৃ. ৮২।

ফকীহগণ এ ধরণের ব্যবসাকে "আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন"[৩৫৩]-এর অন্তর্ভূক্ত করে বৈধ বলে মত দিয়েছেন।

কোন হাদীস থেকেই এ ধরনের বেচাকেনা রাসূল ﷺ এর যুগে সংগঠিত হয়েছিল কিনা তা আমরা জানতে পারি নি। তবে 'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীসে এ ধরনের পণ্য বিপণন বৈধ হবার অর্থ কথা জানা যায়।

'উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি ইয়াহুদীদের একটি গোত্র যাদেরকে 'বানু কাইনুকা' বলা হয়, তাদের থেকে খেজুর কিনতাম এবং তা মুরাবাহ পদ্ধতিতে (লাভে) বিক্রি করতাম। এ সংবাদ রাসূল ﷺ এর কাছে পৌঁছলে রাসূল ﷺ বলেছেন, হে 'উসমান! যখন কোন কিছু ক্রয় করবে তখন তা মেপে বুঝে নিবে। আবার যখন তা বিক্রি করবে তখনও মেপে বুঝিয়ে দিবে"।[৩৫৪]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, ক্রয় করার সময় যে মাপে ক্রয় করা হয়েছে ঠিক সে মাপে পণ্য বিপণন করা বৈধ নয়। বিপণনের সময় মেপে পণ্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

গ. লাভ ছাড়া ক্রয়কৃত মূল্যে পণ্য বিপণন

রাসূল ﷺ এর যুগে কখনো কখনো কোন কোন ব্যবসায়ী নানা কারণে মুনাফা ব্যতিরেকে তার ক্রয়কৃত মূল্যে পণ্য বিক্রি করত। এ জাতীয় বিপণন পদ্ধতিকে ইসলামী ফিকাহ্র ভাষায় "বাই'য়ুত তাওলিয়া" (بيع التولية) বলা হয়। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ইসলামী শরী'য়তে বৈধ। স্বয়ং রাসূল ﷺ আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর সাথে এ পদ্ধতিতে কেনাবেচা করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, রসূল ﷺ যখন হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দু'টি উট কিনলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন- তার একটি আমাকে দাও। এ কথা শুনে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন তা আপনাকে দিলাম কোন বিনিময় ছাড়াই। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেছেন- মূল্য ছাড়া আমি নেব না"।[৩৫৫]

[৩৫৩]। আল-কুর'আন, ২:২৭৫।
[৩৫৪]। শাওকানী, নাইলুল আওতাব, খ.,৫, পৃ.২৬০।
[৩৫৫]। হেদায়া, কামাল উদ্দিন ইব্ন হুমাম, ফাতহুল ক্বাদীর, খ. ৬, পৃ. ১২৩।

বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে হিজরতের কথা জানালে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- "আমি সে দু'টি হিজরতের জন্যই তৈরী রেখেছি। আপনি তার একটি নিন। রাসূল ﷺ বলেছেন- তা আমি মূল্যের বিনিময়ে নিলাম"।[৩৫৬]

উপরোক্ত প্রথম বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উট ক্রয় করেছিলেন এতদুদ্দেশ্যে। এটাও জানা যায় যে, তিনি তার একটি উট রাসূল ﷺ কে বিনামূল্যে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তা বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন। আর দ্বিতীয় হাদীস হতে জানা গেল যে, রাসূল ﷺ তা মূল্যের বিনিময়ে নিয়েছিলেন। তবে ধরে নেয়া যায় যে, যেখানে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিনামূল্যে দিতে চাইলেন সেখানে বিনামূল্যে নিতে রাসূল ﷺ এর অস্বীকৃতির কারণে মূল্য নিলেও ক্রয়কৃত মূল্যই নিয়েছিলেন। লাভ নিয়ে কোন ব্যবসা করেন নি।

ওয়াকেদীর বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে উটের মূল্য হিসেবে আট'শ দিরহাম দিয়েছিলেন।[৩৫৭] কিংবা ক্রয়ের পর পণ্যে কোন ধরনের ত্রুটি দেখা দিলে এমতাবস্থায় তাকে ক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে অর্থাৎ লোকসান দিয়ে পণ্য বিপণন করতে হয়। এ ধরনের পণ্য বিপণনকে ইসলামী ফিকাহ্র ভাষায় বাই'য়ু মুয়াবিদা বলা হয়। এভাবে লোকসান দিয়ে পণ্য বিক্রি করা ইসলামে বৈধ। কারণ ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনি লোকসানের সম্ভাবনাও আছে। এটিই ব্যবসার ধর্ম। কাজেই এ জাতীয় বেচাকেনাও 'আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন'-এর অন্তর্ভূক্ত।[৩৫৮]

তাছাড়া হাদীস শরীফ থেকেও এ জাতীয় বেচাকেনা বৈধ হবার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। "হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কারো দাসী যদি ব্যভিচার করে, আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত কর। তবে (এরপর) তাকে লাঞ্ছিত করা যাবে না। অতঃপর আবার যদি ব্যভিচার করে তখনও তাকে বেত্রাঘাত কর। তবে তাকে লাঞ্ছিত করা যাবে না। অতঃপর আবার তৃতীয়বার ব্যভিচার করলে তাকে বিক্রি

৩৫৬। ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, (দারুল ফিকর), খ. ৪, পৃ. ৩৫১।
৩৫৭। আব্দুর রহমান আন বান্না, বুলুগুল আমানী, (দারুশ শিহাব, কায়রো), খ. ২০, পৃ. ২৮১।
৩৫৮। আল-কুর'আন; ২:২৭৫

করে দাও একগাছি ফুলের রশির বিনিময়ে হলেও"।[৩৫৯] হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন-

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اِشْتَرَي وَاِذَا اِقْتَضٰي

'আল্লাহ সে সরল মানুষকে দয়া করুক- যে বিক্রয় করে, ক্রয় করে এবং তা পরিপূর্ণ করে দেয়।[৩৬০]

(ঘ) লোকসান দিয়ে পণ্য বিপণন

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায় ঠকবাজি,ধোঁকাবাজি, গোষ্ঠী বিশেষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বাজার ও মিথ্যা শপথ পূর্বক পণ্য বিক্রি ইত্যাদি লেনদেন নিষিদ্ধ। হযরত রাসুল করীম ﷺ একটি পুরোপুরি উন্মুক্ত ও সততা নির্ভর বাজার গড়ে তোলার পাশাপাশি ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কার্যক্রমের কাঠামো প্রদান করেন। মিথ্যার উপর যে ব্যবসা বা বিপণন হয় তা রহমত ও বরকত শূন্য হয়। সেখানে মুনাফা থাকলেও ক্ষতি অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে বিপণনে লোকসান হয়, কিন্তু মিথ্যা ও ধোঁকা নেই, তাতে বরকত রয়েছে। আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّهُ يُشْهِدُ بَيْعَكُمْ اَلْحَلْفَ وَاللَّغْوَ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدْقَةِ

হে ব্যবসায়ী দল! তোমাদের বেচাকেনায় মিথ্যা শপথ ও বতুলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতএব, তোমরা তাকে সদকার সাথে সংমিশ্রিত কর।[৩৬১]

২. বাকিতে পণ্য বিপণন

রাসূল ﷺ এর যুগে নগদ মূল্যে পণ্য বিপণনের প্রথা যেমন ছিল তেমনি বাকিতে পণ্য বিপণনের ব্যবস্থাও সমাজে চালু ছিল। সাধারণত নিম্নলিখিত তিন পদ্ধতিতে বাকিতে পণ্য বিপণন করা হত।

ক. বন্ধক বিহীন বাকিতে পণ্য বিপণন।
খ. বন্ধক রেখে বাকিতে পণ্য বিপণন।
গ. বায়না রেখে বাকিতে পণ্য বিপণন।

৩৫৯। ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, (দারুল ফিকর), খ. ৪, পৃ. ৩৬১।
৩৬০। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৩।
৩৬১। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, সংকলনে-মুহাম্মদ আকরম খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ২০০৯ইং, পৃ.১৬৮।

ক. বন্ধক বিহীন বাকিতে পণ্য বিপণন

রাসূল ﷺ এর যুগে সাহাবাগণ একে অপরের কাছে বন্ধক ব্যতিরেকে বাকিতে পণ্য বিক্রি করতেন। এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় 'আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম করেছেন'[৩৬২] এর অন্তর্ভূক্ত। এতদ্ব্যতীত এ জাতীয় বেচাকেনা বৈধ হবার পক্ষে অনেক হাদীসও পাওয়া যায়।

"হযরত 'আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম- হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ! অমুক এসেছে, তার কাছে সিরিয়ার কিছু কাপড় আছে। আপনি যদি তার কাছে কাউকে পাঠাতেন, অতঃপর সচ্ছল হবার পর আদায় করার শর্তে বাকিতে দু'টি কাপড় কিনতেন (তাহলে ভাল হত)। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ এক লোককে পাঠালেন। কিন্তু সে (বাকিতে দিতে) অস্বীকার করলো"।[৩৬৩]

অপর একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন "কোন লোক পণ্য বিক্রি করল। অতঃপর ক্রেতা দরিদ্র হয়ে গেল। আর বিক্রেতা তখনো তার পণ্যের কোন মূল্য নিল না। এমতাবস্থায় যদি সে তার পণ্যটি হুবহু পেয়ে যায় তাহলে সে তার পণ্য নিয়ে যাওয়ার অধিক হকদার। আর যদি ক্রেতা মারা যায় এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার পণ্য নিয়ে যাবার ব্যাপারে ঋণ প্রাপকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হবে"।[৩৬৪]

"ইব্ন 'ওমর উটের বিনিময়ে একটি আরোহণযোগ্য উট বাকিতে কিনেছিলেন। 'রাবযা' নামক স্থানে উটের মালিককে উটগুলো হস্তান্তর করার কথা দিয়ে"।[৩৬৫]

"সফ্ক্বাহ-এর আযাদকৃত গোলাম আবু সালেহ ইব্ন 'ওবাইদ হতে বর্ণিত, তিনি সংবাদ দেন যে, তিনি 'দারে নাহলা' নামক স্থানের অধিবাসীদের কাছে কিছু কাপড় বাকিতে বিক্রি করেছিলেন। অতঃপর তিনি কুফা যেতে চাইলে তখন তারা (কাপড়ের) মূল্য নগদ পরিশোধ করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কিছু মূল্য কমিয়ে দিবেন। তিনি এ প্রসঙ্গে যায়দ ইন ছাবিতকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন- আমি তোমাকে এটা খেতেও আদেশ করব না। আর না খাওয়ার আদেশও করব না"।[৩৬৬]

৩৬২। আল-কুর'আন, ২:২৭৫।
৩৬৩। হাকেম, বায়হাকী, এ হাদীসের র্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, (কোহলানী, সুবুলুস সালাম), খ. ৩, পৃ. ৫১।
৩৬৪। ইমাম মালেক, মুয়াত্তা, (আল-মাকতাবা আল এলমিয়া), পৃ. ২৭৮।
৩৬৫। ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, (দারুল ফিকর), খ. ৪, পৃ. ৪১৯।
৩৬৬। মুয়াত্তা মালেক, পৃ. ২৭১।

হযরত হোযাইফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ ফরমায়েছেন,

إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا اَعْلَمُ قِيْلَ لَهُ اُنْظُرْ قَالَ مَا اَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ اَنِّي كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا اُجَازِيْهِمْ فَاُنْظِرُ الْمُوْسَرَ وَاُجَاوِزُعَنْ الْمُعْسِرِ فَاَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

'তোমাদের পূর্বেকার এক মানুষের কাছে প্রাণ কবজা করার জন্য ফেরেশতা হাজির হয়ে বললেন- কোন ভাল কাজ কি করেছেন? উত্তরে বললেন- আমার জানা নেই। ফেরেশতা বললেন- ভেবে দেখুন। বললেন- তবে আমার জানা আছে, দুনিয়ায় ব্যবসা করার সময় যে মানুষের সামর্থ আছে তাকে বাকী দিতাম আর যার সামর্থ নেই তাকে মাফ করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।'[৩৬৭]

খ. বন্ধক রেখে বাকিতে পণ্য বিপণন

বাকিতে পণ্য বিক্রেতা পণ্যের মূল্য পরিশোদের গ্যারান্টি হিসেবে রাসূল ﷺ এর যুগে কখনো কখনো কোন সম্পদ বন্ধক হিসেবে রাখতেন। কাজেই ক্রেতার কাছ থেকে বন্ধক রেখে বাকিতে পণ্য বিপণন বৈধ। স্বয়ং রাসূল ﷺ তার নিজের একটা বর্ম বন্ধক রেখে নিজের পরিবারের জন্য এক ইয়াহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্য কিনেছিলেন।

আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

قَالَتْ اِشْتَرَي رَسُوْلُ اللهِ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلَي اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ

'আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- রাসূল ﷺ জনৈক ইয়াহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্য বাকিতে কিনেছিলেন এবং তার কাছে একটি লৌহ বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন"।[৩৬৮]

"অপর এক হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ এর ইন্তিকাল পর্যন্ত লৌহ বর্মটি ইয়াহুদীর কাছে বন্দক ছিল। পরে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার কাছ থেকে তাঁর পাওনা পরিশোধ করে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে হস্তান্তর করেছিলেন"।[৩৬৯]

৩৬৭। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৫৩।
৩৬৮। ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, (দারুল ফিকর), খ. ৪, পৃ. ৩০২।
৩৬৯। প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪৩।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে,

১. বন্ধক রেখে বাকিতে পণ্য বিপণন বৈধ।
২. লেনদেন অমুসলিমদের সাথে করা বৈধ।

বন্ধকী সম্পত্তির ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান

১. বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রেতাকে নিজের কাছে তার মূল্যের গ্যারান্টি হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। তার কাছে তা আমানত হিসেবে থাকবে। কাজেই তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।
২. বিক্রয়মূল্য বেশী হলে নিজের মূল্য নিয়ে বাকি টাকা ক্রেতার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।[৩৭০]

গ. বায়না রেখে বাকিতে পণ্য বিপণন

রাসূল ﷺ এর যুগে সমাজে আর এক ধরণের পণ্য বিপণন পদ্ধতি চালু ছিল। পদ্ধতিটি হল বেচা-কেনার কথা ঠিক হবার পর ক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে কিছু টাকা বায়না স্বরূপ দিয়ে বলা হত, যদি টাকা পরিশোধ করে পণ্যটি নিয়ে যাই তাহলে বায়না স্বরূপ দেয়া টাকা মোট মূল্যের অন্তর্ভূক্ত হবে আর যদি পণ্য না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কোন বিনিময় ছাড়াই বায়নাস্বরূপ দেয়া টাকা তুমি পাবে। আমাকে তা ফেরত দিতে হবে না। এ ধরণের বেচা-কেনাকে ইসলামী ফিকহ্র পরিভাষায় 'বায়'উল 'উরবান' বলা হয়। 'বায়'উল 'উরবান' হচ্ছে- কোন জিনিস ক্রয়ের জন্য অগ্রিম (বায়না) প্রদান। যে ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, শেষ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হলে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ মূল্যের অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত না হয় তাহলে অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত অর্থ ফেরত দেয়া হবে না। এখানে অগ্রিম প্রদান একটি প্রতিকী ব্যাপার মাত্র। কারণ এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। সে যদি নিজের জন্য লাভজনক মনে করে তাহলে চুক্তি অনুযায়ী ক্রয়কার্য সম্পাদন করবে, অন্যথায় চুক্তি থেকে সরে যাবে।[৩৭১]

এ জাতীয় বেচা-কেনার সম্বন্ধে দু'ধরণের দু'টি হাদীস রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে। প্রথম হাদীসটি 'আমর ইবনে শোয়া'ইব হতে বর্ণিত, তিনি তার বাবা হতে আর বাবা তার দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন-

৩৭০। ফাতাওয়া ও মাসাইল, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১ইং), খ. ৬, পৃ. ৬১।
৩৭১। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা, সংকলনে-মুহাম্মদ আকরম খান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, মে ২০০৯ইং, পৃ.১৮৯।

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

"রাসূল ﷺ 'উরবান পদ্ধতিতে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করেছেন"।[৩৭২] এ হাদীসটি আহমদ, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইমাম মালেক 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসখানা যতগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে সবগুলো সনদই দুর্বল। তবে এসব সনদের একটি অপরটিকে কিছুটা হলেও শক্তিশালী করে।[৩৭৩]

দ্বিতীয় হাদীসখানা হল যায়দ ইবন আসলাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- "রাসূল ﷺ এ বেচা-কেনায় 'উরবান তথা বায়না গ্রহণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তা হালাল বলে ঘোষণা দেন"।[৩৭৪]

এ হাদীসখানা 'আব্দুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নাফ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির সনদ 'মুরসাল'। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়।

এ ধরণের বেচা-কেনার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ একে বৈধ আবার কেউ অবৈধ বলেছেন। ইমামত্রয় তথা ইমাম 'আযম আবু হানীফা, মালেক ও শাফে'য়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অবৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইবন মানযার এটা ইব্ন 'আব্বাস ও হাসান বসরীরও অভিমত বলে দাবী করেছেন। তারা তাদেরও অভিমত ব্যক্ত করেছেন তিনটি দলিলের উপর ভিত্তি করে।

এক. উপরোক্ত 'আমর ইবনে শো'য়াইবের হাদীস। দুই. এ বেচা-কেনা একটা বাতিল শর্ত সম্বলিত। আর তা হচ্ছে এতে একজন অপরের কিছু সম্পদ কোন বিনিময় ছাড়া পেয়ে যায়। তিন. এতে ক্রেতা পণ্যটি না নিতে চাইলে না নেয়ার এখতিয়ারও তার থাকবে এমন শর্তও রয়েছে।[৩৭৫]

অন্যদিকে ইমাম আহমদ এ ধরণের বেচা-কেনা বৈধ বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ অভিমত হযরত 'ওমর, ইবন 'ওমর, ইবন সীরিন ও সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যিবেরও। তাঁরা নিজেদের এ অভিমত গ্রহণ করেছেন উপরোক্ত যায়দ ইবন আসলামের হাদীস হযরত 'ওমরের আমল ও যুক্তির উপর নির্ভর করে। হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত মক্কার গভর্নর নাফে' ইবন হারিছ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মক্কার সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা হতে চার

৩৭২। শাওকানী, নাইলুল আউতার, (দারুল জীল, বৈরুত), খ. ৫, পৃ. ২৪০।
৩৭৩। প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪১।
৩৭৪। প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪১।
৩৭৫। প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৪১।

হাজার দিরহামের বিনিময়ে 'অসিস্জিন' নামক বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন এ শর্তে যে, খলীফা 'ওমর রাজি হলে বেচা-কেনা সম্পন্ন হবে। আর তিনি রাজি না হলে সাফওয়ান পাবেন চারশত দিরহাম।

এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ কারযাভী বলেন- "আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইমাম আহমদ হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আদতের (সাহাবীর কথা ও কর্ম) উপর নির্ভর করেছেন"। তিনি বেচা-কেনা সম্পাদিত না হওয়ায় "'উরবান' গ্রহণ করাকেও বাতিলভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ বলে মনে করেন না। এ যুগের জন্য ইমাম আহমদের এ অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ, এ অভিমতটি যে ইসলামী শরী'য়ত মানুষের কষ্ট দূরীভূত করার নিমিত্তে সহজ বিধান হিসেবে খোদা প্রদত্ত তার উদ্দেশ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।

প্রফেসর খলীল মুস্তাফা আয্যারকার এর বক্তব্য মতে, "এ কথা সর্বজ্ঞাত যে, 'উরবান পদ্ধতিটি আধুনিককালে ব্যবসা সংক্রান্ত 'আইন-কানুন ও নিয়ম নীতির উপর নির্ভরশীল। এটাই ব্যবসায়ী চুক্তির ভিত্তি। এর মাধ্যমে দীর্ঘ দিন অপেক্ষার পর বেচা-কেনা বাতিল করার ফলে এক পক্ষের যে ক্ষতি অবধারিত, তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, অপেক্ষমানকালে উপযুক্ত মূল্যে পণ্যটি বিক্রি করার একাধিক সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়।
ইমাম ইবনুল কাইয়্যামও অভিমতটি ইমাম বুখারী কর্তৃক সহীহ বুখারীতে 'যে সব শর্তকরণ বৈধ' নামক অনুচ্ছেদে ইবনে 'আউনের সনদে ইবনে সীরীন থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন। ইবনে সীরীন বলেন- "এক লোক তার ঠিকাদার গাড়ী ভাড়া নিতে বলল- আমি আপনার গাড়ি ভাড়া নিয়ে ভ্রমণে যাব। আর 'অমুক দিন যদি না যাই তাহলে আপনি একশত দিরহাম পাবেন'। সেদিন লোকটি যেতে পারল না। এ প্রসঙ্গে কাযী শোরাইহ বলেন- এ জাতীয় শর্ত যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজের বিরুদ্ধে করে থাকেন তাহলে তাকে শর্ত পূরণ করতে হবে"।[৩৭৬] দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর বেচা-কেনা সম্পাদিত না হওয়ায় অপেক্ষায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ সংক্রান্ত কাযী শোরাইহ হতে বর্ণিত এ রকম শর্তকে আধুনিক বিদেশী আইনে 'ক্ষতিপূরণ শর্ত' বলা হয়। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী আরও বলেন- "এসব শর্তের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও সুবিচারের শর্ত আরোপ করতে হবে। কারণ, অনেকেই এ জাতীয় শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে এমন বাড়াবাড়ি করে থাকেন, যাকে

[৩৭৬]। ড. ইউসুফ কারযাবী, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, (খায়রুণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২ইং), পৃ. ১৩২।

বিবেক বুদ্ধির আলোকে সুস্পষ্ট যুলুম না বলার উপায় থাকে না। যেমন- কেউ কেউ একটা বাড়ি নির্মাণের বেলায় ঠিকাদারের উপর এমন শর্ত আরোপ করে থাকে যে, অমুক তারিখ নির্মাণ কাজ শেষ করে বাড়ি হস্তান্তর করতে হবে। যদি কোন কারণে একদিনও দেরী হয়ে যায় তাহলে ঠিকাদার কোন বিলও খরচ পাবে না"।[৩৭৭]

৩. অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিপণন

মহানবী (দ.) এর যুগে পণ্য বিপণনের আর একটি স্বীকৃতি পন্থা হল, পণ্যের মূল্য ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে অগ্রিম পরিশোধ করে দিতো এবং পরে একটা সুনির্দিষ্ট সময়ে পণ্য বুঝে নিতো। এ ধরণের পণ্য বিপণন পদ্ধতিকে ইসলামী ফিকহ্র পরিভাষায় "বাই'য়ূস সালাম" (بيع السلم) বলা হয়।

মিশকাত শরীফের টীকায় 'বাই'য়ূস সালাম' এর সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

عِبَارَةٌ عَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ عَلٰى اَنْ يَكُوْنَ دَيْنًا عَلَى الْبَائِعِ بِالشَّرَائِطِ الْمُعْتَبَرَةِ

'গ্রহণযোগ্য শর্তসাপেক্ষে বিক্রেতাকে ঋণ স্বরূপ কোন বিপণন করাকে বাই'য়ূস সালাম বলা হয়।'[৩৭৮]

এ জাতীয় বেচা-কেনার অনুমতি পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"হে ইমানদারগণ যখন তোমরা একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করো, তখন তা লিখে রাখবে"।[৩৭৯]

ইব্ন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্বন্ধে বলেন- আয়াতটি সুনির্দিষ্ট তারিখে 'সালাম' পদ্ধতিতে পণ্য বিপণন সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন- আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য বুঝিয়ে দেয়ার গ্যারান্টিতে 'সালাম' পদ্ধতিতে যে বেচা-কেনা হয় আল্লাহ্ তা'আলা তা এ আয়াতে হালাল করেছেন এবং তার অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।[৩৮০]

[৩৭৭]। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।
[৩৭৮]। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, টীকা নং- ৪,পৃ.২৫০।
[৩৭৯]। আল-কুর'আন, ২:২৮২।
[৩৮০]। আল-কুর'আন, ২:২৮২।

বুখারী মুসলিমের উদ্বৃতি দিয়ে ইব্ন 'আব্বাস হতে আরও বর্ণনা এসেছে যে, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করে এসে দেখতে পেলেন যে, মদীনাবাসীরা 'সালাম' পদ্ধতিতে বেচাকে না করছে। তা দেখে বললেন- "যে অগ্রিম মূল্যে বেচা-কেনা করতে চায়, সে যেন ওজন মাপ নির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অগ্রিম বেচা-কেনা করে"।[৩৮১]

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শর্তারোপ করা হয়েছে-

১. যে পণ্য অগ্রীম বেচা-কেনা করা হল তার ওজন মাপ সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।
২. পণ্য হস্তান্তরের সময় ও দিন তারিখ সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক।
৩. হানাফী মাযহাব হতে পণ্যটি বহনযোগ্য হলে পণ্য হস্থান্তরের স্থান নির্ধারণ করাও আবশ্যক।
৪. চুক্তির সম্পাদনের সময় পণ্যটি বিক্রেতার কাছে থাকা শর্ত নয়। হস্তান্ত রের সময় থাকলেই চলবে। কারণ এক হাদীস হতে জানা যায় যে, সাহাবারা অগ্রিম বেচা-কেনা করার সময় বিক্রেতার কাছে পণ্য আছে কিনা জানার চেষ্টাই করতেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু 'আউফা ও 'আব্দুর রহমান ইবনে 'আবক্ষী হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন- আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে গণীমতের মাল লাভ করতাম। সে সময় আমাদের কাছে গ্রাম রাজ্যের নবতীরা অনারব দেশে বসবাসকারী আরব বংশোদ্ভূত লোক আসত। আমরা তাদের সাথে গম, যব ও কিসমিস অগ্রিম মূল্যে (সালাম পদ্ধতিতে) কিনতাম, অপর এক বর্ণনায় আছে এবং তৈলও (কিনতাম) নির্দিষ্ট সময়ে হস্তান্তরের শর্তে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল তাদের কি কোন ক্ষেত-খামার ছিল? তারা বললেন, আমরা এ প্রসঙ্গে তাদেরকে কোন প্রশ্নই করতাম না"।[৩৮২]

এখানে উল্লেখ্য যে, পণ্যের ব্যাপারে 'সালাম চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছে, পণ্য হস্ত ান্তরের সময় যে পণ্য ছাড়া অন্য কোন পণ্য নেয়া যাবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্য বাদ দিয়ে অপর কোন পণ্য নেয়া যাবে না। কারণ, 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন "যে ব্যক্তি কোন

৩৮১। ড. ইউসুফ কারযাবী, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২ইং),পৃ.১৩২।
৩৮২। কুহলানী, সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ৫০।

পণ্য অগ্রিম ক্রয় করল, সে যে পণ্যের ব্যাপারে চুক্তি করেছে তা ছাড়া অন্য কোন পণ্য গ্রহণ করবে না। অথবা তার মূল্য গ্রহণ করবে।[৩৮৩]

৪. পণ্যকে পণ্যের বিনিময়ে বিপণন

রাসূল ﷺ এর যুগে পণ্যের বিপণনের ব্যবস্থাও সমাজে চালু ছিল বলে হাদীস গ্রন্থ হতে প্রতীয়মান হয়। পণ্যের সাথে পণ্যের বিপণনকে ইসলামী ফিকহ্ এর ভাষায় 'বাই'য়ুল মুক্বায়েদা' বা 'বাই'য়ুল আইন বিল-আইন' (بيع العين بالعين) বলা হয়।

"মুয়াম্মার ইবন 'আব্দুল্লাহ্ আল-আদয়ী হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর এক দাসকে এক সা' গম দিয়ে বাজারে পাঠালেন একথা বলে যে, এগুলো বিক্রি করে যব নিয়ে আস। দাসটি গিয়ে এক সা' যব এবং আরো কিছু অতিরিক্ত নিয়ে আসলেন। অতঃপর মুয়াম্মারের কাছে গিয়ে তাকে এ সম্বন্ধে অবগত করলেন। তখন মুয়াম্মার তাঁকে বললেন, এরূপ করেছ কেন? যাও জিনিসগুলো তাকে ফিরিয়ে দাও। যতটুকু দিয়েছে কেবল ততটুকুই নিবে। কারণ, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রি করলে সমান সমান বিক্রি করতে হবে, তখন আমাদের খাবার ছিল যব। তাকে বলা হল, এতো সে রকম নয়। তিনি উত্তরে বললেন, আমার ভয় হয় (তোমার) এ বিনিময়ও সেরূপ হয় কিনা"।[৩৮৪]

এ হাদীসে গমের বিনিময়ে যব খরিদ করাকে সংশ্লিষ্ট সাহাবী নিন্দা করেননি। তবে এক সা' এর বিনিময়ে এক সা' এবং আরও কিছু অতিরিক্ত নেয়াতে তা সুদ হবে কিনা সন্দেহ করে অতিরিক্তটুকু ফিরিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছেন। অপর এক হাদীস হতে জানা যায় যে, "একই জাতের পণ্য বিনিময় করার ক্ষেত্রে মাপের তারতম্য করা হলে, তা সুদ হিসেবে পণ্য হবে। আর যদি পণ্য ভিন্ন জাতীয় হয়, যেমন উপরোক্ত হাদীসে এসেছে, তাহলে অতিরিক্তটুকু সুদ বলে গণ্য হবে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- "আর যদি পণ্য ভিন্ন জাতের হয় তাহলে যেমন ইচ্ছা অর্থাৎ কম-বেশি করে বিক্রি করতে পার। তবে শর্ত হল বেচা-কেনা হাতে হাতে বা নগদ হতে হবে"।[৩৮৫]

অপর একটি হাদীসে আছে, হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

৩৮৩। দারু কুতনী, নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ৩৪৪।
৩৮৪। আহমদ, ফাতহুর রাব্বানী, খ. ১৫, পৃ. ৭৮।
৩৮৫। প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৭২।

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لَا وَاللهِ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنَّا لَنَاخُذُ الصَاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَ قَالَ فِي الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذَالِكَ

'রাসূল ﷺ খায়বর বাগানে এক লোক নিয়োগ করলেন। তিনি রাসূলের দরবারে উত্তম খেজুর নিয়ে আসলেন। নবীজি বললেন-খায়বরের সব খেজুর কি এ রকম? তিনি বললেন- না, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এক সা' উত্তম খেজুর নিয়ে থাকি দুই সা'র বিনিময়ে আর দুই সা' নিয়ে থাকি তিন সা'র বিনিময়ে। মহানবী বললেন- এরূপ করো না। সবগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। আর ঐ দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর ক্রয় করো। তিনি বললেন, পাল্লায় এরূপ করবে।'[৩৮৬]

এ আলোচনা হতে জানা গেল যে,

১. পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করা যাবে। তবে শর্ত হল, বিপরীত পণ্য একই প্রজাতিভুক্ত হলে তখন উভয় পণ্য মাপে সমান সমান হতে হবে। বেশ-কম হলে, অতিরিক্তটুকু সুদ বলে গণ্য হবে।

২. বিপণনকৃত পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন জাতের হলে কম-বেশি করে বিক্রি করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, বেচা-কেনা নগদ হতে হবে। বাকিতে বেচা-কেনা করলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। কারণ, এ প্রসঙ্গেই অপর এক হাদীসে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে- "আমাদের রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ ও যবের বিনিময়ে গম এবং গমের বিনময়ে যব নগদ ও হাতে হাতে হলে যেমন ইচ্ছা বেশ-কম করে বিক্রি করতে আদেশ করা হয়েছে"।[৩৮৭]

৫. মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিপণন

বিভিন্ন হাদীস হতে আরও জানা যায় যে, রাসূল ﷺ এর যুগে মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার বিপণন হত। ফিকহ্র ভাষায় এ জাতীয় বিপণনকে "বাই'য়ুস সারাফ" (بَيْعُ الصَّرْفِ) বলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে বিপণন ব্যবস্থাকে সুদ মুক্ত করার জন্য রাসূল ﷺ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৮৬। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৫।
৩৮৭। আহমদ, ফাতহুর রাব্বানী, খ. ১৫, পৃ. ৭২।

"হযরত ইবন 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমরা এক দীনারের বিনিময়ে দু'দীনার, এক দিরহামের বিনিময়ে দু'দিরহাম, এক সা'এর বিনিময়ে দু'সা' বিক্রি করো না। কেননা, (যদি তাই কর) তাহলে আমি তোমরা 'রমায়' পড় কিনা ভয় করি। 'রমা' অর্থ সুদ। এ কথা শুনে এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, যদি কোন লোক কয়েকটি ঘোড়ার বিনিময়ে একটি ঘোড়া বিক্রি করে অথবা একটি সাধারণ উটের বিনিময়ে একটি ভাল উট বিক্রি করে (তাহলে কি হবে) রাসুল ﷺ বললেন- তাতে কোন অসুবিধা হবে না, যদি তা হাতে হাতে বা নগদ হয়"।[৩৮৮]

এ হাদীস হতে জানা গেল যে,

১. মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বেশ-কম করে বিক্রি করা যাবে না। যথা-এক দীনারের বিনিময়ে দু'দীনার বিক্রি করা যাবে না। আর যদি বেশ-কম করে বিক্রি করা হয় তাহলে তা সুদ হবে।

২. তবে প্রাণীর বিনিময়ে প্রাণী বিপণনের ক্ষেত্রে দু'টার বিনিময়ে একটা বা তার চেয়ে বেশি অথবা খুব উত্তম একটি উটের বিনিময়ে সাধারণ একটি উট বিপণন বৈধ। তবে শর্ত হল বিপণন হাতে হাতে বা নগদ হতে হবে।

অপর এক হাদীস হতে জানা যায় যে, কোন পণ্য দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম গ্রহণ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল লেন-দেন সাথে সাথে ও নগদ হতে হবে এবং দীনার ও দিরহামের মূল্যের মান সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী হতে হবে।

অপর এক হাদীস হতে জানা যায় যে, কোন পণ্য দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম গ্রহণ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল লেন-দেন সাথে সাথে ও নগদ হতে হবে এবং দীনার ও দিরহামের মূল্যের মান সেদিনের বাজারদর অনুযায়ী হতে হবে।

"হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি 'বাকিতে' উট বেচা-কেনা করতাম। দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম নিতাম। আবার কখনো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দীনার নিতাম। একবার রাসূল ﷺ এর কাছে আসলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নিজের রুমে প্রবেশ করছিলেন। তখন আমি তাঁর কাপড় ধরে ফেললাম।

৩৮৮। প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৭৪।

তারপর তাঁকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন- যদি তুমি এতদুভয়ের মধ্যে একটার বিপরীতে আর একটা নিয়ে থাক, তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বেচা-কেনা অসমাপ্ত রেখে যেন সে তোমার থেকে পৃথক না হয়"। অপর এক বর্ণনায় আছে "তোমাদের মধ্যে বেচা-কেনা অসমাপ্ত রেখে তোমরা অলাদা না হওয়া পর্যন্ত যদি তুমি সে দিনের বাজার দর অনুযায়ী একটা মুদ্রা অপরটার বিপরীতে নিয়ে থাক, তাহলে কোন ক্ষতি নেই"।[৩৮৯]

এ হাদীস হতে জানা গেল যে,

১. রাসূল ﷺ এর যুগে দীনার ও দিরহাম উভয়ই মুদ্রা হিসেবে সমাজে চালু ছিল।
২. এতদুভয়ের বিনিময় হার কখনো বেশ-কম হত। কাজেই একটার বিপরীতে আর একটা নিতে চাইলে বাজার দর অনুযায়ী নিতে হবে।
৩. এ জাতীয় বিনিময়ের ব্যাপারটি নগদ হতে হবে এবং বেচা-কেনা তাৎক্ষণিক সমাপ্ত করতে হবে।

৬. অর্ডারে পণ্য বিপণন

রাসূল ﷺ এর সাথে প্রচলিত পণ্য বিপণনের আর একটি পদ্ধতি হল, অর্ডারের মাধ্যমে পণ্য বিপণন। অর্থাৎ কোন দক্ষ কারিগরের সাথে ক্রেতার এ মর্মে চুক্তি সম্পাদন করা হয় যে, কারিগর তাকে তার দেয়া বিবরণ অনুযায়ী একটা জিনিস তৈরী করে দিবে। আর সে উভয়ের মধ্যে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করবে। এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদিত হবার পর কারিগর পণ্যটি তৈরি করবে আর ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে যাবে। এ জাতীয় বেচা-কেনাকে ইসলামী পরিভাষায় "বাই'য়ুল ইস্তিহসান"(بيع الاستحسان) বলা হয়।[৩৯০]

শেখ সৈয়দ সাহেব তার "ফিকহুস সুন্নাহ্" নামক গ্রন্থে বলেন- এ ধরণের বেচা-কেনার প্রচলন জাহেলী যুগ থেকেই প্রচলিত। উম্মতের সকলে এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ হবার পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ হবার জন্য শর্ত হল পণ্যের বিবরণ কারিগরের কাছে এমনভাবে দিতে হবে যাতে ঐ পণ্যটি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে কারিগরের কোন অনুবিধা না হয় এবং এ বিষয়ে কোন ধরণের অস্পষ্টতা না থাকে। যাতে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পণ্য তৈরির পর বিবাদ সৃষ্টি না হয়"।[৩৯১]

৩৮৯। আহমদ, ফাতহুর রাব্বানী, খ. ১৫, পৃ. ৭৪।
৩৯০। ফাতাওয়া ও মাসাইল,(ই.ফা.রা., ঢাকা, ২০০১ইং), খ. ৬, পৃ. ৭৪।
৩৯১। সৈয়দ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ্, খ. ৩১, পৃ. ৯০।

এক হাদীস হতে জানা যায় যে, রাসূল ﷺ এর মসজিদের জন্য একটা মিম্বার অর্ডারের ভিত্তিতে বানানো হয়েছিল। হাদীসটি এখানে পাঠকদের সামনে পেশ করা হল-

"আবু হাযেম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক লোক ছালাহ্ ইবনে সা'দের কাছে এসে মিম্বার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন রাসূল ﷺ অমুক মহিলার কাছে (ছাহাল মাহিলাটির নাম উল্লেখ করেছিলেন) লোক পাঠালেন, একথা বলে যে, যেন তার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে নির্দেশ দেয় আমার জন্য কয়েকটি কাষ্ঠ খন্ড তৈরি করতে। যাতে মানুষের সাথে কথা বলার সময় আমি তার উপর বসতে পারি। (মহিলাটি এ সংবাদ পেয়ে) তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন সে যেন (মদীনার) জঙ্গল হতে কাঠ সংগ্রহ করে তা তৈরি করে দেয়। (মিম্বারটি তৈরি হলে) তা তার কাছে নিয়ে আসল। তখন তিনি তা রাসূল ﷺ এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল ﷺ তা স্থাপনের নির্দেশ দিলে স্থাপন করা হয়। তখন রাসূল ﷺ তার উপর বসলেন"।[৩৯২]

আমরা এ হাদীসের অপরাপর বর্ণনাগুলো দেখেছি। কিন্তু কোন বর্ণনাতেই তা বিক্রির জন্য অর্ডারী পণ্য হিসেবে বানানো হয়েছিল বলে উল্লেখ নেই। কাজেই কেউ বলতে পারেন এ হাদীস দ্বারা অর্ডারী পণ্য বিপণন বৈধ প্রমাণ করা যায় না। সম্ভবতঃ এ কারণেই ফিকাহবিদরা অর্ডারে পণ্য তৈরীর চুক্তিকে 'ইস্তিহসানের' ভিত্তিতে বৈধ দাবী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে- "এ জাতীয় বেচা-কেনা না হওয়ারই কথা। কারণ চুক্তির সময় পণ্যটি অজ্ঞাত থাকে। কাজেই তা রাসূল ﷺ এর বাণী "যা তোমার কাছে নেই তা বিক্রি করা যাবে না"-এর পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং অবৈধ হওয়ার কথা। তবে এ জাতীয় বেচা-কেনা যেহেতু জাহেলী যুগ হতে চলে আসছে এবং মানুষের এভাবে অর্ডারে পণ্য তৈরি ও বেচা-কেনার প্রয়োজনও রয়েছে। কাজেই তাকে 'ইস্তিহসানের' আলোকে বৈধ বলা হয়েছে এবং এ জাতীয় বেচা-কেনা হবার পক্ষে ইজমাও সংগঠিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।[৩৯৩]

৭। শর্তযুক্ত করে পণ্য বিপণন

রাসূল ﷺ এর যুগে শর্ত করে পণ্য বিপণনের প্রথাও সমাজে চালু ছিল বলে বিভিন্ন হাদীস হতে প্রতীয়মান হয়। এক হাদীস হতে জানা যায়-

৩৯২। আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসক্বালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, খ. ৪, পৃ. ৩১৯।
৩৯৩। আবদুল ওহাব খাল্লাফ, এলমুল উসূল, (দারুল কলম, কুয়েত), খ. ৫, পৃ. ২৭৩।

"হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ এর কাছে (এক সফরে) একটি উট বিক্রি করেছিলেন এবং বিক্রির সময় শর্ত করেছিলেন যে, তিনি সে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মদীনা পৌছবেন" ।[৩৯৪]

"যে লোক পরাগায়নের পর খেজুর গাছ বিক্রি করল তার ফল বিক্রেতা পাবে। তবে ক্রেতা শর্ত করলে তিনি পাবেন" ।[৩৯৫]

এতদুভয় হাদীসে যে সম্পদ সাধারণ নিয়মে বিক্রেতা পাওয়ার কথা তা শর্তারোপের মাধ্যমে ক্রেতা পাবার কথা বলা হয়েছে। এসবই শর্তযুক্ত করে পণ্য বিপণন- তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শর্তযুক্ত বেচা-কেনা ইসলামে বৈধ।

এখানে উল্লেখ্য যে, অপর একটি হাদীসে পণ্য বিপণনের সময় শর্তযুক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। "নবী করীম ﷺ বেচা-কেনার সাথে শর্তারোপ করতে নিষেধ করেছেন" ।[৩৯৬]

হানাফী মাযহাবে এ হাদীসের আলোকে শর্তযুক্ত করে বেচা-কেনা করাকে অবৈধ বলা হয়েছে। তবে হানাফীদের মধ্যে মুতাআখ্খেরীনরা এ হাদীসকে দেশের প্রচলিত প্রথা দ্বারা 'খাছ' বা নির্দিষ্ট করতে হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ দেশে যেসব পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে শর্তারোপের প্রথা চালু আছে সেসব পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা যাবে- তা এ হাদীসের বক্তব্যের আওতার বাইরে থাকবে।

ড. ইউসুফ কারযাভী বলেন "যারা এ হাদীসটি গ্রহণ করেছেন তারা বর্তমান যুগে তা গ্রহণ করার ফলে সমস্যায় পড়েছেন। বর্তমান যুগে আমরা অনেক যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র কোম্পানীর দেয়া এ শর্তে ও গ্যারান্টিতে খরিদ করে থাকি যে, এক বছর বা কয়েক বছরে মধ্যে নষ্ট হয়ে গেলে কোম্পানী ঠিক করে দিতে বা বদলিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। বর্তমানে এ জাতীয় আরও অনেক শর্ত আরোপ করা হয়, যা না থাকলে ব্যবসায়িক জীবনে নির্ভরতা ও শান্তি থাকবে না। অতীতেও বিভিন্ন দেশে লোকদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও জাতীয় শর্তারোপের প্রথা চালু ছিল। কিন্তু আলিমগণ সে সব শর্ত বাতিল করতে সক্ষম হন নি। কারণ এতে জনগণের কষ্ট বাড়ার সম্ভাবনা ছিল। এ হাদীস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, হাদীসটি সিহাহ সিত্তা সমপর্যায়ে

৩৯৪। আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসক্বালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, খ. ৪, পৃ.৩২০।
৩৯৫। আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসক্বালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, খ. ৪, পৃ. পৃ. ৪০১।
৩৯৬। শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ.৫।

কোন গ্রন্থে যথা মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদে 'আহমদ, সুনানে দারিমী, ইত্যাদিতে বর্ণিত হয় নি ।[৩৯৭]

আল্লামা ইবন তাইমিয়্যা বলেন "একদল লেখক তাদের লিখিত গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তেমন কোন উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি পাওয়া যায় না। ইমাম আমহদসহ কোন কোন আলেম একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তারা আরও বলেছেন যে, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। তাছাড়া তা অনেক সহীহ হাদীসেরও বিরোধী। প্রসিদ্ধ ফকীহগণ এ ব্যাপারে (আমার জানা মতে) কোন মতদ্বন্দ্ব ছাড়াই ইজমাতে উপনীত হয়েছে যে, পণ্যে বিভিন্ন ধরণের গুণাগুণ থাকার শর্তারোপ করা যেমন- গোলাম লেখাপড়া জানতে হবে বা তার কোন কারিগরী জ্ঞান থাকতে হবে অথবা কাপড়টি এত গজ হতে হবে অথবা জমিটা এত পরিমাণের হতে হবে ইত্যাদি শর্ত করা বৈধ" ।[৩৯৮] "প্রস্তুতের জামানত গ্রহণ, মূল্য পরিশোধে দেরী করা, তিন দিন পর্যন্ত পছন্দ করা এবং ভিন দেশী মুদ্রা শোধ করার শর্তারোপ করা যেতে পারে। এ সবের মধ্যে বেচা-কেনার সাথে সাথে সকলের ঐক্যমত্যের শর্তও রয়েছে" ।[৩৯৯]

৮.পূর্বের মূল্যে বিক্রি করার শর্তে পণ্য বিপণন

শ্রেষ্ট রাসূল (দ.) এর যুগে পণ্য বিপণনের আর একটি পদ্ধতি হল, ক্রেতা কখনো পণ্যটি বিক্রি করলে তা অবশ্যই বিক্রেতার কাছে তার বিক্রয়কৃত মূল্যে বিক্রি করবে- এ শর্তে পণ্য বিপণন অথবা বিক্রেতা যখন মূল্য ফিরিয়ে দিবে তখন ক্রেতা পণ্যটি পূর্বের মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য থাকবে এ শর্তে পণ্য বিপণন। এ পদ্ধতিতে পণ্য বিপণনকে ইসলামী ফিকহ্র পরিভাষায় 'বাই'য়ুল ওয়া' বলা হয়।

এ হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রীর কাছ থেকে একটি দাসী এ পদ্ধতিতে কিনে নিয়েছিলেন। হাদীসখানা "হযরত 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে 'উতবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, ইবন মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে একটি দাসী কিনে নিয়েছিলেন। বিক্রির সময় তার স্ত্রী শর্তারোপ করেছিলেন, তিনি যদি দাসীটি কখনো বিক্রি করেন তাহলে যে মূল্যে তার কাছ থেকে কিনেছেন সে একই মূল্যে তার কাছে বিক্রি করতে হবে। অতঃপর ইবন

৩৯৭। ড. ইউসুফ কারযাভী, ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন, পৃ. ১৩৪।
৩৯৮। ইবন তাইমিয়্যা, আল কাওয়ায়েদুল ফিক্হিয়া আন-নূরানীয়্যাহ, পৃ. ১৮৮।
৩৯৯। ইবন কাইয়্যাম, এলমুল মুয়াক্কেইন আন রাব্বিল আলামীন, (লেবানন, দারুল জীন, বৈরুত), খ. ২, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮

মাস'উদ এ প্রসঙ্গে হযরত 'ওমর ইবন খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জবাবে বললেন- তুমি তার (দাসীর) সাথে সহবাস করতে পারবে না। যেহেতু তার ক্রয়ের মধ্যে শর্ত রয়েছে"।[৪০০]

এ হাদীসে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, এখানে ক্রেতা হচ্ছেন 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিনি সাহাবীদের মধ্যে বড় ধরণের ফকীহ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ কারণেই 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ইসলামের শিক্ষক ও বিচারক হিসেবে কুফা নগরীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনিই অপর বিখ্যাত ফকীহ্ হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে ফাতওয়া চাইলেন। এতদুভয় সাহাবীর কর্মকান্ড হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ জাতীয় বেচা-কেনা বৈধ হবার ব্যাপারে তাদের কোন আপত্তি নেই। তবে হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাসীর সাথে সহবাস করা যাবে না বলে মত দিয়েছেন। যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত রয়েছে। সহবাস নিষেধ করার জন্য আমাদের মতে দু'টি কারণ হতে পারে।

এক. শর্তের কারণে এ বেচা-কেনায় আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর দাসীর উপর পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা হয়নি। কাজেই তার সাথে সহবাস করা বৈধ হচ্ছে না।

দুই. এ বেচা-কেনায় শর্ত থাকা সত্ত্বেও ক্রেতার মালিকানা কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই তিনি তার সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। তবে সহবাসের ব্যাপারটি যেহেতু লজ্জাস্থান হালালের বিষয়। আর এ বেচা-কেনায় শর্ত থাকার কারণে মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ঈষৎ হলেও সন্দেহ রয়েছে সেহেতু লজ্জাস্থান হালাল করার অনুমতি দেয়া হয় নি।

যেহেতু সহবাস বৈধ হওয়া না হওয়া মূলতঃ এ জাতীয় বেচা-কেনার মাধ্যমে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা- এ বিষয়ে দ্বন্দ্বের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই অন্যান্য বিষয়গুলোও একটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। আর এ কারণেই এ জাতীয় বেচা-কেনার মাধ্যমে অর্জিত পণ্য দ্বারা ক্রেতা উপকৃত হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব রয়েছে। 'ফাতাওয়া-ই মাসাইল' গ্রন্থে শামী'র বরাত দিতে বলা হয়েছে- "এই বিক্রেয়ের দ্বারা ক্রেতা সম্পত্তির মালিক হয় না এবং তার ভোগ ও ব্যবহারের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয় না, তবে বিক্রেতা যদি অনুমতি দেয় তাহলে ক্রেতা তা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে। বিক্রেতা

[৪০০]। আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-আসক্বালানী, ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, খ. ৪, পৃ. মুয়াত্তা মালেক, পৃ. ২৭৯, হাদীস নং- ৭৯০।

যদি ক্রেতাকে এ ব্যাপারে অনুমতি না দেয় তবে ক্রেতা এ জমি থেকে কিছু ভোগ করলে তাকে এর বিনিময় দিতে হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন- 'রায়য়িল ওফার' ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হলে ক্রেতা খরিদকৃত বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারবে এবং সে তা ভোগ করতে পারবে। তবে এতে তার মালিকানা হাসিল হবে না এবং সে এ সম্পত্তি বিক্রিও করতে পারবে না। আল্লামা জামাল উদ্দিন বলেন- এর উপরই ফাতওয়া"।[৪০১]

আমাদের মতে দ্বিতীয় অভিমতটিই হাদীসের সাথে অধিক সামাঞ্জস্যশীল। কারণ হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে কেবল সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। শর্তের কারণে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কারণে। তার সেবা নিতে বা অন্য কোন উপায়ে তার দ্বারা উপকৃত হতে নিষেধ করেন নি।

৯. কিস্তিতে পণ্য বিপণন

এ পদ্ধতিতে দর-দাম ঠিক করার সময় মূল্যের একটা অংশ নগদ দিয়ে ক্রেতা বাকি মূল্যগুলো পরবর্তীতে কয়েক কিস্তিতে পরিশোধ করেন। এ জাতীয় বেচ-কেনাকে ইসলামী ফিকহ্ এর পরিভাষায় 'বাই'য়ুত তাকছীত' (بَيْعُ التَّقْسِيْطِ) বলা হয়।

রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের যুগে এ ধরণের পণ্য বিপণন পদ্ধতির প্রমাণ কুর'আন হাদীসে পাওয়া না গেলেও পরবর্তী যুগের ফকীহ্রা এ ধরণের পদ্ধতিতে পণ্য বিপণন বৈধ বলে মত দিয়েছেন। কারণ এ ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য নগদ নিবে কি বাকিতে নিবে তা বিক্রেতার অধিকার। সে চাইলে তার অধিকারকে এভাবে ভাগ করে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত ঃ বর্তমানে অনেক দামী দামী পণ্য বাজারে আসছে। এসব পণ্য অনেক দামী হবার কারণে একবারে মূল্য পরিশোধ করা অনেক ক্রেতার পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে বিক্রেতার পক্ষে বিপণনও সম্ভব হয় না। কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ দিলে অনেকের পক্ষে মূল্যবান পণ্যগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এ কারণেই বড় কোম্পানীগুলো বর্তমানে কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে পণ্য সরবরাহ করছে এবং এতে মুসলমানদেরই কল্যাণ হচ্ছে।

রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণ যে সব পদ্ধতিতে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন এবং যে সব পদ্ধতিতে তারা পণ্য বিপণন করেছেন ইসলামে কেবল সে সব পদ্ধতিতেই

[৪০১]। ফাতাওয়া ও মাসাইল (ই.ফা.রা, ঢাকা, ২০০১ইং), খ. ৬, পৃ. ১২৮।

বৈধ তা নয়। বরং মুসলিমগণ যুগে যুগে প্রয়োজন অনুসারে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করতে পারেন। তবে শত হল এসব পদ্ধতি প্রতারনা, ধোঁকাবাজী, ঠকবাজী, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরীর প্রবণতামুক্ত হতে হবে। এ কারণেই পরবর্তী যুগে মুসলমানরা পণ্য বিপণনের আরও নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হল- শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া ও ইবন কাইয়্যিমের মতে, 'চুক্তি ও শর্তাবলী সম্বন্ধে (ইসলামী শরী'য়াতের) মূলনীতি হলো তা বৈধ। কাজেই যে সব চুক্তি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে কোন তত্ত্ব প্রমাণ (কুর'আন হাদীস) তাকে হারাম ঘোষণা করে অবতীর্ণ হয় নি এবং তেমন কোন হারাম বিষয়ও নেই তা সবই হালাল ও বৈধ"।[৪০২]

গ) হারাম উপার্জনের কুফল

ইসলামে হারাম উপার্জন বর্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। হারাম ও হারামের সন্দেহমূলক বস্তু থেকে বিরত থাকা ইবাদত। তাই নেক্কার লোকেরা তা বর্জন করাকে শ্রেয় মনে করতেন। হযরত ইমাম 'আহমদ বিন হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হারাম বা হারামের সন্দেহমূলক বস্তুকে বর্জন করে যেতেন। তাঁর ঘরে একদিন কোন খাবার না থাকায় তাঁর স্ত্রী স্বীয় বড় ছেলের পরিবার থেকে আটা ধার নিলেন। রুটি বানিয়ে তাঁর সামনে উপস্থাপন করলে তিনি বলেন, এগুলোতে হারামের সন্দেহ রয়েছে। তিনি খেলেন না। পরিবার অবশেষে তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। পরের দিন জিজ্ঞাসা করলেন- সে রুটি কোথায়? উত্তরে বললেন- তা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি। তিনি ভাবলেন, সে হারাম রুটি কোন মাছে গ্রাস করেছে জানা নেই। সে দিন থেকে তিনি সমুদ্রের মাছ ভক্ষণ করা থেকে জীবনভর বিরত রইলেন।[৪০৩] এর উপার্জনের কুফল খুবই মারাত্মক, আর এর পরিণামও অত্যন্ত খারাপ। নিম্নে হারাম উপার্জনের কুফল তুলে ধরা হল

১. আল্লাহ্ পাকের নিষেধাজ্ঞা

হারাম উপায়ে উপার্জনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ্ পাক বলেন-

৪০২। ড. ইউসুফ কারযাভী, আল হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, (আল-মাকাতাবাতুল ইসলামী) দ্বাদশ সং.,১৯৭৮ ইং, পৃ. ২২; ইবন তাইমিয়া, আল কাওয়ায়েদুল ফিক্হিয়া আননূরানিয়্যাহ, (দারুল মা'রিফা, বৈরুত), ১৯৭৮ইং, পৃ. ১৮৪-১৮৬।

৪০৩। 'আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল-ক্বারী, মিরকাতুল মাফাতীহ, কুতুবখানা ইশায়াতুল ইসলাম, দিল্লী, তা.বি. ৪র্থ খ.,পৃ.১৮২।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য হতে ভক্ষণ কর। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[৪০৪]

২.জাহান্নামের ইন্ধন

কুর'আন ও হাদীসে সৎ ব্যবসায়ীদের যেমন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তেমনি অসৎ ব্যবসায়ীদের কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন "যে শরীর হারামে গঠিত, তা জাহান্নামের ইন্ধন হবে"।[৪০৫] বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন দুনিয়া সুন্দর চাকচিক্যময়। যে ব্যক্তি তা বৈধভাবে অর্জন করে, হক পথে ব্যয় করে আল্লাহ্ পাক তাকে বিনিময় দান করবেন এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা অবৈধভাবে অর্জন করে বিপথে ব্যয় করে, আল্লাহ্ পাক লাঞ্ছনা ও অইমানকর স্থানে পাঠিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূল প্রদত্ত নি'য়ামতের খিয়ানত করে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিনে নির্ধারিত রয়েছে দোযখের অগ্নি।[৪০৬]

কুর'আনে পাকে আল্লাহ্ বলেন (সে আগুন) যখনই একটু নিস্তেজ হয়ে আসবে অমনি তা তাদের জন্য (আবার) সতেজ করে দেব"।[৪০৭]

সুনানে ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে- মানব দেহের যে রক্ত-মাংস নিষিদ্ধ মাল দ্বারা গঠিত হয়েছে তা কখনো বেহেশতে যাবে না, বরং তা দোযখের উপযুক্ত।[৪০৮]

৩.অশুভ পরিনাম

হারাম উপার্জনকারীর পারলৌকিক জীবন বিপন্ন। তার পরিনাম অশুভ। রাসূল ﷺ বলেন-

اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنْ اِتَّقَى وَ بَرَّ وَصَدَقَ

৪০৪। আল-কুর'আন, ২:১৬৮।
৪০৫। শামসুদ্দিন আয-যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
৪০৬। হযরত ইমাম গাযালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।
৪০৭। হযরত ইমাম গাযালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।
৪০৮। হযরত ইমাম গাযালী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

"ক্বিয়ামতের দিন মুত্তাক্বী, সত্যবাদী এবং নেককার ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য সব ব্যবসায়ী ফাসিক হয়ে ওঠবে"।[৪০৯]

৪. নীতি গর্হিত

ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল, কিন্তু সুদ হারাম। কারণ, এটি ন্যায়-নীতি বর্জিত, নিপীড়নমূলক উপার্জন। তাই হারাম উপার্জন নীতি গর্হিত। আল্লাহ্ বলেন- "আল্লাহ্ পাক ক্রয়-বিক্রয় হালাল করে দিয়েছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন"।[৪১০] রাসূল ﷺ বলেন

دِرْهَمُ رِبٰوا يَاكُلُهُ الرَجُلُ وَهُوَ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلٰثِيْنَ زَنِيَةً

কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে এক দিরহাম সুদ খাওয়া চত্রিশ বার যেনা করার চেয়ে মারাত্বক।[৪১১]

৫. অভিশপ্ত জীবন

হাদীসে আছে, হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اٰكِلَ الرِبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ

রাসূল ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, তার দলীল লেখক এবং স্বাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন।[৪১২] প্রতারক ব্যবসায়ীর উপর আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদের অভিশাপ বর্ষিত হয়। ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন করলে তার জীবন হবে ধ্বক্ষংস ও অভিশপ্ত।

যেমন আল্লাহ্র ঘোষণা- "ধ্বংস ও বিনাস সে সব ঠক্বাজদের জন্য- যারা লোকদের থেকে গ্রহণ করার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে, কিন্তু ওজন বা পরিমাপ করে দেওয়ার সময় কমিয়ে দেয়"।[৪১৩]

৬. প্রতারণামূলক উপার্জন

অন্যায় ও অবৈধভাবে কিছু হাসিল করার জন্য কাউকে অবৈধ পন্থায় কিছু প্রদান করাকে ঘুষ বা উৎকোচ বলে। ঘুষ হচ্ছে অবৈধ, প্রতারণামূলক অন্যায় উপার্জন। তাই ইসলামে ঘুষ হারাম। মহানবী ﷺ বলেছেন- "ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহিতা উভয়ই জাহান্নামী"।

৪০৯। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৪।
৪১০। আল-কুর'আন,২:২৭৫।
৪১১। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৬।
৪১২। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, মিশকাত, দিল্লী, পৃ.২৪৪।
৪১৩। আল-কুর'আন, ৮৩:১।

আর এক হাদীসে আছে

لَعَنَ اللهُ عَلَى الرَاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَالرَّائِشِ

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘুষদাতা, গ্রহিতা এবং এর মধ্যস্থতাকারীর প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন"।[৪১৪]

৭. শয়তানের দোসর

হারাম উপার্জনকারী শয়তানের দোসর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মানব সম্প্রদায়! দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু গ্রহণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু"।[৪১৫]

৮.ইবাদত অগ্রাহ্য

হারাম উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলে তার 'ইবাদত কবুল হয় না। মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকী শরীফে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উল্লেখ করেছেন- বৈধ রুজি উপার্জন করলে মানুষ মুস্তাযাবুদ দো'য়া তথা সে যা দো'য়া করে তা-ই কবুল হয়ে যায়। আর যে হারাম রুজী ভক্ষণ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এ অশুভ প্রতিক্রিয়া বহাল থাকে। ফলে তার দো'য়া কবুল হয় না। দশ টাকা মূল্যে কোন পোশাক তৈরি করলে যদি তাতে এক টাকা পরিমাণও অর্থ হারাম থাকে তবে ঐ পোশাক পরে নামায পড়লে আল্লাহ্র কাছে তা কবুল হয় না। সাংসারিক কাজে ব্যয় করলে তাতে বরকত হয় না।[৪১৬] হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন

مَنْ اِشْتَرَي ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيْهِ دِرْهَمُ حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلٰوةً مَا دَامَ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি দশ দিরহাম মূল্যে কোন পোশাক ক্রয় করল যদি তাতে এক দিরহাম পরিমাণও অর্থ হারাম থাকে তবে ঐ পোশাক পরে নামায পড়লে আল্লাহ্র কাছে তা কবুল হয় না।[৪১৭]

৪১৪। সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল আকদিয়াত, হাদীস নং- ৩১০৯।
৪১৫। আল-কুর'আন, ২:১৬৮।
৪১৬। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, অনু. মাও. আলমগীর হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
৪১৭। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ..২৪৩।

৯. পরিণতি জাহান্নাম

অবৈধ উপার্জন সবই অপবিত্র। তাই আল্লাহ তা'য়ালা তা থেকে বারণ করেছেন। সুদ, ঘুষ, চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ জাহান্নামের অগ্নি। মহানবী ﷺ বলেছেন

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ

"অবৈধ খাদ্যে পরিপুষ্ট যে দেহ, জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" ।[৪১৮]

১০. আমানতের খিয়ানত

হারাম উপার্জন আমানতের খিয়ানত। কারণ, হারাম উপার্জন হল রক্ষিত সম্পদকে অবৈধভাবে ভোগ করা। আর এটা বড়ই অন্যায় ও পাপ।[৪১৯]

১১. ঈমানের পরিপন্থী

হারাম উপার্জন আমানতের পরিপন্থী। যার কাছে আমানত নেই তাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী বলা যায় যাবে না। আল্লাহর হাবীব ﷺ বলেছেন- যার আমানত নেই তার ইমান নেই। কুর'আন ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, হারাম উপার্জনকারী প্রকৃত মু'মিন নয়।[৪২০]

১২. হুশিয়ারী উচ্চারণ

হারাম উপার্জনকারী অন্যকে ঠকিয়ে রোজগার করে। মহানবী ﷺ এই শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এদেরকে উম্মতের বর্হিভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন- من غش فليس مني "যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়" ।[৪২১]

১৩. বদকার সন্তান লাভ

হারাম উপার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খারাপ দিক হল- হারাম উপার্জনকারীর পরবর্তী প্রজন্ম ও সন্তান- সন্ততি বদকার ও আল্লাহ্র অবাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন, জনৈক বুযুর্গের এক পুত্র খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। বহু প্রচেষ্টার পরেও তাকে আল্লাহ্র পথে পথিক বানানো যাচ্ছিল না। অতঃপর কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি

৪১৮। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৩।
৪১৯। শামশুদ্দীন আয-যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের, দারুন নদওয়া আল-হাদীস, বৈরুত, পৃ.২৫।
৪২০। ইমাম গাযালী, অনু. মাও. কামরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
৪২১। সহীহুল মুসলিম, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৯৯, হাদীস নং-১০২। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল্লাহ, মিশকাত শরীফ, দিল্লী, পৃ.২৪৮।

বলেন- এই পুত্র ঐ রাতের বীর্যের ফল, যে রাতে বাদশার শাহী বাবুর্চি আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে শাহী খানা খাওয়ায়ে ছিল। হারাম অবৈধ খাদ্যের পরিনাম বড় ভয়াবহ। এ জন্য সন্তানদেরকেও হারাম পানাহার থেকে দূরে রাখা উচিৎ" ।[৪২২]

১৪. প্রার্থনা কবুল হয় না

অবৈধ উপার্জনকারীর দো'য়া ও প্রার্থনা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় না। অবৈধ উপার্জনের সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় সাদক্বা করলেও তা পবিত্র বা কবুল হয় না। এ প্রসঙ্গে মহানবী ﷺ বলেন- "বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান সাদ্ক্বা করে, তা কবুল হবে না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকতও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র" ।[৪২৩] বরং এতে গুনাহ হয় বেশি।

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন- "এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে। তার মাথার চুল এলোমেলো, উস্কো-খুস্কো, পদযুগল ধুলা-মলিন। সে তার দু'টি হাত উপরের দিকে তুলে বারবার দো'য়া করে আল্লাহ্! আল্লাহ্! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম, হারাম খাদ্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে। এমন ব্যক্তির দো'য়া আল্লাহ্র কাছে কি করে কবুল হতে পারে"?[৪২৪]

ইসলাম যাবতীয় অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় আয়- উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছে। আর হারাম পন্থায় অর্জিত হারাম উপার্জন সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। যত কষ্টই হোক হারাম উপার্জন ত্যাগ করে হালাল উপার্জন করা সকলেরই অপরিহার্য। এতেই ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি ও মুক্তি নিহিত।

ঘ) উপার্জনে ইসলামী দর্শনের প্রায়োগিক নীতিমালা

১) জীবিকা উপার্জনে আল্লাহ্র ভয়

এক হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "হযরত জিব্রাইল (আ.) আমার অন্তরে এ কথার উদয় ঘটিয়েছেন যে, কোন একটি প্রাণী ততক্ষণ মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ তার রিযিক্ব পূর্ণ না হয়। হে জনসাধারণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সৎভাবে রিযিক্ব অন্বেষণ কর। আর অর্থোপার্জনের বিলম্ব যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র অবাধ্যতার (হারামের) পথে উপার্জন করতে প্ররোচিত

৪২২। মাও. আশরাফ আলী থানভী, অনু. মাও. আলমগীর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
৪২৩। মুসনাদু আহমদ, হাদীস নং- ৩৪৯০।
৪২৪। সহীহুল মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং- ১৬৮৬।

না করে। আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার ব্যতিত তাঁর নিকট যা আছে তা লাভ করা যায় না (আর গেলেও তা নে'য়ামত থাকে না; বরং গযবে পরিণত হয়, আর আখিরাতের তো শাস্তি আছেই)।[৪২৫]

২) জবাবদিহিতার মানসিকতা

মানুষ দুনিয়ায় যা আয়-ব্যয় করবে ক্বিয়ামতের দিন তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রদান করতে হবে। এই হিসাব দেয়া ব্যতীত কেউ এক কদমও সামনে এগুতে পারবে না। এ ব্যাপারে হযরত ইব্ন মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন- "পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আদালত হতে উঠে যেতে পারবে না- (১) জীবন কোন কাজে নিঃশেষ করেছ, (২) যৌবন কোন কাজে ক্ষয় করেছ, (৩) অর্থ-সম্পদ কেমন পন্থায় আয় করেছ, (৪) কোন খাতে ব্যয় করেছ এবং (৫) 'ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ।[৪২৬]

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন-

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"সেদিন অবশ্যই তোমাদের নি'য়ামত বিষয়ে জবাবদিহিতা করতে হবে"।[৪২৭]

ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই জবাবদিহির মনোভাব গড়ে তুলতে চাই। ইসলামের উপার্জন নীতিও এর বাইরে নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, হযরত 'আব্দুল্লাহ বিন 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রত্যেককেই তার অধিনস্থদের বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে'।[৪২৮]

৩) নিয়ন্ত্রিত আয় ব্যয়

ইসলামের উপার্জন দর্শনের আরেকটি বৈশিষ্ট্যময় দিক হলো আয় ও ব্যয়ের নিয়ন্ত্রন। ইসলাম মানুষকে আবাধ ও যথেচ্ছভাবে সম্পদ অর্জনের সুযোগ দেয় না। তেমনি হালালভাবে উপার্জন করার পরও সম্পদ ব্যবহারের অধিকারও কাউকে দেয় না। সে যেমন আয়ের খাতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনটি ব্যয়ের খাত সমূহকেও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে একদিকে যেমন আয়ের ব্যবস্থা হয়

৪২৫। বায়হাকী, সূত্র-রুহুস্ সুন্নাহ্, আশরাফ আলী থানভী, অনু. মাওলানা আলমগীর হোসাইন কর্তৃক উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৪২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
৪২৭। আল-কুর'আন, ১০২:৮।
৪২৮। নুরুল ইসলাম মানিক সম্পাদিত ও উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

বহুমাত্রিক, অপরদিকে সব ধরণের অপচয় রোধ হয়। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন-

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

"প্রাপ্য দেবে আত্মিয়-স্বজনকে এবং মিসকিন ও পর্যটককেও; কিন্তু কিছুতেই অপব্যয় করবে না"।[৪২৯]

আরো ইরশাদ হচ্ছে

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"অপব্যয়কারীরা অবশ্যই শয়তানের ভাই"।[৪৩০]

৪) অর্থোপার্জনে ভোগলিপ্সার অপনোদন

ইসলামের উপার্জন নীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো- এখানে ভোগলিপ্সার অর্থোপার্জনের লক্ষ্য নয়। পরকালীন সাফল্যই হলো এখানে বড় কথা। পৃথিবী হলো আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র- 'মাযরাতুল্ আখিরাত'।[৪৩১] সুতরাং পরকালীন সফলতা অর্জনই হলো সব ধরণের ক্রিয়াকান্ডের মূল লক্ষ্য। এই মানসিকতা মানুষকে তার কাজ যথাযথ এবং সুচারুরূপে করতে প্রেরণা যোগায়। অবহেলা, উদাসীনতা ও আলস্য থেকে তাকে মুক্তি দেয়। বিশেষ করে উপার্জনের ক্ষেত্রে এই উদ্দীপক চেতনাবোধের প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। কারণ পরীক্ষা করে দেখা যায়, ভোগ বিলাসিতা মানুষকে ক্রমান্বয়ে নির্জীব ও উদ্যমহীন করে তোলে। যত লিপ্সাই থাকুক না কেন, ভোগের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। কেউ এই নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারে না। এই বোধ তাকে ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফলে সে অহেতুক বৈকট্যের শিকার হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে পরকালীন সাফল্যের নিশ্চিত বিশ্বাস ও উদ্দীপনাময় লক্ষ্য ক্রমান্বয়ে মানুষকে উদ্যোগী বানায়। সে তার ক্রিয়া-কর্মে যৌবনময় হয়ে উঠে। হয়ে উঠে সজীব থেকে সজীবতর প্রাণচাঞ্চল্যে টইটুম্বুর। তাই দেখা যায়, আখিরাতের সাফল্যে বিশ্বাসী একজন ব্যক্তি বয়স বৃদ্ধির ভারে কখনও হতাশ হয় না। বরং রঙ্গিন হয়ে উঠে তার মন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিময় প্রাপ্তিতে দীপ্ত হয়ে উঠে সে। পরকালীন সাফল্যের আরেকটি প্রভাব হলো- এতে মানুষ সংযমী ও কল্যাণকামী হওয়ার প্রেরণা পায়। সব ধরণের ভোগ ও লালসার যন্ত্রণা হতে মুক্তি পায়।[৪৩২]

৪২৯। আল-কুর'আন, ১৭:২৬।
৪৩০। আল-কুর'আন, ১৭:২৭।
৪৩১। নুরুল ইসলাম মানিক কর্তৃক উদ্বৃত, পৃ. ৯১।
৪৩২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৫) নীতিবোধের উপলব্ধি

ইসলামী সমাজের মানুষকে কঠিন দায়িত্বের উপযোগী হতে হয়। সে জানে স্রষ্টা তাকে করেছেন প্রতিনিধি। বিশ্ব সৃষ্টির সর্বশক্তি ও সম্পদকে ব্যবহার করে স্রষ্টার নির্দেশিত কল্যাণ সৃষ্টি করতে হবে তাই ঐ লক্ষ্যকে অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং অন্য সব দিক থেকে উপলব্ধি ও অনুসরণ করার দায়িত্ব হল মানুষের প্রথম ভূমিকা। সেই উপলব্ধি ও অনুসরণের জন্য স্রষ্টাই মানুষকে দিয়েছেন শক্তির হাতিয়ার। সে শক্তির হাতিয়ারগুলো হল- "শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, হৃদয়ানুভূতি ও মনের উপলব্ধি"। আল্লাহ যথার্থই বলেছেন [৪৩৩]

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

৬) সম্পদের মালিকানা

আল্লাহর মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা এবং তাঁর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ভোগ-ব্যবহারের শর্তে মানুষকে এ জগতে যাবতীয় সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক বানানো হয়েছে। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে উপার্জন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব পালন করে। সম্পদের ব্যবহার ও ভোগ শুধু ইহকালীন সুখের জন্যই নয়। এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণও নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস কর এবং ব্যয় কর সেসব জিনিস হতে যে সবের উপর তিনি তোমাকে খলিফা বানিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যারা ইমান ও ব্যয় করে তার জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।[৪৩৪]

তিনি আরো বলেন-

وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

৪৩৩। আল-কুর'আন, ২৩:৭৮।
৪৩৪। আল-কুর'আন, ৫৭:৭।

আল্লাহ যে সব শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন, সে গুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেন। অতঃপর তারা নিজ ধারণা অনুপাত এ বলে এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ।[৪৩৫]

পৃথিবীতে আল্লাহ্র যে নি'য়ামতসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যে অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে- তা খুঁজে বের করে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করা। আল্লাহ্ বলেন

وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

কত লোক আছে, যারা পৃথিবীতে ঘুরে আল্লাহ্র ফজল বা রিযিক্ব অন্বেষণ করে বেড়ায়।[৪৩৬]

উপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের ভোগ, হস্তান্তর ইত্যাদি শরী'য়ত সমর্থিত, সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত অধিকার। অর্থনৈতিক অরাজকতার স্থান নেই এখানে। এটাও নয় যে, যে কেউ যে কোন সম্পদ হাতিয়ে নিতে পারবে, লুট করে নিতে পারবে।

ইসলামী অর্থনীতিবিদরা এই ধরনের সম্পদকে আমানতি মালিকানা বলে অভিহিত করেছেন।[৪৩৭]

৭) তাওয়াক্কুল ও উপার্জন

কাজ না করে বসে থাকা বা চেষ্ট-সাধনা থেকে বিরত থাকার নাম তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা নয় বরং সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালানোর সাথে সাথে আল্লাহ্র উপর ভরসা করাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। যেমন- একদা এক বেদু'ঈন ব্যক্তি রাসূলে পাক ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো- হে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ আমার উটনীকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখব, না-কি বাঁধন ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করব? উত্তরে রাসূলে পাক ﷺ বললেন- উটনীকে উত্তম রূপে বেঁধে তারপর আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। তিনি আরও বলেছেন- তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করতে তাহলে পাখীদেরকে আল্লাহ্ পাক জীবিকা দেন, তোমাদেরকেও তেমনি জীবিকা দিতেন। পাখীরা ভোরে ক্ষুধা নিয়ে বের হয়, সন্ধ্যায় তৃপ্তিকরভাবে পানাহার শেষ করে বাসায় ফিরে। পাখীরা বের হয়। এ

৪৩৫। আল-কুর'আন, ৬:১৩৬।
৪৩৬। আল-কুর'আন, ৭৩:২০।
৪৩৭। নুরুল ইসলাম মানিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

কথাটুকুর দ্বারা অত্র হাদীসে উপায় বা উছীলা অবলম্বনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪৩৮]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে হযরত 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিছু লোককে তাওয়াক্কুল ওয়ালা দাবী করে নামাযের পর মসজিদে বসে থাকতে দেখলেন- তিনি তাদেরকে নিজের দোর্‌রা দিয়ে দোর্‌রা মারলেন এবং বললেন, "কোন ব্যক্তি রিযিক্ব অনুসন্ধান পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র কাছে এই দো'য়া করে, 'হে আল্লাহ্ আপনি আমাকে রিযিক্ব দিন'। প্রকৃতপক্ষে সে জানে যে, আসমান থেকে স্বর্ণ রৌপ্য বর্ষিত হয় না"।[৪৩৯]

একবার ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- যে ব্যক্তি নিজের ঘর অথবা মসজিদে বসে থাকে আর বলে, আমি কোন কাজ করব না, এমনকি আল্লাহ্‌ই আমার রিযিক্ব দান করবেন। এই ব্যক্তির সম্পর্কে আপনার মত কি? ইমাম সাহেব বললেন- "ঐ ব্যক্তি নিরেট মূর্খ! সে কি নবী ﷺ এর এ ফরমান শোনেনি- 'আমার রিযিক্ব আমার তলোয়ারে ছায়াতলে রাখা হয়েছে'।[৪৪০]

৮) হালাল-হারাম তত্ত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে পৃথিবীর মানুষকে হেদায়াতের নিমিত্তে তাদের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রাজ্ঞ।[৪৪১] নবী রাসূলগণের আগমনের এই ধারাবাহিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

৪৩৮। হযরত ইমাম গাযালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
৪৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।
৪৪০। নূরুল ইসলাম মানিক কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।
৪৪১। আল-কুর'আন, ৪:১৬৫।

মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।[৪৪২]

তাঁর আগমণের উদ্দেশ্যই ছিল পথভ্রষ্ট মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ দেখানো হালাল হারামের শিক্ষা প্রদান করা এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা। সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যেসব বিষয় ও উপার্জনে মানুষের আর্থিক ও বৈষয়িক অকল্যাণ রয়েছে সেগুলো হারাম করা হয়েছে। ইসলামের আয়-উপার্জননীতিও এই হালাল হারাম তত্ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। যেমন- ঘুষ, খিয়ানত, কালোবাজারী, সুদ, মদ, জুয়া ইত্যাদির ব্যবসা বাণিজ্য ও উপার্জন ইসলামে হারাম করা হয়েছে।

৯) উপার্জন ও স্বল্পে তুষ্টি

যাবরিয়াগণ উপার্জনের ব্যাপারে স্বল্পে তুষ্টির কথা বলে থাকে। অথচ দারিদ্রের কষাঘাতে নিষ্পেসিত হয়ে আপনজনসহ মানবেতর জীবনযাপন স্বল্পে তুষ্টির অর্থ নয়। বরং স্বল্পে তুষ্টি হল অপরের সম্পদের প্রতি অবৈধ লোভ ও হিংসা পরিহার করে বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে নিজ সম্পদের উপরে সন্তুষ্ট থাকা। রাসূল ﷺ আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করত বলেছেন- হে আল্লাহ্! তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও।[৪৪৩]

১০) অর্থ নয়, তাকওয়াই সম্মানের মানদন্ড

সমাজের যার যত বেশি সম্পদ আছে সে-ই বেশি সম্মানিত হওয়া চাই, সে সম্পদ সন্ত্রাসের মাধ্যমে অর্জন করুক বা দুর্নীতির মাধ্যমেই অর্জন করুক। মানব সমাজে প্রচলিত এই ধারণা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের বেশি মালিক হওয়ার সাথে সম্মানের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম অর্থ নয়; বরং তাকওয়াকে সম্মানের মানদন্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন- নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক তাক্বওয়ার অধিকারী তথা আল্লাহ্ ভীরু। এভাবে মহানবী ﷺ অবৈধ প্রাচুর্যের অহংকারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাজে তাক্বওয়াবানকে অধিক সম্মানি বলে ঘোষণা করেছেন।

১১) ইসলামে জাগতিক লাভালাভের স্থান

রাহমাতুল্লিল আলামীনের অনুসৃত অর্থব্যবস্থার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এখানে আখিরাত অর্জনে জোর দেয়া হয়েছে বটে; কিন্তু জাগতিক প্রয়োজন ও লাভকে

৪৪২। আল-কুর'আন, ৩৩:৪০
৪৪৩। ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি। ঐচ্ছিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে সন্যাসী হয়ে যাওয়ার কোন স্থান নেই এখানে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে পাক ﷺ বলেন- ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধ করণের মাধ্যমে ইসলাম মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে জীবিকা নির্বাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।[৪৪৪]

সন্যাসবাদকে এই অর্থনীতিতে কঠোরভাবে বর্জন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগের উম্মতদের অনুসৃত সন্যাসবাদের বাড়াবাড়িকে বিদ'আত বলে নিন্দা করে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

আর সন্যাসবাদ, তারা তা বানিয়ে নিয়েছিল। আমি তাদের এই বিধান দিইনি।[৪৪৫]

হাদীসেও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে- ইসলামে কোন রাহবানিয়্যাত বা সন্যাসবাদ নেই। রাহমাতুল্লিল আলামীনের অর্থব্যবস্থার জাগতিক বস্তুসমূহকে আল্লাহ্র নি'য়ামত হিসাবে গ্রহণ করে তা শরী'য়ত নির্ধারণ পন্থায় ভোগে এনে শোকর আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কুর'আন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

তোমার জাগিতক হিস্যাকে তুমি ভুলে যেয়ো না"।[৪৪৬] শুধু ভুলে যাওয়ার বিষয়ই নয়, সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে কারো মৃত্যু ঘটলে সেও এখানে শহীদের মর্যাদা পায়। এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে- যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে সে শহীদ।[৪৪৭]

১২) উপার্জন ও বুখল

কৃপণ হয়ে ধন-সম্পদ জমা রেখে তার স্বাভাবিক আবর্তনকে ব্যাহত করা অথবা অপচয় করে নিজেদের আর্থিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া উভয়ই দূষনীয়।

ইসলামী উপার্জন নীতিতে বুখল-নীতিকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বুখল অর্থ কৃপণতা। অতিরিক্ত খরচ যেমন- শরীয়ত অনুমোদিত নয়, তেমনি কৃপণতাও প্রহণযোগ্য নয়। সম্পদ জমিয়ে রাখলে তার উৎপাদনশীলতা বন্ধ

৪৪৪। আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, হাদীস নং- ১৪৫৯।
৪৪৫। আল-কুর'আন, ৫৭:২৭।
৪৪৬। আল-কুর'আন, ২৮:৭৭।
৪৪৭। নুরুল ইসলাম মানিক কর্তৃক উদ্বৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

হয়ে যায় এবং তার আবর্তন হয় না। এজন্য সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"নিজেদের হাত (অর্থাৎ ব্যয়ের ব্যাপারে) কাঁধের সাথে বেঁধে রেখো না বা তাকে একেবারেই ছেড়ে দিও না"।[৪৪৮]

১৩) সঠিক মাপযন্ত্রের ব্যবহার

ব্যবসায়ীগণ ও বিক্রেতাদের ধোঁকা প্রতারণা থেকে বিরত রাখার জন্যে এবং সাধারণ ক্রেতাশ্রেণী ও সর্বশেষ ভোক্তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষনা করেছেন-

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

পাত্র দিয়ে মেপে বিক্রি করতে হলে তা পূর্ণভাবে ভর্তি করে মেপে দেবে আর ওজন করে দিতে হলে দেবে ত্রুটিহীন পাল্লা দিয়ে।[৪৪৯]

অন্যত্র নির্দেশ হয়েছে-

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন কর। আর পাল্লায় কম মেপো না।[৪৫০] যারা এ জাতীয় নির্দেশসমূহ লঙ্ঘন করছে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন-

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"ধ্বংস অনিবার্য সে সব ওজনে কম দানকারীদের জন্যে, যারা মানুষ থেকে ঠিকঠিক ওজন করে নেয় অথচ দেয়ার বেলায় ওজন ও মাপে কম দিয়ে থাকে"।[৪৫১]

ব্যবসায়ের সততা অবলম্বনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন- "সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা নবীগণ ও সিদ্দীকগণের সাথী হবে"।[৪৫২]

৪৪৮। আল-কুর'আন, ১৭:২৯।
৪৪৯। আল-কুর'আন, ১৭:৩৫।
৪৫০। আল-কুর'আন, ৫৫:৯।
৪৫১। আল-কুর'আন, ৮৩:১-৩।

১৪) সম্পদের বৃদ্ধি ও সুষম বন্টন

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন। হাতের কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের বিস্তার ঘটানো হয়। একই সাথে সম্পদের সুষম বন্ট নিশ্চিত করানো হয়। সম্পদের উপর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। সুতরাং সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণীর মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় যে, কল্যাণ যেন শুধু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারিত হতে পারে।[৪৫৩]

আল-কুরআনের বাণী-

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করো এবং স্বহস্তে তোমরা ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করো না"।[৪৫৪]

হালাল উপার্জন ও হালাল বস্তু ভক্ষন

আল্লাহ তায়ালা বলেন

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

হে ইমানদারেরা! তোমরা আমি যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও।[৪৫৫]

প্রিয় ভাইয়েরা! হালাল উপার্জন করা ও তা ভক্ষন করা তেমনিভাবে ফরয যেমনিভাবে নামায রোযা ও অন্যান্য ইসলামের রুকন পালন করা ফরয। হাদীসে পাকে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

طَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

হালাল রুযি অন্বেষণ করা ফরযের পর আরেকটি ফরয। হালাল খানা খাওয়ার জন্য হালাল রুযি তালাশ করা জরুরি। হালাল রুযি থেকে হালাল লোকমা পাওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

৪৫২। নুরুল ইসলাম মানিক কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২।
৪৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯।
৪৫৪। আল-কুর'আন, ২:২৯৫।
৪৫৫। আল কুরআন, সূরা বাকারা।

হে ইমানদারেরা! তোমরা আমি যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও।[৪৫৬]

রাসূল ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি হালাল রুযি খাবে ও হারামকে হালালের সাথে মিশ্রিত করবে না আল্লাহ তার অন্তরকে আলোকিত করে দেবেন। তার অন্তর্দৃষ্টি খোলে দেন।[৪৫৭]

আল্লাহ পয়গাম্বরদের জন্য হালাল রুযি পছন্ন করেছেন মর্মে ইরশাদ করেছেন-

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র খানা খাও ও নেক আমল কর।[৪৫৮]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ হালাল ও পাক রুযি খাওয়ার কথা প্রথমে বলেছেন অতঃপর নেক আমলের কথা বলেছেন। এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমল নেক তখনই হবে যখন পেটে হালাল রুযি থাকবে। ইবাদতে একনিষ্টতা তখনই আসবে যখন হালাল খানা ভক্ষন করবে। নতুবা আমল ও ইবাদত কবুল হবে না। হালাল রুযির সাথে তায়্যিব শব্দটি যুক্ত করে বুঝায়েছেন

ক. রিযিকের মধ্যে মূলতঃ হালাল রুযি হতে হবে।
খ.আল্লাহর পক্ষ থেকে তা হালাল ঘোষিত হওয়া।
গ. তা হালাল পদ্ধতিতে উপার্জন হওয়া বাঞ্চনীয়।

আরো বুঝা যায় যে, নেক আমলসমূহ হালাল উপার্জন ব্যতিত বান্দার জন্য নাজাত হতে পারে না।

পবিত্র বস্তুর হুকুম

হাদীসে এসেছে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَطَعَامُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ فِي الْحَرَامِ أَنَّى يَسْتَجِيبُ لَهُ

৪৫৬। আল কুরআন, সূরা বাকারা।
৪৫৭। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সায়াদাত, পৃ.২১৪।
৪৫৮। আল কুরআন পারা ২ সূরা বাকারা।

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কবুল করেন না। আল্লাহ রাসূলগণকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে মুমিনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-হে রাসূলগণ! তোমরা পরিত্র খানা খাও ও নেক আমল কর। আল্লাহ আরো বলেন-হে ইমানদারেরা! তোমরা আমি যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও। অতঃপর এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যে এলোমেলো চুল ধূলিময় দেহ নিয়ে দু'হাত টেনে আসমানের দিকে-হে পালনকর্তা! হে পালনকর্তা! বলে ফরিয়াদ জানায়। অথচ তার খাদ্য, পানীয়, কাপড় সবকিছু হারাম। হারাম খেয়ে বড় হয়েছে, সে কিভাবে ধারণা করে যে, তার দোয়া কবুল হবে।[৪৫৯]

হযরত আয়শা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি রাসূল ﷺকে দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ! তোমার পছন্দনীয় তৈয়্যব বা পবিত্র নামের অসীলায় দোয়া করতেছি। এ পবিত্র নামের মাধ্যমে আহবান করে দোয়া তুমি দোয়া কবুল করে থাক। কোন কিছু চাইলে দিয়ে থাক। রহমতের প্রার্থনা করলে রহমত দিয়ে ভরপুর করে দাও, মশকিলে পড়লে তা দূর করে দাও। এ নামের এত প্রভাব হওয়ার কারণ হল তা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। রাসূল ﷺ যথার্থই বলেছেন- لَا يَقْبَلُ اِلَّا الطَّيِّبَ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ফরমায়েছেন-সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে আকরামের খেদমতে আরজ করলেন- হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমার প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্য দোয়া করুন। উত্তরে দয়ালু নবী বললেন- হালাল রুযি খাও, দোয়া অনায়াসে কবুল হবে। অতঃপর বলেছেন- যে ব্যক্তি নামায পড়ে এমন কাপড় পড়ে যার এক দশমাংশ মূল্য হারাম হয় তার নামায কবুল হবে না।[৪৬০]

হাদীসে আছে- কোন ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জন থেকে যা খায় তার চেয়ে উত্তম কোন খানা নেই। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

রাসূলে আকরম ﷺ খোদার কসম করে বলেছেন-যার পেটে এক গ্রাস খানা হারাম থাকবে তার দোয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল হবে না। যার গোশত হারাম রুযি থেকে গঠিত সে আগুনের হকদার।

ভাইয়েরা! নিজে হারাম থেকে বাঁচুন, নতুবা রাসূলের হাদীস মোতাবেক তাকে দোযখের আগুনে জ্বালানো হবে।

৪৫৯। আল মুসান্নাফ, ৫ম খণ্ড, পৃ.১৯।
৪৬০। তিরমিযী,

আম্বিয়া কিরামের উপার্জন

আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম হালাল উপার্জনের জন্য কোন না কোন পেশা অবলম্বন করেছেন। আদম আলাইহিস সালাম ক্ষেত কামার করতেন। নূহ আলাইহিস সালাম করাত বা কাঠ ছিড়ার কাজ করতেন। ইদ্রিস আলাইহিস সালাম কাপড় সেলাই, হুদ ও সালেহ আলাইহিস সালাম ব্যবসা, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ক্ষেত কামার, শুয়াইব আলাইহিস সালাম পশম ও রেশম বিক্রি, মুসা আলাইহিস সালাম বেড়া, ছাগল চড়ানো, দাউদ আলাইহিস সালাম লৌহ বর্ম তৈরি, বাদশা সোলাইমান আলাইহিস সালাম গাছের পাতা ও ছাল দিয়ে কোর্তা তৈরি ও নবীকুল সম্রাট প্রাথমিক জীবনে ছাগল চড়াতেন। পরবর্তীতে ব্যবসা করতেন। নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর ইসলামী জিহাদ পরিচালনা করে যেতেন। নবীগণ হালাল উপার্জনের জন্য কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাই আমাদের উচিত হালাল ও পবিত্র রিযিক অন্বেষণের জন্য হালাল পেশা অবলম্বন করা। আর তা বড় ইবাদত। রাসূল ﷺ বলেছেন-

اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ الْمُؤمِنَ الْمُحْتَرِفَ

আল্লাহ তায়ালা পেশাজীবি মুমিনকে ভালবাসেন।[৪৬১]

এক পেশাজীবি মানুষের কাহিনী

একদা হুযুর ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে বসা ছিলেন। তখন এক যুবক প্রত্যুষে তার দোকানের দিকে বের হলে সাহাবাগণ দেখে বললেন কতই না ভাল হতো যদি সে আল্লাহর রাস্তায় বের হতো। তা শুনে রাসূলে মাকবুল ﷺ বললেন- তোমরা এরূপ মন্তব্য করো না। কেননা সে যদি নিজেকে ও তার পরিবারবর্গকে অপরের নিকট হাত পাতা থেকে বারণ করতে তা করে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ছাওয়াব পাবে। যদি সে উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে তা শয়তানের রাস্তায় আছে বলে গণ্য হবে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি নিজকে ও তার পরিবারকে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য হালাল উপার্জন করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত উজ্জ্বল চেহারা দান করবেন।[৪৬২]

ইব্রাহীম আদহামের কাহিনী

ইমাম রুযুল হাই একদা ইব্রাহীম বিন আদহামকে লাকড়ির বোঝা বহন করতে দেখে বললেন- আপনার উপার্জনের এ পদ্ধতি আর কত কাল চলবে? মুসলমান ভাইয়েরা আপনাকে সহযোগিতা করে যাবেন। তিনি বললেন- চুপ

৪৬১। কাশফুল গুম্মাহ, পৃ.২
৪৬২। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত, পৃ.১৮৯

হও। হাদীসে এসেছে- যে ব্যক্তি হালাল রুযি অন্বেষণে কষ্ট করবে তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যাবে।

অপর এক হাদীসে আছে-

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَتَأْكُلُ مِنْهُ بَهِيمَةٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- যে মুসলমান কোন গাছ রোপন করল বা ক্ষেত কামার করল, অতঃপর তা থেকে পশু পাখি, হিংস্র প্রাণি যারা ভক্ষন করবে তা তার জন্য সাদকা হবে।[৪৬৩]

ব্যবসার ফযিলত

রাসূল করীম ﷺ বলেছেন- তোমরা ব্যবসা করো, কেননা রিযিকের নয় দশমাংশ ব্যবসায় নিহিত রয়েছে।[৪৬৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেছেন

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, ছিদ্দিক ও শহীদগণের সাথে থাকবেন।[৪৬৫]

হযরত রাজি' বিন হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযুর ﷺ'র খেদমতে কেউ প্রশ্ন করলেন- কোন উপার্জন সবচেয়ে উত্তম? রাসূল মাকবুল উত্তর দিলেন

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

নিজ হাতে উপার্জন ও ধোঁকামুক্ত ব্যবসা।[৪৬৬]

রাসূল করীম ﷺ সরলমনা সৎব্যবসায়ীর জন্য দোয়া করেছেন-

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَي وَإِذَا اقْتَضَي

আল্লাহ তায়ালা সেই সরলমনা মানুষকে রহম করুক যখন সে বেচা, কেনা ও বিচার কার্য সম্পাদন করে।

৪৬৩। মুসনাদু আবী দাউদ ত্বায়ালীসী, খ.৩,পৃ.২২৭

৪৬৪। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত,

৪৬৫। আল মুস্তাখাবু মিন মুসনাদে আব্দ বিন হামীদ, খ.৬,পৃ.২৯৯, তিরমিযী,দারিমী, দারু কুতনী।

৪৬৬। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ.২৪২।

হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ অতীত কালের এক লোকের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সে ব্যক্তির যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল- তুমি কি কোন ভাল আমল করেছো? উত্তর দিলেন- আমার মনে নেই। তবে এতটুকু মনে পড়ে যে, আমি ব্যবসা করার সময় মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করতাম। কোন সম্পদশালী সময় চাইলে অবকাশ দিতাম। আর কোন অভাবী মানুষ পাওনা আদায়ে অক্ষম হয়ে ক্ষমা চাইলে তাকে মাফ করে দিতাম। এ সময় আল্লাহ তায়ালা বললেন- তুমি মাফ পাওয়ার বেশি হকদার। আল্লাহ ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে বললেন- হে ফেরেশতা! তোমরা আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। অবশেষে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

সততার সাথে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না তাদের পরিণতি খুব ভয়াবহ। হাদীসে আছে-

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ حَتَّى اشْرَأَبُّوا لَهُ فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَصَدَقَ وَبَرَّ.

রাসূল পাক ﷺ জান্নাতুল বাকীর দিকে বের হলেন। ব্যবসায়ীদেরকে বললেন- হে বণিক দল! তারা সাড়া দিলে বললেন- কিয়ামতের দিন সব ব্যবসায়ীকে কুকর্মশীল হিসেবে একত্রিত করা হবে; যারা পরহেযগার, সৎ ও সদ্ব্যবহার করে তারা ব্যতিত।[৪৬৭]

মিথ্যা শপথের মাধ্যমে বেচাকেনা করলে বরকত শূন্য হয়ে যায়। হাদীসে রাসূল মাকবুল আলাইহিস সালাম বলেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ أَبُوذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَ الْمَنَّانُ وَ الْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

আল্লাহ তায়ালা তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না ও তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। আবু যর গিফারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আরজ করলেন, ইয়া রাসুল ﷺ! এরা কারা- যারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে?

৪৬৭। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ.২৩৪। শরহু মুশকিলুল আছার,খ.৫, পৃ.২২১

রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন- যারা টাঁখনোর নিচে লুঙ্গি ঝুলায়,খোটা দান করে ও মিথ্যা কসম করে মাল বিক্রি করে।[৪৬৮]

যেভাবে হালাল রুযি খাওয়া ফরয তেমনি হারাম থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে ইমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।[৪৬৯]

মাপে কম দেয়া

আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সে মহাদিবসে। যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।[৪৭০]

মাদইয়ান শহরের লোকদের পরিণতি

মাদইয়ান শহরের লোকেরা ব্যবসা করতো। তারা প্রতিমা পূজারী ছিল। মেপে কম দিত। আল্লাহ নবী হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালামকে তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে বলেছিলেন- আল্লাহর ইবাদত কর আর মেপে কম দিওনা। আমি তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছি তোমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আযাবের শিকার হয়ো না। মেপে কম দেয়া বন্ধ করো। যমিনে ফিৎনা করো না। তোমরা এরুপ করতে থাকলে তোমাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হবে। তখন তাদের ভাষ্য ছিল-

৪৬৮। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত,
৪৬৯। আক কুরআন, সূরা নিসা:২৯।
৪৭০। আক কুরআন, সূরা তাতফীফ:১-৭।

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

মাদইয়ানবাসীরা বলল- হে শোয়াইব (আলাইহিস সালাম)! আপনার নামায কি আপনাকে এটা শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস সহিষ্ণু, সৎপথের পথিক।[৪৭১]

শোয়াইব আলাইহিস সালাম মাদইয়ানবাসীদেরকে অনেক বোঝানোর পরও তারা ফিরে না আসলে তাদের উপর গযব নাযিল করার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন-

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

অতএব, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরা আমাদের উপর ফেলে দাও।[৪৭২]

নবীদের দোয়া ফেরত হয় না। তিনি দোয়া করলে আল্লাহ আযাব নাযিল করেন।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্টতম ফয়সালাকারী।[৪৭৩]

হযরত ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা তাদের ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা দোযখের দরজা খুলে দিতে বললেন। তখন প্রচন্ড গরম শুরু হয়। গরম সহ্য করতে না পেরে তারা সকলে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। সেখানে গাছের নীচে মেঘমালার ছায়ায় যখন সবাই একত্রিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি অবতীর্ণ করলেন। সকলে মরে ভস্ম হয়ে যায়।

অসৎ ব্যবসায়ীর কাহিনী

হযরত মালিক বিন দীনার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদা এক মুমূর্ষু রোগী দেখতে গেলেন। তিনি তাকে কালিমা মুখে মুখে পড়াতে লাগলেন। কিন্তু রোগীর মুখে তার পরিবর্তে দশ, এগার উচ্চারিত হতে লাগল। তখন সে ব্যবসায়ী বলল-

৪৭১। আক কুরআন, সূরা হুদ; ৮৭।
৪৭২। আক কুরআন, পারা.১৯।
৪৭৩। আক কুরআন, পারা.৯, সূরা আ'রাফ।

আমি কালিমা পড়তে চাইলে আগুন আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। মালিক বিন দীনার প্রশ্ন করলেন- তুমি কোন পাপ করেছো। সে উত্তর দিল- আমি বেচাকেনার সময় মেপে কম দিতাম।[৪৭৪]

হারাম মাল অগ্রাহ্য

রাসূলে মাকবুল ﷺ হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ব্যতিত কবুল করেন না।[৪৭৫]

হযরত সুফিয়ান ছওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-যে ব্যক্তি হারাম মাল থেকে সাদকা, দান খয়রাত করল সে এমন ব্যক্তির মত যে নাপাক কাপড়কে প্রশ্রাব দিয়ে ধৌত করল। তাতে আরো নাপাক হয়ে যাবে।[৪৭৬]

সরকারে মদীনা মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন-

يَكْتَسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَصَّدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُنْفَقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ

যে ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে সাদকা করল তা কবুল হবে না। খরচ করলে তাতে বরকত হবে না। আর পরিত্যাক্ত সম্পদগুলো তার জন্য দোযখের পাথেয় হবে।[৪৭৭]

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের যমানার কাহিনী

হযরত ওহাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হযরত মুসা কলিমুল্লাহ **আলাইহিস সালাম** একদা দেখলেন, এক ব্যক্তি অতি অনুনয়-বিনয় সহকারে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দোয়া করতে লাগল। এ অবস্থা দেখে তাঁর দয়ার উদ্রেক হল। আল্লাহর নিকট আরজ করলেন- হে আল্লাহ! তার দোয়া কবুল করছেন না কেন? অহী মারফত আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, হে মুসা! সে বান্দা যদি কাঁদতে কাঁদতে মরেও যায় আর হাত যদিও আসমান পর্যন্ত উঠিয়ে দেয় তবু আমি তার ফরিয়াদ কবুল করব না। কেননা তার পেটে হারাম, তার খাদ্যে হারাম ও তার ঘরে সবই হারাম।[৪৭৮]

৪৭৪। তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ. ৯৫৭।
৪৭৫। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ. ২৪১
৪৭৬। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত, পৃ. ২১৫
৪৭৭। শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত, পৃ. ২৪২, কাশফুল গুম্মাহ, পৃ.৬
৪৭৮। মাজালিসে সানিয়া, পৃ. ২৫

হযরত আবু বকর ও ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বমি করা

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক গোলামের উপার্জিত দুধ পান করে জানতে পারলেন তা হালাল উপার্জন থেকে ছিল না। তাই তিনি মুখে হাত দিয়ে স্বেচ্ছায় বমি করে দিলেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন- আল্লাহ! আমার শিরা-উপশিরায় যা মিশ্রিত আছে তজ্জন্যে আমাকে ক্ষমা কর।

একই ধরনের একটি ঘটনা ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীতে ঘটে যায়। অজান্তে কেউ তাঁকে সাদকার দুধ পান করিয়ে দেয়। পরে তিনি জানতে পেরে বমি করে দিলেন।[৪৭৯]

হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

রাসূলের নাতী হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে এ ধরনের ঘটনা ঘটে। তিনি সাদকার একটি খেজুর মুখে দিলে রাসূলে করীম ﷺ সে খেজুর মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বললেন- কাহ্ কাহ্! বমি করে দাও।[৪৮০]

সাদকার সুগন্ধি ব্যবহারের ঘটনা

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অতি সুগন্ধময় মিশক বিক্রির জন্য তার স্ত্রীকে দিলেন। একদা তিনি ঘরে ঢুকে মিশকের সুগন্ধির ঘ্রাণ পেলেন। প্রত্যক্ষ করলেন তা স্বীয় স্ত্রীর ওড়না থেকে বেরুচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তা কোত্থেকে পেয়েছ। তিনি জানালেন- বিক্রির সময় সুগন্ধি আমার হাতে লেগে গেল। আমি তা আমার ওড়নায় মুছে দিলাম। তাই সুগন্ধি ছড়াচ্ছে। তিনি বললেন কেন তা ক্রেতার ওড়নায় মুছে দাও নি? তখন তিনি মাথা থেকে ওড়না নিয়ে বার বার তা ধুইতে লাগলেন। যখন সুগন্ধি একেবারে চলে গেল তখন তিনি তা স্বীয় স্ত্রীকে ফেরত দিলেন। সামান্য যদিও ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু এতে তার উঁচু মাপের তাকওয়া বুঝা যায়।[৪৮১]

হযরত যুন নূন মিশরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

হযরত যুন নূন মিশরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদা বন্দি হয়ে জেলে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর এক মুরীদ ভদ্র মহিলা তাঁর জন্য হালাল রুযি থেকে উত্তম খানা পাকিয়ে জেলের দারোয়ানের মাধ্যমে পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করেন নি। এতে উক্ত মুরীদ মর্মাহত হয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে যুন নুন মিশরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- খানা পবিত্র; কিন্তু জেলেখানার দারোয়ান

৪৭৯। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত, পৃ. ২১৪, শায়খ অলী উদ্দীন মুহাম্মদ খতীব আত তিবরিযী, মিশকাত।
৪৮০। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত, পৃ. ২১৭,
৪৮১। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত, পৃ. ২১৭,

জালিম, তার হাতে আমার নিকট পৌছানোর কারণে তা আমি গ্রহণ করতে পারি নি।[৪৮২]

হাম্মাদ বিন সালমার ঘটনা

হযরত মুকাতিল বিন সালিহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হযরত হাম্মাদ বিন সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁর ঘরে মাদুর, চামড়া, কুরআন মাজিদ ও বদনা ছাড়া আর কোন সামগ্রী ছিল না। হঠাৎ ঘরের দরজায় টুক্কর দেয়া হল। দরজা খুলে দেখতে পেলাম সে সময়ের বাদশা মুহাম্মদ বিন সোলায়মান। বাদশা ঘরে ঢুকে তাঁর অনুমতি নিয়ে বসে পড়লেন। হযরত হাম্মাদ বিন সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বললেন- হুযুর! আপনাকে দেখলে আমি অত্যন্ত ভয় পায়। তার কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন- রাসূল পাক ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলমে দীন অর্জন করবে সকলে তাকে ভয় পাবে। আর যে আলিম দুনিয়া লাভের জন্য জ্ঞানার্জন করবে সে সব মানুষকে ভয় পাবে। হযরত হাম্মাদ বিন সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে বাদশা তখন এক হাজার দিরহাম উপহার পেশ করলেন। তিনি তা নিতে অস্বীকার করে বললেন- যাও, তা তার মালিককে দিয়ে আস। বাদশা বললেন- কসম খোদার! এটা আমার মিরাসী হালাল সম্পদ থেকে দিয়েছি। তিনি উত্তর দিলেন-তা আমার প্রয়োজন নেই। বাদশাকে বললেন- তা অন্য হকদারকে দিয়ে দাও। বাদশা বললেন- হুযুর! আপনার হাতে দিলে খুশি হব। হযরত হাম্মাদ বিন সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- যদিও আমি ইনসাফ করে বিতরণ করি তারপরও কেউ হয়তো বলতে পারে আমি ইনসাফ করি নি। তাতে আমি গুনাহগার হব। এটা আমি পছন্দ করি না। পরিশেষে তিনি এক হাজার দিরহাম ফেরত দিলেন।[৪৮৩]

PDF by (Masum Billah Sunny)
Sunni-encyclopedia.blogspot.com
Sunnipedia.blogspot.com

৪৮২। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত, পৃ. ২১৮,
৪৮৩। ইমাম গাযালী, কিমিয়ায়ে সা'দাত, পৃ. ২২৫,